পুরাণ সংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত।

মহাভারত।

বিরাট পর্ব্ব।

ষষ্ঠ খণ্ড।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক
মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

"যেমন পঞ্চ ভূত হইতে ত্রিবিধ লোকের উৎপত্তি হয়, সেই রূপ এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস হইতে কবিগণের বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে।" মহাভারত।

কলিকাতা

পুরাণসংগ্রহ যন্ত্র।

শকাব্দা ১৭৮৩।

PRINTED BY RADHA NAUTH BIDDEARUTTNA

ভূমিকা।

পুরাণসংগ্রহের ষষ্ঠ খণ্ডে মহাভারতীয় বিরাট পর্ব্ব সবিস্তারে অনুবাদিত, মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। দুর্য্যোধনভয়ভীত পঞ্চ পাণ্ডব পতিপরায়ণা পাঞ্চালী সমভিব্যাহারে কি প্রকারে বিরাটভবনে এক বৎসর প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন; দুর্ম্মতি কীচক কিরূপে সপরিবারে ভীমহস্তে নিহত হয়; কীচকবধ সংবাদ শ্রবণে উপযুক্ত অবসর বিবেচনায় ত্রিগর্ত্তেরা কিরূপে বিরাটের গোধন অপহরণ করে; কিরূপে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন কুরুচতুরঙ্গিণী সমভিব্যাহারে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরাজিত হয়; এবং কিরূপে পঞ্চ পাণ্ডব কৃষ্ণা সমভিব্যাহারে ত্রয়োদশ বৎসর বনবাসক্লেশ সহ্য করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনপূর্ব্বক বিরাটভবনে প্রকাশিত হন; এই পর্ব্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

বহুল আয়াসসাধ্য পুরাণসংগ্রহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করণসময়ে আমার এমন ভরসা ছিল না যে, এতাদৃশ অত্যল্প কালমধ্যে দুরবগাহ ভারতের বিরাট পর্ব্ব পর্য্যন্ত অনুবাদিত ও প্রচারিত হইবে; এক দিবসের জন্যও আমার মনে হয় নাই যে, মহাভারতের বাঙ্গালি অনুবাদ সহৃদয়সমাজ গ্রাহ্য করিবেন। আমি দুস্তর জলধিজল ভেলা দ্বারা পার হইতে সংকল্প করিয়াছি; কত দিনে যে পরপার প্রাপ্ত হইব তাহা হৃদয়মন্দিরেও অনুদিত হয় না। ভয়ানক জলজন্তুর ভীষণ রব, উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালার প্রবল বেগ প্রতিপদে উৎসাহ ভঙ্গ করিতেছে। এক্ষণে কেবল ঘনঘটাব্যক্ত গগনমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী গমনমার্গপ্রদর্শক নক্ষত্র স্বরূপ সজ্জনসমাজের একমাত্র গুণগ্রাহিতা গুণ ভরসায় তাঁহাদিগের উৎসাহেই অব্যাঘাতে বিরাটপর্ব্ব সমাপ্ত করিলাম।

সারস্বতাশ্রম
১৭৮৩ শকাব্দা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

মহাভারতীয় বিরাট পর্ব্বের সূচিপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি
অজ্ঞাত বাসার্থ যুধিষ্ঠিরাদির মন্ত্রণা	১	১	১
ধৌম্যের উপদেশ	৪	২	১৫
অস্ত্রসংস্থাপন	৭	১	২৪
শ্রীদুর্গার স্তব	৮	২	১৬
যুধিষ্ঠিরের বিরাটভবনে প্রবেশ	৯	২	৩৫
ভীমের প্রবেশ	১১	১	১০
দ্রৌপদীর প্রবেশ	১১	১	২৭
সহদেবের প্রবেশ	১৩	১	৩২
অর্জ্জুনের প্রবেশ	১৪	১	২৪
নকুলের প্রবেশ	১৫	১	১৪
জীমূত বধ	১৬	১	১
দ্রৌপদী-কীচকসংবাদ	১৭	২	১৪
দ্রৌপদীর সুরা আহরণ	১৯	২	৫
কীচক কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর অবমাননা	২০	২	৩
দ্রৌপদী-ভীমসংবাদ	২২	২	২৯
কীচকবধ	২৯	২	১৭
উপকীচকবধ	৩৩	২	৩
কীচকদাহ	৩৪	২	৩৪
দুর্য্যোধনসমীপে চরগণের প্রত্যাগমন	৩৬	১	২৮
কর্ণ ও দুঃশাসনের বক্তৃতা	৩৭	১	১৫
দ্রোণের বক্তৃতা	৩৭	২	২৭
ভীষ্মের বক্তৃতা	৩৮	১	১৮
কৃপাচার্য্যের বক্তৃতা	৩৯	১	১৯
মৎস্য দেশে সুশর্ম্মাদির যুদ্ধযাত্রা	৩৯	২	২৯
মৎস্যরাজের সমরোদ্যোগ	৪০	২	১৪
সুশর্ম্মার সহিত বিরাটের যুদ্ধ	৪১	২	১৭
সুশর্ম্মার বিগ্রহ	৪২	২	৩৩
বিরাটের বিজয় ঘোষণ	৪৫	১	১২
উত্তরের আত্মশ্লাঘা	৪৫	২	২৯
দ্রৌপদী কর্ত্তৃক বৃহন্নলার সারথ্য কথন	৪৬	২	৬
উত্তরের যুদ্ধযাত্রা	৪৭	১	৩৩
উত্তরের ভয় ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক আশ্বাসন	৪৮	২	৫
কৌরবগণের অর্জ্জুনবিষয়ক কথোপকথন	৫০	২	১০
উত্তরের প্রতি অর্জ্জুনের অস্ত্রগ্রহণের আদেশ	৫১	২	১

	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি
উত্তর কর্ত্তৃক অস্ত্রারোপণ	৫১	২	২৫
উত্তরের অস্ত্রবিষয়ে প্রশ্ন	৫২	১	২৫
অর্জ্জুনের প্রত্যুত্তর	৫২	২	৩৩
উত্তরের পাণ্ডবপরিচয় প্রাপ্তি	৫৩	২	৭
অর্জ্জুনের যুদ্ধে গমন	৫৪	২	১৩
কৌরবগণের উৎপাত দর্শন	৫৬	১	২৫
দুর্য্যোধনের বক্তৃতা	৫৭	২	৯
কর্ণের আত্মশ্লাঘা	৫৯	১	১৩
কৃপাচার্য্যের বক্তৃতা	৬০	১	৭
অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক কর্ণের ভর্ৎসনা	৬১	১	১২
দ্রোণাচার্য্যের বক্তৃতা	৬২	১	৩১
ভীষ্মের ব্যূহ রচনা	৬৩	১	২৮
গোধন প্রত্যাহরণ	৬৪	১	২২
অর্জ্জুনের সহিত কর্ণের সংগ্রাম ও পলায়ন	৬৫	১	৩১
অর্জ্জুনের সহিত কৃপাচার্য্যের সংগ্রাম, দেবগণের আগমন ও কৃপের পলায়ন	৬৬	২	৩১
দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধ ও পলায়ন	৭১	১	২০
অশ্বত্থামার যুদ্ধ	৭৩	২	১৫
কর্ণের পুনর্যুদ্ধ ও পলায়ন	৭৪	২	১
দুঃশাসনাদির যুদ্ধ	৭৫	২	১৮
সঙ্কুল যুদ্ধ	৭৭	১	৩৫
ভীষ্মের যুদ্ধ ও পলায়ন	৭৮	২	২৪
দুর্য্যোধনের যুদ্ধ ও পলায়ন	৮০	২	৮
যুদ্ধের উপসংহার	৮১	১	৩৫
অর্জ্জুন উত্তরের কথোপকথন	৮২	২	৩৭
উত্তরের নগর প্রবেশ, যুধিষ্ঠির ও বিরাটের দ্যূতক্রীড়া এবং উত্তরের প্রতি বিরাটের সময়বিষয়ক প্রশ্ন	৮৩	২	৩৩
বিরাটোত্তরসংবাদ	৮৭	১	২১
পাণ্ডবগণের আত্মপ্রকাশ	৮৮	১	১৪
উত্তরার বিবাহ প্রস্তাব	৮৮	২	৩৩
উত্তরার বিবাহ	৯০	১	৩৩

বিরাট পর্ব্বের সূচিপত্র সমাপ্ত।

মহাভারত।

বিরাট পর্ব্ব।

পাণ্ডব প্রবেশ পর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীরে প্রণাম করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার পূর্ব্বপিতামহগণ দুর্য্যোধনভয়ে ব্যাকুল হইয়া কি রূপে বিরাট নগরে অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন, এবং পতিপরায়ণা ব্রহ্মবাদিনী দ্রুপদনন্দিনীই বা কি প্রকার অজ্ঞাত বাসের ক্লেশ ভোগ করিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরাধিপ! তোমার পূর্ব্বপিতামহগণ বিরাট নগরে যে প্রকারে অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন; তাহা শ্রবণ কর। ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নিকট সেই প্রকার বর লাভানন্তর আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণ সমীপে সমুদায় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন; এবং যে ব্রাহ্মণের অরণী সংযুক্ত মন্থদণ্ড অপহৃত হইয়াছিল, তাঁহারেও তাহা প্রদান করিলেন।

অনন্তর মহামনা যুধিষ্ঠির সমুদায় অনুজগণকে একত্র করিয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! আমরা রাজ্য হইতে বিবাসিত হইয়া দ্বাদশ বৎসর অতি কষ্টে অতিবাহিত করিয়াছি; এক্ষণে ত্রয়োদশ বৎসর উপস্থিত; অতএব এমন কোন উৎকৃষ্ট স্থান মনস্থ কর, যে স্থানে এই সম্বৎসর কাল অরাতিগণের অজ্ঞাতসারে অতিপাত করিতে পারি।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহারাজ! আমরা ধর্ম্মপ্রদত্ত বর প্রভাবে অবশ্যই নরগণের অজ্ঞাতসারে কালাতিপাত করিব সন্দেহ নাই; এক্ষণে বাসোপযোগী কতকগুলি রমণীয় গূঢ়তম স্থান উল্লেখ করি, আপনি তন্মধ্যে কোন স্থান মনোনীত করুন। কুরুমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পাঞ্চাল, চেদি, মৎস্য, শূরসেন, পটচ্চর, দশার্ণ, নবরাষ্ট্র, মল্ল, শাল্ব, যুগন্ধর, বিশাল কুন্তিরাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র ও অবন্তি, এই সকল পরম রমণীয় প্রচুর অন্নশালী জনপদ বিদ্যমান আছে; ইহার মধ্যে কোন্ স্থানে বাস করিতে আপনার অভিরুচি হয়, বলুন আমরাও তথায় এই বৎসর অতিবাহিত করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবাহো! সর্ব্বভূতেশ্বর ভগবান ধর্ম্ম যাহা কহিয়াছিলেন, কখনই তাহার অন্যথা হইবে না। আমরা অবশ্যই রমণীয় বাসস্থান অনুসন্ধান করিয়া অকুতোভয়ে তথায় বাস করিব। মৎস্যরাজ বিরাট বলবান্, ধর্ম্মশীল, বদান্য, বৃদ্ধ ও সতত প্রীতিভাজন; বিশেষত পাণ্ডবগণের প্রতি অনুরক্ত; অতএব আমরা এই সম্বৎসর কাল বিরাট নগরে

বাস করত মৎস্যরাজের কার্য্য সমুদায় সম্পাদন করিব। হে কুরুনন্দনগণ! বিরাট নগরে গমন করিয়া ভূপতি সন্নিধানে যে যে কর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিতে হইবে, এক্ষণে সকলে তাহা নির্দ্দিষ্ট কর।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে নরদেব! আপনি বিরাট নগরে কোন্ কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কাল যাপন করিবেন? আপনি ধীরস্বভাব, বদান্য, লজ্জাশীল, ধার্ম্মিক ও সত্যপ্রতিজ্ঞ; অতএব এই আপৎকালে কোন্ কর্ম্ম অবলম্বন করিবেন? হায়! ধর্ম্মরাজ কখন কিঞ্চিন্মাত্রও দুঃখ ভোগ করেন নাই; তিনি এই ঘোরতর বিপত্তিসাগর হইতে কি প্রকারে উত্তীর্ণ হইবেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! আমি বিরাট ভূপতির নিকট গমন করিয়া যে কর্ম্ম করিব তাহা শ্রবণ কর। আমি কঙ্কনামা অক্ষজ্ঞদয়জ্ঞ দ্যূতপ্রিয় ব্রাহ্মণ হইয়া মহাত্মা বিরাট নৃপতির সভ্যপদে অধিরূঢ় হইব। বৈদূর্য্য ও কাঞ্চনময় কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণে রঞ্জিত মনোহর অক্ষগুটিকা সকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিব। এইরূপে আমি সহামাত্য সবান্ধব বিরাট নৃপতির সন্তোষ সাধনে যত্নবান্ হইয়া কালাতিপাত করিলে কেহই আমারে জানিতে পারিবে না। যদি মৎস্যরাজ আমারে জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে, পূর্ব্বে আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রাণসম সখা ছিলাম; এই কথা বলিব। আমি যে রূপে কাল যাপন করিব, তাহা তোমাদিগকে কহিলাম। এক্ষণে, বৃকোদর! তুমি কি প্রকারে বিরাট নগরে বাস করিবে, বল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তখন ভীমসেন কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমি স্থির করিয়াছি যে মহারাজ বিরাটের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া "আমি পৌরগব, আমার নাম বল্লব" এই বলিয়া পরিচয় প্রদান করিব। হে রাজন্! আমি পাক কার্য্যে সাতিশয় সুনিপুণ। বিরাটরাজভবনে নানাবিধ সূপ প্রস্তুত করিব। পূর্ব্বে সুশিক্ষিত পাচকগণ রাজার নিমিত্ত যে সমুদায় উত্তমোত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছে, আমি তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যঞ্জন সকল প্রস্তুত ও অপরিমিত কাষ্ঠভার আহরণ করিয়া মহারাজের প্রীতি সম্পাদন করিব; তদ্দর্শনে তিনি পরম পরিতুষ্ট হইয়া অবশ্যই আমারে নিযুক্ত করিবেন সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মরাজ! আমি তথায় এরূপ অলৌকিক কার্য্য করিব যে বিরাটরাজের অন্যান্য কিঙ্করগণ আমারে রাজার ন্যায় সম্মান করিবে। আমি সকলের অন্ন পান-প্রদানের কর্ত্তা হইব। মহাবলিষ্ঠ হস্তী বা বৃষভগণকে নিগ্রহ করিতে হইলে অনায়াসে তাহা সম্পাদন করিব। সমাজে যাহারা আমার সহিত বাহুযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইবে, আমি রাজার প্রীতি বর্দ্ধনের নিমিত্ত তাহাদিগকে প্রহার করিয়া ধরাতলে পাতিত করিব, কিন্তু সংহার করিব না। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে "আমি ইতিপূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অন্নসংস্কারক পশুনিগৃহীতা সূপকর্ত্তা ও মল্লযোদ্ধা ছিলাম" বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিব এবং সতত স্বয়ং আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হইব। হে মহারাজ! আমি এই রূপে অজ্ঞাত বাস করিতে সংকল্প করিয়াছি।

তৎপরে যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, অগ্নিখাণ্ডবকানন দগ্ধ করিবার মানসে ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক স্বয়ং যাহার সমীপে আগমন করিয়াছিলেন; যিনি কৃষ্ণ সমভিব্যাহারে এক রথে আরোহণপূর্ব্বক পন্নগ ও রাক্ষসগণকে পরাজয় করত খাণ্ডবারণ্য দাহন করিয়া হুতাশনকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন; যিনি সর্পরাজ বাসুকীর ভগিনীরে হরণ করিয়াছিলেন; সেই সর্ব্বধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন কি রূপে অজ্ঞাত

বাস করিবেন? যেমন প্রতাপশালীদিগের মধ্যে সূর্য্য, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, সর্পের মধ্যে আশীবিষ, তেজস্বীদিগের মধ্যে অগ্নি, আয়ুধের মধ্যে বজ্র, গোসমূহের মধ্যে কক্ষুমান্, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র, বর্ষণকারির মধ্যে পর্জ্জন্য, নাগের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র, হস্তির মধ্যে ঐরাবত, প্রিয়তমের মধ্যে পুত্র, ও সুহৃদের মধ্যে ভার্য্যা; তদ্রূপ ধনঞ্জয় সমুদায় ধনুর্দ্ধরগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন ইন্দ্র ও নারায়ণের তুল্য প্রভাব সম্পন্ন; ইনি পঞ্চ বর্ষ ইন্দ্রভবনে বাস করিয়া স্বীয় বীর্য্য প্রভাবে অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত ও দিব্যাস্ত্র সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছেন; ইহাঁরে দ্বাদশ রুদ্র, ত্রয়োদশ আদিত্য, নবম বসু ও দশম গ্রহ বলিয়া জ্ঞান করা যায়; ইহাঁর বাহুদ্বয় সম, দীর্ঘ ও জ্যাঘাতকঠিন; ইনি উভয় হস্তেই সমানরূপে বাণ নিক্ষেপ করিতে পারেন। যেমন হিমালয় সমুদায় পর্ব্বত অপেক্ষা, সমুদ্র নদীগণ অপেক্ষা, ইন্দ্র দেবগণ অপেক্ষা, অগ্নি বসুগণ অপেক্ষা, শার্দ্দূল মৃগগণ অপেক্ষা ও গরুড় অন্যান্য পক্ষিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তদ্রূপ এই ধনঞ্জয় সমুদায় বীরগণ অপেক্ষা প্রধান। ইনি কি রূপে অজ্ঞাত বাস করিবেন?

অর্জ্জুন কহিছেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমি বিরাটভবনে গমন করিয়া 'আমি ক্লীব' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিব। আমার ভুজদ্বয়সংলগ্ন জ্যাঘাতচিহ্ন গোপন করা দুষ্কর; আমি বলয় দ্বারা উহা আচ্ছাদিত করিব। কর্ণে কুণ্ডল, করে শঙ্খ ও মস্তকে বেণী ধারণ এবং আমার নাম বৃহন্নলা বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিব। পুনঃপুন স্ত্রীজনসুলভ আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া রাজা ও তাঁহার অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের মনোরঞ্জন করিব। বিরাটরাজের পুরস্ত্রীগণকে বিবিধ গীত, নৃত্য ও বাদ্য শিক্ষা করাইব। সতত লোকের আচার ব্যবহার কীর্ত্তন করত মায়াপূর্ব্বক আত্মগোপন করিব। রাজা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিব যে, আমি ইতিপূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ভবনে দ্রৌপদীর পরিচর্য্যা করিতাম। হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই রূপে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় আত্মগোপন পূর্ব্বক বিরাটরাজভবনে সুখে বিহার করিব।

পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন এই বলিয়া তূষ্ণীম্ভূত হইলেন; তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির অন্য ভ্রাতারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে নকুল! তুমি সুখসম্ভোগ সমুচিত, সুকুমার, শূর ও প্রিয়দর্শন; এক্ষণে সেই বিরাটরাজের রাজ্যে কি কর্ম্ম করিবে, তাহা কীর্ত্তন কর। নকুল কহিলেন, মহারাজ! আমি অশ্ববিজ্ঞান ও অশ্বরক্ষণে সুনিপুণ এবং অশ্বশিক্ষা ও অশ্বচিকিৎসায় সম্পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি; এক্ষণে গ্রন্থিক নামে আপনার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বিরাটরাজের অশ্বাধিকারে নিযুক্ত হইব। এই কার্য্য আমার একান্ত প্রিয়তর। হে রাজন্! আপনার ন্যায় আমিও অশ্বগণকে নিতান্ত প্রিয় বোধ করিয়া থাকি। হে মহারাজ! বিরাটনগর নিবাসী কোন ব্যক্তি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কহিব আমি পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বাধিকারে নিযুক্ত ছিলাম। হে রাজন্! আমি এই রূপে প্রচ্ছন্ন বেশে বিরাট নগরে বাস করিতে বাসনা করিয়াছি।

তখন যুধিষ্ঠির সহদেবকে কহিলেন, সহদেব! তুমি বিরাটরাজ সন্নিধানে কি প্রকারে পরিচিত হইবে এবং কি রূপ কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা প্রচ্ছন্ন বেশে কালাতিপাত করিবে?

সহদেব কহিলেন, আমি গোসমূহের প্রতিবেধ, দোহন ও সঙ্খ্যান বিষয়ে সম্যক্

পারদর্শী; বিরাটরাজ সমীপে তন্ত্রিপাল নামে আপনার পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার গোসঙ্খ্যান কার্য্যে নিযুক্ত হইব। আমি অতি কৌশলে বিরাটরাজ্যে কালাতিপাত করিব; আপনি আমার নিমিত্ত কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেন না। পূর্ব্বে আপনি নিরন্তর আমারে গোচর্য্যায় নিয়োগ করিতেন, তন্নিবন্ধন তদ্বিষয়ে আমি অশেষবিধ কৌশল বিশেষ রূপে জ্ঞাত আছি। গোলক্ষণ, গোচরিত এবং তাহাদের শুভ ও অশুভ সমুদায়ই আমার বিদিত আছে। যাহাদিগের মূত্র আঘ্রাণ করিয়া বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়, আমি এই রূপ শুভ লক্ষণ সম্পন্ন বৃষভ সকলকেও জ্ঞাত আছি। হে মহারাজ! গোচর্য্যায় আমার সবিশেষ প্রীতি আছে, অতএব আমি এই কার্য্যে নিযুক্ত হইবার ইচ্ছা করিয়াছি। হে রাজন্! আমি এই রূপে অজ্ঞাত বেশে বিরাটরাজের তুষ্টি সম্পাদন করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সহদেব! আমাদিগের প্রাণপ্রিয়া ভার্য্যা দ্রৌপদী জননীর ন্যায় পালনীয় ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় পূজনীয়; ইনি কি রূপ কার্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তথায় কালাতিপাত করিবেন। এই পতিপরায়ণা সুকুমারী রাজকুমারী যাজ্ঞসেনী অন্যান্য নারীর ন্যায় কোন প্রকার কার্য্য সাধনে সমর্থ নহেন। ইনি আজন্ম কাল কেবল মাল্য, গন্ধ, অলঙ্কার ও বিবিধ বস্ত্রের বিষয়ই সম্যক্ জ্ঞাত আছেন।

দ্রৌপদী কহিলেন, মহারাজ! লোকে শিল্প কর্ম্ম সম্পাদনার্থে কিঙ্করী নিযুক্ত করিয়া থাকে। সৎকুলসম্ভূত রমণীরা কদাচ তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হন না বলিয়া লোকের বিশ্বাস আছে; অতএব আমি কেশসংস্কারকুশল সৈরিন্ধ্রী বলিয়া তথায় আপনার পরিচয় প্রদান করিব এবং রাজা জিজ্ঞাসা করিলে কহিব পূর্ব্বে আমি কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের আলয়ে দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলাম। হে রাজন্! আমি এই রূপে আত্ম গোপনপূর্ব্বক রাজমহিষী সুদেষ্ণার পরিচর্য্যা করিব। আমি উপস্থিত হইলে তিনি অবশ্যই আমাকে নিযুক্ত করিবেন; অতএব এক্ষণে আপনি আমার নিমিত্ত আর মনস্তাপ করিবেন না।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণে! তুমি উত্তমই কহিতেছ। অতি মহৎ বংশে তোমার জন্ম হইয়াছে এবং তুমি সতত সদাচারেই নিরত থাক, কদাচ পাপাচারে প্রবৃত্ত হও না; অতএব দেখিও যেন বিপক্ষগণের দৃষ্টিপথে পতিত হইও না; যেন সেই পাপাচারপরায়ণ ধূর্ত্তেরা পুনরায় সুখী হয় না।

চতুর্থ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, তোমরা বিরাট রাজ্যে যে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করিবে তাহা কহিলে; আমিও স্বয়ং যাহা করিব তাহা কহিয়াছি। এক্ষণে পুরোহিত ধৌম্য, দ্রৌপদীর পরিচারিকা সূত ও পৌরগবগণ সমভিব্যাহারে দ্রুপদরাজভবনে গমনপূর্ব্বক আমাদিগের অগ্নিহোত্র রক্ষা করুন এবং ইন্দ্রসেন প্রভৃতি সকলে রথ লইয়া অবিলম্বে দ্বারকা নগরীতে গমন করুন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই কহিবেন যে পাণ্ডবেরা আমাদিগকে দ্বৈতবনে পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে যে কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন, আমরা তাহার বিন্দু বিসর্গও অবগত নহি।

অনন্তর পাণ্ডবেরা পরস্পর এইরূপ অবধারিত করিয়া পুরোহিত ধৌম্যকে আমন্ত্রণ করিলেন। তখন মহর্ষি ধৌম্য তাঁহাদিগকে সস্নেহ সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পাণ্ডবগণ! তোমরা ব্রাহ্মণ সুহৃৎ যান প্রহরণ ও অগ্নি বিষয়ক কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া দিলে; এক্ষণে যাহা কহিতেছি অব-

হিত হইয়া শ্রবণ কর। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনকে সতত দ্রৌপদীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। তোমরা লোকবৃত্তান্ত সমস্তই জ্ঞাত আছ; কিন্তু বিদিত বিষয়েও উপদেশ প্রদান করা সুহৃদ্বর্গের অবশ্য কর্ত্তব্য; লোকে ইহাকেই সনাতন ধর্ম্ম, ও অর্থ কাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগের ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি; শ্রবণ কর।

হে পাণ্ডবগণ! তোমরা রাজকুলে বাস করিবে; অতএব আমি রাজকুলের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। যে ব্যক্তি রাজকুলের সমস্ত অবগত হইয়াছে; তথায় তাহারেও অতি ক্লেশে কাল যাপন করিতে হয়। তোমরা সম্মানিত হও বা অবমানিতই হও, যেরূপে হউক ছদ্মবেশে তথায় এক বৎসর অতিক্রম করিবে। পরে চতুর্দ্দশ বৎসর সমুপস্থিত হইলে স্বেচ্ছানুসারে ব্যবহার করিতে পারিবে। হে পাণ্ডুনন্দনগণ! রাজভবনস্থ ব্যক্তির কোন বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে ইচ্ছা হইলে, অগ্রে ভূপালের অনুমতি লইবে; রহস্য বিষয়ে কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না এবং যথায় অন্যে পরাভব করিতে না পারে, এই রূপ স্থানে অবস্থান করিবে। যে ব্যক্তি আমি মহারাজের প্রিয় এই মনে করিয়া তদীয় যান, পর্য্যঙ্ক, পীঠ, গজ বা রথে আরোহণ না করেন; তিনিই রাজগৃহে বাস করিতে সমর্থ হয়েন। যথায় উপবিষ্ট হইলে দুষ্ট লোকেরা আশঙ্কা করিবে, তথায় কদাচ উপবেশন করিবে না। ভূপাল জিজ্ঞাসা না করিলে তাঁহারে কোন বিষয়ে অনুশাসন করা অকর্ত্তব্য এবং মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা ও অবসর ক্রমে সমুচিত সৎকার করা বিধেয়। নৃপতিগণ অনৃতবাদী মনুষ্যের প্রতি সতত ঈর্ষা প্রকাশ ও মিথ্যাভাষী মন্ত্রীকে নিয়ত অবমাননা করিয়া থাকেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কদাচ রাজমহিষী, অন্তঃপুরচারী, রাজার দ্বেষ্য ও তাঁহার অহিতকারী ব্যক্তিগণের সহিত মৈত্রী করিবেন না। রাজার সমক্ষে সামান্য কার্য্যও আগ্রহপূর্ব্বক সম্পাদন করিবে। এই রূপে রাজার পরিচর্য্যা করিলে কদাচ বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয় না। উন্নত পদ প্রাপ্ত ব্যক্তিও জিজ্ঞাসিত বা নিয়োজিত না হইলে স্বীয় মর্য্যাদানুরোধে জাত্যন্ধের ন্যায় ব্যবহার করিবেন। পুত্র, পৌত্র বা ভ্রাতাও মর্য্যাদা অতিক্রম করিলে ভূপাল আর তাহারে সমুচিত সমাদর করেন না। অগ্নি ও দেবতার ন্যায় রাজার উপাসনা করিবে। মিথ্যাবাদী মনুষ্যকে রাজা অবশ্যই বিনাশ করিয়া থাকেন। প্রমাদ, গর্ব্ব ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনির্ণয়স্থলে যাহা স্বামীর হিত ও প্রিয়কর হয় তাহাই বর্ণন করিবে। যে স্থলে হিতকর প্রিয় বাক্য নিতান্ত দুর্লভ; সে স্থলে প্রভুর প্রিয় বাক্যে উপেক্ষা করিয়া হিত বাক্য বলাই কর্ত্তব্য। কদাচ স্বামিবাক্যের প্রতিকূলাচরণ করিবে না এবং অপ্রিয় ও অহিত কথা তাঁহার নিকট বর্ণন করিবে না। পণ্ডিত ব্যক্তি আপনারে প্রভুর অপ্রিয় পাত্র মনে করিয়া তাঁহার সেবা করেন ও সর্ব্বদা অপ্রমত্ত চিত্তে তাঁহার হিত ও প্রিয় কার্য্যে তৎপর হন। যে ব্যক্তি প্রভুর অনিষ্ট চেষ্টা, তাঁহার অহিতচারীদিগের সহবাস ও অনধিকারচর্চ্চায় পরাঙ্মুখ হন; তিনি রাজকুলে বাস করিবার উপযুক্ত পাত্র। পণ্ডিতেরা রাজার দক্ষিণ অথবা বাম পার্শ্বে উপবেশন করিবেন; অস্ত্রশস্ত্রধারী রক্ষকগণ তাঁহার পশ্চাৎ ভাগে থাকিবে এবং সম্মুখে বিস্তীর্ণ আসন বিন্যস্ত থাকিবে; তথায় উপবেশন করা নিষিদ্ধ।

কোন গূঢ় বিষয় প্রত্যক্ষ হইলেও তাহা অন্যের নিকট ব্যক্ত করিবে না; তাহা

হইলে সামান্য ব্যক্তিদিগেরও অবিশ্বাস-ভাজন হইতে হয়। রাজারা যদি মিথ্যা কথা বলেন, তাহা অন্যের নিকট কদাচ প্রকাশ করিবে না। তাঁহারা মিথ্যাবাদীর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং পণ্ডিতাভিমানী লোকদিগকে ঘৃণা করেন। আমি বীর বা বুদ্ধিমান্ এই বলিয়া কদাচ রাজার নিকট গর্ব্ব প্রকাশ করিবে না। যিনি অপ্রমত্ত চিত্তে সতর্কতাপূর্ব্বক রাজার প্রিয় ও হিত কার্য্য করেন; তিনিই তাঁহার প্রণয়াস্পদ ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া নানাবিধ ভোগসুখে কাল যাপন করিতে পারেন। দেখ, যাঁহার কোপে অশেষ ক্লেশ এবং প্রসাদে মহাফল লাভ হয়; কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহার অনভিমত কার্য্যানুষ্ঠান করে।

রাজসভায় স্থির ভাবে সমাসীন থাকিবে; হস্ত, পাদ ও ওষ্ঠ প্রভৃতি সতত সঞ্চালন করিবে না; উচ্চৈঃ স্বরে কথা কহিবে না এবং অতি গোপনে নিষ্ঠীবন ও বাতাদি পরিত্যাগ করিবে। কোন প্রকার হাস্যের বিষয় উপস্থিত হইলে হৃষ্ট হইয়া অতি হাস্য, ও ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক হাস্য সম্বরণ, এই উভয়ই বিরুদ্ধ। অতি হাস্যে উন্মত্ততা ও হাস্য সম্বরণে গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করা হয়, এই নিমিত্ত তৎকালে মৃদু মৃদু হাস্য করা কর্ত্তব্য। যিনি লাভে হৃষ্ট ও অপমানে দুঃখিত হন না, এবং সর্ব্বদাই অপ্রমত্ত থাকেন, তিনিই রাজভবনের উপযুক্ত পাত্র। যে পণ্ডিত অমাত্য সর্ব্বদা রাজা ও রাজপুত্রের স্তব স্তুতি করেন, তিনি চির কাল প্রিয় পাত্র হইয়া থাকেন। যে অনুগৃহীত অমাত্য কোন কারণবশতঃ নিগৃহীত হইয়াও রাজার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ না করেন, তিনি পুনরায় সম্পদ্ লাভ করিতে পারেন। যিনি রাজার নিকট উপজীবিকা লাভ ও তাঁহার বিষয়ে বাস করেন, তিনি সতত ভূপতির সমক্ষে এবং পরোক্ষে তদীয় গুণানুবাদ করিবেন। যে অমাত্য বলপূর্ব্বক বিষয় ভোগ করিবার নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করেন, তিনি অচির কাল মধ্যে পদচ্যুত হন এবং তাঁহার প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রাজকৃত উপকার সতত বিপক্ষের নিকট প্রকাশ করিবে না এবং রাজারে সর্ব্বদা শিক্ষা প্রদানে সমুদ্যত হইবে না। যে ব্যক্তি বলবান্; অমান, সত্যবাদী, মৃদু ও দান্ত হইয়া সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় ভূপতির অনুগত হইতে পারেন, তিনিই রাজকুলের উপযুক্ত। প্রভু অন্য ব্যক্তিরে কোন কার্য্যে নিয়োগ করিলে যিনি কি করিব বলিয়া সেই কর্ম্মে অগ্রসর হন, তিনিই রাজভবনে বাস করিবার যোগ্য পাত্র। যিনি ভূপতি কর্ত্তৃক গূঢ় বা প্রকাশ্য কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া তৎসাধনে পরাঙ্মুখ না হন, তিনিই রাজগৃহে বাস করিবেন। যিনি প্রবাসিত হইয়া পরম প্রণয়াস্পদ পুত্র কলত্র প্রভৃতি স্মরণ করেন না, এবং সুখের নিমিত্ত দুঃখ সহ্য করিতে পারেন, তিনিই রাজগৃহে বাস করিবার উপযুক্ত। কদাচ রাজার সদৃশ বেশ ভূষা করিবে না; তাঁহার সমীপে অতি হাস্য করিবে না; এবং মন্ত্রণা বহু ব্যক্তির নিকট ব্যক্ত করিবে না। অর্থস্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক কার্য্য করিবে; কারণ কোন দ্রব্য অপহরণ করিলে বন্ধন অথবা প্রাণনাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। প্রভু যান, বস্ত্র, অলঙ্কার অথবা অন্য যে কোন বস্তু প্রসাদস্বরূপ প্রদান করিবেন, তাহাই সতত ধারণ করিবে। এই রূপে সাবধানে কালাতিপাত করিতে পারিলে রাজার প্রিয় পাত্র হওয়া যায়।

হে পাণ্ডবগণ! সম্প্রতি তোমরা প্রয়ত্নাতিশয় সহকারে এই রূপে চিত্ত সংযত করিয়া আপনাদিগের সুশীলতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বিরাট নগরে সম্বৎসর কাল অতিবাহিত কর। অনন্তর আপনাদিগের রাজ্য লাভ করিয়া স্বেচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! আপনি যাহা আদেশ করিলেন, আমরা কদাচ তাহার অন্যথাচরণ করিব না। মাতা কুন্তী ও মহামতি বিদুর ভিন্ন আপনার ন্যায় সদুপদেষ্টা আর কেহই নাই; অতএব এক্ষণে আমরা কিরূপে এই দুঃখার্ণব উত্তীর্ণ হইব, কিরূপে প্রস্থান করিব এবং কিরূপেই বা আমাদিগের জয় লাভ হইবে, তাহার উপায় বিধান করুন।

দ্বিজোত্তম ধৌম্য যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এই রূপ উক্ত হইয়া প্রস্থানোচিত সমুদায় আয়োজন করিলেন এবং তাঁহাদিগের রাজ্য লাভ, সমৃদ্ধি ও বৃদ্ধির নিমিত্ত অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা সেই অগ্নি ও তপোধন ব্রাহ্মণদিগকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক দ্রৌপদীরে অগ্রে লইয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা গমন করিলে পর ধৌম্য অগ্নিহোত্র গ্রহণ করিয়া পাঞ্চাল নগরে উত্তীর্ণ হইলেন এবং ইন্দ্রসেন প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত লোকেরা যাদবগণের নিকট গমনপূর্ব্বক সুসংবৃত হইয়া অশ্ব রথ রক্ষা করত পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর স্বরাজ্য লিপ্সু শ্মশ্রুধারী পাণ্ডবগণ গোধাঙ্গুলিত্রাণ বন্ধন ও ধনু, খড়্গ, আয়ুধ, তূণ গ্রহণপূর্ব্বক পাদচারে কালিন্দী নদীর দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইলেন; তথা হইতে কখন বা গিরিদুর্গে, কখন বা বনদুর্গে অবস্থানপূর্ব্বক মৃগয়া করত গমন করিতে লাগিলেন। এই রূপে দশার্ণ দেশের উত্তর, পাঞ্চাল দেশের দক্ষিণ এবং যকৃল্লোম ও শূরসেনের মধ্য দিয়া মৎস্য দেশে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন দ্রুপদনন্দিনী রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! নানাবিধ ক্ষেত্র ও এই পথ সমুদায়ের অবস্থা দৃষ্টিগোচর করিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, মৎস্যরাজের রাজধানী অতি দূরবর্ত্তী হইবে; আমিও সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছি; অতএব এই রাত্রি এই স্থানেই অবস্থান করুন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি যত্ন সহকারে পাঞ্চালীরে বহন কর; যখন অরণ্য অতিক্রমণ করিয়াছি, তখন একবারে রাজধানীতে গিয়া অবস্থিতি করিব। গজরাজ তুল্য অর্জ্জুন দ্রৌপদীরে গ্রহণ করিয়া দ্রুত পদসঞ্চারে গমন করত বিরাট নগরের সমীপে উপস্থিত হইয়া অবতারিত করিলেন।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! এই আয়ুধ সকল কোথা রাখিয়া পুর প্রবেশ করিব? যদ্যপি আমরা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হই, তাহা হইলে সমুদায় লোক সাতিপয় উদ্বিগ্ন হইবে। তোমার গাণ্ডীব ধনু লোক মধ্যে কাহারও অবিদিত নাই; ইহা গ্রহণ করিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিলে, মনুষ্য মাত্রেই আমাদিগকে চিনিতে পারিবে। যে রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তদনুসারে অজ্ঞাত বাসসময়ে এক ব্যক্তি জানিতে পারিলেও পুনরায় দ্বাদশ বৎসর বন বাস করিতে হইবে।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! এই পর্ব্বতশৃঙ্গে এক দুরারোহ শমী বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। উহার শাখা সকল অতি ভয়ঙ্কর; বিশেষতঃ উহা শ্মশানের সমীপবর্ত্তী ও হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ দুর্গম অরণ্যে পরিবৃত। বোধ হয়, উহার সমীপে এমন কেহ নাই যে, আমরা উহাতে শস্ত্রগুলি সংস্থাপিত করিবার সময় তাহার দর্শনপথে নিপতিত হইব। অতএব ঐ শমী বৃক্ষে আয়ুধ সমস্ত সংস্থাপন করিয়া, নগর প্রবেশপূর্ব্বক যথাযোগ্য রূপে কাল যাপন করিব।

ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজকে এই প্রকার কহিয়া

শস্ত্র সংস্থাপন করিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। তিনি যাহা দ্বারা এক রথে সমুদায় দেব ও মনুষ্যগণকে পরাজিত এবং সুসমৃদ্ধ জনপদ সকল আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সেই গভীরনিঃস্বন, অরাতিবলনিসূদন গাণ্ডীব শরাসন মৌর্ব্বীশূন্য করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরও যে ধেনু দ্বারা কুরুক্ষেত্র রক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা হইতে অক্ষয় গুণ বিশ্লেষিত করিলেন। মহাবল ভীমসেন যদ্দ্বারা পাঞ্চাল জনপদ পরাজিত ও দিগ্বিজয় কালে একাকী ভূরি ভূরি অরাতিগণকে দূরীভূত করিয়াছিলেন; বজ্রাহত পর্ব্বত বিস্ফোটের ন্যায় যাহার বিস্ফার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, সপত্নগণ রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিত; যাহার প্রভাবে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ পরাভূত হইয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি সেই শরাসন হইতে জ্যাপাশ অবতারিত করিলেন। যিনি কুলে, রূপে অনুপম বলিয়া নকুল নামে প্রসিদ্ধ, সেই ইন্দ্র সদৃশ, মিতভাষী, মাদ্রীনন্দন যে শরাসন দ্বারা পশ্চিম দিক্ পরাজয় করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহারও মৌর্ব্বী অপাকৃষ্ট হইল। দক্ষিণাচারপরায়ণ সহদেব যে ধনু দ্বারা দক্ষিণ দিক্ পরাজয় করিয়াছিলেন; এক্ষণে তিনিও তাহা হইতে গুণপাশ বিয়োজিত করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত ধনু এবং সুদীর্ঘ খড়্গ, মহামূল্য তূণ ও ক্ষুরধার শর সমুদায় একত্র সঙ্কলিত হইল।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির নকুলকে কহিলেন, বীর! তুমি এই শমী বৃক্ষে আরোহণ করিয়া, এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র উহাতে সংস্থাপন কর।

তখন নকুল সেই শমী বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক উহার যে যে স্থানে বক্রভাবে বারি বর্ষণ হয়, সেই সেই স্থানে গাণ্ডীব প্রভৃতি চারি খানি ধনু ও সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র সুদৃঢ় পাশ দ্বারা দৃঢ় রূপে বন্ধন করিয়া রাখিলেন। লোকে শবদুর্গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া দূর হইতেই এই বৃক্ষ পরিহার করিবে এই অভিপ্রায়ে পাণ্ডবগণ সেই শমী বৃক্ষে একটি মৃত শরীর বন্ধন করিয়া রাখিলেন এবং গোপাল ও মেষপাল প্রভৃতি সকলের নিকটে এই কথা প্রচার করিয়া দিলেন যে, আমরা পূর্ব্বাচরিত কুলধর্ম্মানুসারে অশীতিশতবর্ষবয়স্কা গতাসু প্রসূতিরে ইহাতে বন্ধন করিয়া রাখিলাম।

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির আপনাদিগের পঞ্চ জনের জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন ও জয়দ্বল এই পাঁচটি গূঢ় নাম রাখিয়া কৃষ্ণা ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সেই ত্রয়োদশ বর্ষ অজ্ঞাতচারে অতিবাহন করিবার নিমিত্ত নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রমণীয় বিরাট নগরে গমন করত মনে মনে ত্রিভুবনেশ্বরী ভগবতী দুর্গার স্তব করিতে লাগিলেন। হে যশোদানন্দিনি নারায়ণ প্রণয়িণি, কুলবিবর্দ্ধিনি, কংসধ্বংসকারিণি, অসুরবিনাশিনি, ভগবতি, বরদে, কৃষ্ণে! আপনারে নমস্কার। আপনি ব্রহ্মচর্য্যস্বরূপা বাসুদেবের ভগিনী। দুর্দ্দান্ত কংস বলপূর্ব্বক আপনারে আকর্ষণ করত শিলাতলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে আপনি অনায়াসে তাহার হস্ত হইতে আকাশপথে গমন করিয়াছিলেন। হে ত্রিভুবনেশ্বরি! আপনি দিব্য বস্ত্র ও মাল্যে বিভূষিত হইয়াছেন; আপনার করতলে সুতীক্ষ্ণ খড়্গ ও খেটক শোভা পাইতেছে। হে ত্রৈলোক্যতারিণি! যাঁহারা ভুভার অবতারণ জন্য কায়মনোবাক্যে আপনারে স্মরণ করেন, আপনি দুস্তর পাপপঙ্ক হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত দেবীরে সন্দর্শন করিবার মানসে পুন-

রায় বহুবিধ স্তব করিতে লাগিলেন। হে কালার্কসদৃশে, চতুর্ভুজে, চতুর্ব্বক্ত্রে, ময়ূর-পিচ্ছবলয়ে, পীনপয়োধরে, পৃথুনিতম্বিনি, কেয়ূরধারিণি, দেবি! আপনি লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন। আপনার মুখমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডলবিস্পর্দ্ধী; শ্রবণযুগল সুবর্ণ-কুণ্ডলে বিভূষিত, মুকুট অতি বিচিত্র এবং কেশপাশ পরম রমণীয়। হে নানা আয়ুধ-ধারিণি! আপনার বিপুল বাহুযুগল শক্রধ্বজসদৃশ। আপনি ভুজঙ্গাভোগরূপ মেখলাদামে বিভূষিত হইয়া বিষধরপরিবৃত মন্দর গিরির শ্রী ধারণ করিয়াছেন। শিখিপিচ্ছবিনির্ম্মিত উন্নত ধ্বজদণ্ডে আপনার কি অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়াছে! হে ত্রিদশেশ্বরি! আপনি কৌমার ব্রত ধারণপূর্ব্বক সুরলোক পবিত্র করিয়াছিলেন বলিয়া ত্রিদশগণ নিরন্তর আপনার স্তব ও পূজা করিয়া থাকেন; আপনি ত্রৈলোক্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত মহাসুর মহিষাসুরকে সংহার করিয়াছেন। আপনি জয়া, বিজয়া, বরদা ও সংগ্রামে বিজয়প্রদা; অতএব এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, কৃপা করিয়া আমারে বিজয় দান করুন। হে শীধুমাংস-পশুপ্রিয়ে, কামচারিণি! নগেন্দ্র বিন্ধ্যাচল আপনার শাশ্বত বাসস্থান। আপনি যাত্রা করিলে ভূতগণ আপনার অনুগমন করে। হে কালি! হে মহাকালি! যাঁহারা ভারাবতারণ মানসে প্রভাতে আপনারে স্মরণ ও প্রণাম করেন, তাঁহাদিগের ধন পুত্র লাভ দুর্ল্লভ হয় না। হে দুর্গে! আপনি দুর্গ হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া লোকে আপনারে দুর্গা বলিয়া থাকে। কান্তারে অবসন্ন, জলধিজলনিমগ্ন ও দস্যুহস্তে নিপতিত জনের আপনিই একমাত্র গতি। হে দেবি! জল প্রতরণে, কান্তারে ও অটবীতে বিপন্ন হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক আপনারে স্মরণ করিলে আর অবসন্ন হইতে হয় না। হে সুরেশ্বরি! আপনি কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, সিদ্ধি, লজ্জা, বিদ্যা, সন্ততি, বুদ্ধি, সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভা, নিদ্রা, জ্যোৎস্না, কান্তি, ক্ষমা ও দয়া। আপনার পূজা করিলে নরের বন্ধন, মোহ, পুত্রনাশ, ধনক্ষয়, ব্যাধি, মৃত্যু ও ভয় কিছুই থাকে না। হে ভক্তবৎসলে, শরণাগতপালিকে, দুর্গে! আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে আপনার শরণাপন্ন, আপনারে প্রণাম করি, আপনি আমারে রক্ষা করুন।

দেবী রাজার এবম্বিধ স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! আমার প্রসাদে অচির কাল মধ্যে তোমার সংগ্রামে বিজয় লাভ হইবে। তুমি নিখিল কৌরববাহিনী পরাজয় করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পরম প্রীত মনে নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিবে এবং তোমার সখ্য ও আরোগ্য লাভ হইবে। হে ধর্ম্মরাজ! যে সকল নিষ্পাপ ব্যক্তিরা আমার নাম সঙ্কীর্ত্তন করে, আমি প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে রাজ্য, আয়ু, অপূর্ব্ব দেহ ও পুত্র প্রদান করি। যাহারা প্রবাস, নগর, শত্রু, সঙ্কট, সংগ্রাম, কান্তার, গহন কানন, পর্ব্বত ও সাগর প্রভৃতি দুর্গম স্থলে বিপন্ন হইয়া এই রূপে আমারে স্মরণ করে, তাহাদিগের কিছুই দুর্লভ থাকে না। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক এই উৎকৃষ্ট স্তোত্র শ্রবণ বা পাঠ করে, তাহাদিগের সমুদায় কার্য্য সিদ্ধ হয়। হে পাণ্ডবগণ! আমি প্রসন্ন হইয়া বলিতেছি, তোমরা বিরাট নগরে অবস্থিতি করিলে তত্রত্য লোক ও কৌরবেরা কেহই তোমাদিগকে জানিতে পারিবে না।

দেবী যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া পাণ্ডবগণের রক্ষা করিয়া সেই খানেই অন্তর্হিত হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদ-

নন্তর মহাবিষ আশীবিষের ন্যায় দুরাসদ, কুরুবংশাবতংস মহানুভব রাজা যুধিষ্ঠির, বৈদূর্য্য ও কাঞ্চনময় অক্ষগুটিকাসকল বস্ত্র দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক কক্ষে নিক্ষেপ করিয়া সর্ব্বাগ্রে সভাস্থ বিরাটরাজার নিকট উপনীত হইলেন। তিনি অপূর্ব্ব রূপ ও বলপ্রভাবে সাক্ষাৎ অমরের ন্যায় নিবিড় জলদজালজড়িত সূর্য্যের ন্যায় ও ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। বিরাটরাজ অচিরকালমধ্যে অভ্রপটলসংবৃত সুধাংশুসদৃশ সভাগত যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, সূত, বৈশ্য ও অন্যান্য সভ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সভাসদ্গণ! যিনি প্রথমে আগমন করিয়া রাজার ন্যায় সভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, উনি কে? উনি ব্রাহ্মণ নন, আমার বোধ হয়, কোন রাজা হইবেন। উহাঁর সমভিব্যাহারে দাস, রথ ও হস্তী কিছুই নাই; তথাচ উনি দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। যেমন মদমত্ত বারণ অকুতোভয়ে নলিনীর সমীপে সমুপস্থিত হয়, তদ্রূপ ইনিও আমার নিকট অসঙ্কুচিত চিত্তে আগমন করিতেছেন। যাহা হউক, উহার আকার প্রকার দর্শনে উহাঁরে রাজা বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।

বিরাটরাজ এই রূপ তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, ইত্যবসরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ জাতি; সর্ব্বস্বান্ত হওয়াতে জীবিকা লাভের নিমিত্ত আপনকার নিকট উপস্থিত হইয়াছি; মানস করিয়াছি, এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক মহাশয়ের অভিলাষানুরূপ কার্য্য সংসাধন করিব। তখন বিরাটরাজ সাতিশয় প্রহৃষ্ট মনে স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন, তাত! তোমারে নমস্কার। এক্ষণে তুমি কোন্ রাজার রাজধানী হইতে আগমন করিতেছ? তোমার নাম ও গোত্র কি? এবং তুমি কি কি শিল্প কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাক? এই সমস্ত সত্য করিয়া বল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! আমি ব্যাঘ্রপদী গোত্রসম্ভূত ব্রাহ্মণ, আমার নাম কঙ্ক; পূর্ব্বে আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রিয় সখা ছিলাম; দ্যূতে আমার সবিশেষ নিপুণতা আছে। বিরাট কহিলেন, আমি তোমার প্রার্থনা পূরণে সম্মত আছি; তুমি মৎস্য দেশ শাসন কর; আমি তোমার একান্ত বশম্বদ, দ্যূতানুরক্ত ব্যক্তিগণ আমার প্রিয় পাত্র; অতএব তুমিও আমার প্রিয় ও রাজ্য লাভে সম্যক্ উপযুক্ত। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! আমি নীচ লোকের সহিত কখনই দ্যূতক্রীড়া করিব না এবং আমি যাহারে পরাজয় করিব, সে আমার ধন লাভে কদাচ অধিকারী হইবে না; আপনি অনুকম্পা করিয়া আমার এই প্রার্থনায় সম্মত হউন। বিরাট কহিলেন, আমি তোমার অহিতকারী ব্রাহ্মণকে বিষয় হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিব এবং অন্যে তোমার অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ নাশ করিব।

হে জানপদবর্গ! তোমরা সকলেই সমাগত হইয়াছ; এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। অদ্যাবধি প্রিয় সখা কঙ্ক আমার ন্যায় সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ অধিকারী হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, সখে! আমি তোমার সহিত এক যানে আরোহণ করিব এবং আমার ন্যায় তোমারও প্রচুর বস্ত্র ও অপর্য্যাপ্ত পান ভোজন লাভ হইবে। আমি গৃহের দ্বার সকল উদ্ঘাটন করিয়া দিতেছি, তুমি সর্ব্বদাইবা হ্যন্তর পর্য্যবেক্ষণ করিবে, যদি কেহ জীবিকা লাভে অসমর্থ হইয়া তোমার নিকট

কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ আমারে বলিবে, আমি নিঃসন্দেহ তাহার মনোরথ পূর্ণ করিব; আমার সন্নিধানে তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই।

হে মহারাজ! এই রূপে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিরাটের সহিত সমাগত হইয়া পরম সমাদরে বাস করিতে লাগিলেন, কেহই তাঁহার এই বৃত্তান্তের বিন্দু বিসর্গও অবগত হইতে পারিল না।

অষ্টম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীমপরাক্রম ভীমসেন সকললোকবিকাশী প্রভাকরের ন্যায় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান হইয়া অসিত বসন পরিধান এবং করে কোষনিষ্কাশিত অসিতাঙ্গ অসি, মন্থদণ্ড ও দর্ব্বী ধারণপূর্ব্বক সূপকারবেশে মৎস্যরাজসমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মৎস্যরাজ ভূপতিসন্নিভ অন্তিকাগত কুন্তী-কুমারকে অবলোকন করিয়া সমাগত জনপদবাসীদিগকে কহিলেন, ঐ যে সিংহসদৃশ, উন্নতস্কন্ধ, সূর্য্যসদৃশ পরম রূপবান্, অদৃষ্টপূর্ব্ব যুবা দৃষ্টিগোচর হইতেছেন; উনি কে? আমি সবিশেষ অনুধাবন করিয়াও উহাঁর অভিসন্ধি স্থির করিতে সমর্থ হইতেছি না। অতএব তোমরা অবিলম্বে উহাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা কর; উনি গন্ধর্ব্বরাজ হউন বা দেবরাজই হউন, আমি বিচার না করিয়া উহাঁর মনোরথ পরিপূর্ণ করিব।

তাহারা মৎস্যরাজের আদেশানুসারে দ্রুতপদ সঞ্চারে ভীমসেনসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া সমুদায় রাজবাক্য নিবেদন করিল। মহাত্মা বৃকোদর তাহাদিগের বাক্যে প্রত্যুত্তর না করিয়া বিরাটের সন্নিকটেআগমনপূর্ব্বক অসঙ্কুচিত বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! আমি সূপকার, আমার নাম বল্লব, আমি অতি উত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে পারি; আমারে গ্রহণ করুন।

বিরাট কহিলেন, হে বল্লব! তোমারে সুররাজের ন্যায়, নররাজের ন্যায় রূপলাবণ্য ও বিক্রমসম্পন্ন দেখিয়া সূপকার বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে না।

ভীম কহিলেন, নরেন্দ্র! আমি সূপকার আপনার পরিচারক; পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠিরের সূপাধিকারে নিযুক্ত ছিলাম। আমি কেবল সূপকার্য্যে পারদর্শী নই; আমার তুল্য বাহুযোদ্ধা বলবান্ও অতি দুর্লভ। আমি সর্ব্বদা হস্তী ও সিংহের সহিত সংগ্রাম করিতাম; এক্ষণে নিরন্তর আপনার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব।

বিরাট কহিলেন বল্লব! আমি তোমার মনোরথ পরিপূর্ণ করিলাম; তুমি মহানসে অধিকার গ্রহণ কর; কিন্তু এপ্রকার কর্ম্ম তোমার উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না; তুমি সসাগর ধরামণ্ডলের অধিকারযোগ্য। যাহা হউক, তুমি আত্মকামনানুসারে মহানসে নিযুক্ত হইলে; আমি তোমারে তত্রস্থ সমস্ত অধিকৃতবর্গের উপরে আধিপত্য প্রদান করিলাম।

ভীমসেন এই রূপে মহানসে নিযুক্ত হইয়া বিরাট নৃপতির সাতিশয় প্রীতিভাজন হইলেন। তত্রস্থ পরিচারক বা অন্য কোন ব্যক্তি তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই।

নবম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অসিতলোচনা দ্রৌপদী নীল সূক্ষ্ম সুকোমল ও সুদীর্ঘ কেশপাশ বেণীরূপে বন্ধন, অতিমাত্র মলিন একমাত্র বসন পরিধান করিয়া সৈরিন্ধ্রীবেশে দীনভাবে গমন করিতে লাগিলেন। নাগরিক পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা দ্রুত পদে তাঁহার নিকট আগমন করিয়া "তুমি কে? তোমার অভিলাষ কি?" বারংবার এই রূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তখন দ্রৌ-

পদী তাহাদিগকে কহিলেন, আমি সৈরিন্ধ্রী, যদি কেহ আমারে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করেন, আমি তাহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিব, এই নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছি। কিন্তু তাহারা তাঁহার অসামান্য রূপ লাবণ্য, বেশ বিন্যাস ও মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে অন্নার্থিনী দাসী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিল না।

বিরাটমহিষী সুদেষ্ণা প্রাসাদে আরোহণ করিয়া ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, ইত্যবসরে পাণ্ডবপ্রিয়া দ্রৌপদী তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। রাজমহিষী তাঁহারে তাদৃশ রূপবতী, অনাথা ও একবসনা দেখিয়া নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে! তুমি কে ও তোমার অভিলাষই বা কি? দ্রৌপদী কহিলেন, আমি সৈরিন্ধ্রী, যিনি আমারে নিযুক্ত করিবেন, আমি সুচারুরূপে তাঁহার কর্ম্ম সম্পাদন করিব, এই কারণেই এ স্থানে আগমন করিয়াছি।

সুদেষ্ণা কহিলেন, হে ভাবিনি! তুমি যে প্রকার কহিতেছ, তোমার ন্যায় কামিনীগণের পক্ষে তাহা কখনই হয় না; ফলত তুমিই নানাবিধ দাসদাসীগণের নিযোগ্যা। তোমার গুল্ফভাগ অনুচ্চ, ঊরুদ্বয় সংহত, নাভিপ্রদেশ অতি গম্ভীর, নাসিকা উন্নত, অপাঙ্গ, কর, চরণ, জিহ্বা ও অধর লোহিত বর্ণ, বাক্য হংসের ন্যায় গদ্গদ, কেশকলাপ অতি মনোহর, অঙ্গ শ্যামলবর্ণ, নিতম্ব ও পয়োধর নিবিড়তম, পক্ষ্মরাজি কুটিল, মধ্যভাগ ক্ষীণ, গ্রীবা কম্বুর ন্যায়, শিরা সকল অদৃশ্য এবং মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় রমণীয়; তুমি কাশ্মীরী-তুরঙ্গীর ন্যায় এবং পদ্মপলাশলোচনা কমলার ন্যায় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছ; হে ভদ্রে! তোমারে পরিচারিণী বলিয়া কোন প্রকারেই বোধ হইতেছে না; তুমি যক্ষরমণী কি দেবকামিনী? গন্ধর্ব্বী কি অপ্সরা, ভুজঙ্গবনিতা, কি এই নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা? বিদ্যাধরী বা কিন্নরী অথবা স্বয়ং রোহিণী? অলম্বুষা কি মিশ্রকেশী? পুণ্ডরীকা কি মালিনী? অথবা তুমি ইন্দ্রাণী, বারুণী, বিশ্বকর্ম্মার পত্নী, ব্রহ্মাণী কি অন্যান্য দেবকন্যাগণের অন্যতমা হইবে? যাহা হউক, তুমি কে, বল।

দ্রৌপদী কহিলেন, আমি দেবী, গন্ধর্ব্বী, অসুরী বা রাক্ষসী নহি। সত্য কহিতেছি, আমি সৈরিন্ধ্রী, আমি কেশসংস্কার, বিলেপন, পেষণ এবং মল্লিকা, উৎপল, কমল ও চম্পক প্রভৃতি কুসুমকলাপের বিচিত্র মালা গ্রন্থন করিয়া থাকি। প্রথমে কৃষ্ণপ্রিয়তমা সত্যভামা তৎপরে কুরুকুলের একমাত্র সুন্দরী দ্রুপদকুমারীর সেবা করিয়াছিলাম; সেই সেই স্থানে সমুচিত অশন বসন সহকারে পরম সুখে কাল যাপন করিতাম; স্বয়ং দেবী আমারে মালিনী বলিয়া আহ্বান করিতেন। আজি আপনার আলয়ে আগমন করিয়াছি।

সুদেষ্ণা কহিলেন, হে কল্যাণি! আমি তোমারে মস্তকে স্থান দান করিতে পারি; কিন্তু ভয় হয় পাছে রাজা সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার নিমিত্ত চঞ্চল হন। পুরুষের কথা দূরে থাকুক, এই রাজকুল ও আমার গৃহবাসিনী রমণীগণ মোহিত হইয়া অনন্যমনে তোমারে নিরীক্ষণ করিতেছে। দেখ, আমার আলয়জাত তরুজাত তোমারে দর্শন করিবার নিমিত্ত অবনত হইতেছে; হে নিবিড়নিতম্বিনি! বিরাটরাজ তোমার অলৌকিক অঙ্গসৌষ্ঠব নিরীক্ষণ করিলে আমারে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাতেই অনুরক্ত হইবেন। হে তরলায়তলোচনে! তুমি যে পুরুষের প্রতি সানুরাগ দৃষ্টিপাত করিবে, অথবা তুমি সতত যাহার নেত্রপথে নিপতিত হইবে; সে অবশ্যই

অনঙ্গশরের বশবর্ত্তী হইবে। মনুষ্য যেমন আত্মহত্যার নিমিত্ত বৃক্ষে আরোহণ করে; তোমারে রাজগৃহে স্থান দান করা আমার পক্ষে সেই রূপ। ফলত তোমারে স্থান দান করা কর্কটীর গর্ভ ধারণের ন্যায় আমার মৃত্যুস্বরূপ হইবে।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভাবিনি! বিরাট বা অন্য কোন পুরুষ আমারে লাভ করিতে সমর্থ নহেন; পাঁচ জন যুবা গন্ধর্ব্ব আমার স্বামী; তাঁহারা কোন মহাসত্ত্ব গন্ধর্ব্বরাজের তনয়; ঐ পাঁচ জন সতত আমারে রক্ষা করিয়া থাকেন। যিনি আমারে উচ্ছিষ্ট দান না করেন এবং পাদ প্রক্ষালন না করান; আমার পতি গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হন। যে পুরুষ ইতর কামিনীর ন্যায় আমার প্রতি লোভপরবশ হন; তাঁহারে সেই রাত্রিই শমনসদনে গমন করিতে হয়। কোন পুরুষ আমারে স্বধর্ম্ম হইতে পরিচালিত করিতে সমর্থ নহে। আমার প্রিয়তম গন্ধর্ব্বগণ এক্ষণে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াও প্রচ্ছন্ন ভাবে আমারে রক্ষা করিয়া থাকেন।

সুদেষ্ণা কহিলেন, হে আনন্দবর্দ্ধিনি! তোমার অভিলাষানুরূপ বাস প্রদান করিব। তোমারে কদাচ কাহারও চর্ব্বণ বা উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিতে হইবে না।

হে জনমেজয়! পতিপরায়ণা দ্রুপদনন্দিনী এই রূপে বিরাটভার্য্যা কর্ত্তৃক পরিসান্ত্বিত হইয়া বিরাট নগরে বাস করিতে লাগিলেন। কেহই তাঁহারে চিনিতে পারিলেন না।

দশম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সহদেবও অনুত্তম গোপবেশ ধারণ ও তাহাদিগের ভাষা অভ্যাস করিয়া বিরাটের নিকট গমন করিলেন। তিনি রাজভবনসমীপবর্ত্তী গোষ্ঠে দণ্ডায়মান ছিলেন; রাজা তাঁহারে নয়নগোচর করিবামাত্র অতিমাত্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বিরাটরাজ সমাগত কুরুনন্দনকে রাজপুত্র বিবেচনা করিয়া সমুচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন; তাত! আমি পূর্ব্বে তোমারে কখন দেখি নাই; তুমি কাহার পুত্র, কোথা হইতে আগমন করিলে এবং তোমার অভিপ্রায়ই বা কি, সমুদায় যথার্থ করিয়া বল।

তখন সহদেব জলদগম্ভীর স্বরে কহিলেন, মহারাজ! আমি বৈশ্য, আমার নাম অরিষ্টনেমি, আমি কৌরবদিগের গোসংখ্যা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। সম্প্রতি রাজসিংহ পাণ্ডবেরা কোথায় গিয়াছেন, কিছুই জানি না, আমিও বিষয়কর্ম্মশূন্য হইয়া জীবন ধারণ করিতে নিতান্ত অসমর্থ; অতএব আপনি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ, আপনার নিকট থাকিতে অভিলাষ করি; অন্য রাজার নিকট যাইতে আমার ইচ্ছা হয় না।

বিরাটরাজ কহিলেন, হে অমিত্রকর্ষণ! তুমি যথার্থরূপ আত্মপরিচয় প্রদান কর, তোমার আকৃতি দর্শনে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, তুমি ব্রাহ্মণ অথবা আসমুদ্র ক্ষিতীশ ক্ষত্রিয় হইবে; বৈশ্যের কর্ম্ম করা তোমার উচিত হয় না। তুমি কোন্ রাজার রাজ্য হইতে আসিয়াছ, কি কি শিল্প কর্ম্ম জান, সর্ব্বদা কিরূপে আমার নিকট বাস করিবে এবং কিরূপ বেতনই বা প্রার্থনা কর?

সহদেব কহিলেন, পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের অষ্ট শত সহস্র গো, অন্যের দশ সহস্র ও অপরের বিংশতি সহস্র ধেনু ছিল। আমি সেই সকল ধেনুর সংখ্যা করিতাম; লোকে আমারে তন্তিপাল বলিত। আমি দশ যোজনের মধ্যস্থিত গো সমুদায়ের সংখ্যা করিতে পারি এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও

বর্ত্তমান অবগত আছি। আমার গুণরাশি মহাত্মা কুরুরাজের সুবিদিত ছিল, তিনি আমার প্রতি অতিশয় প্রীত ছিলেন। যে সকল উপায় দ্বারা শীঘ্র গোসংখ্যার বৃদ্ধি হয় এবং তাহাদিগের কোন প্রকার রোগ না জন্মে, তাহা আমার বিদিত আছে; আমি এই সকল জানি। হে মহারাজ! যে সমুদায় ঋষভের মূত্র আঘ্রাণ করিলে বন্ধ্যারও গর্ভ হয়, আমি পূজিতলক্ষণ সেই সকল বৃষকেও চিনিতে পারি।

বিরাটরাজ কহিলেন, আমার পশুশালায় নানা জাতীয় অসংখ্য পশু একত্র সমাহিত রহিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে কাহার কি গুণ তাহাও প্রকাশিত হয় নাই, আমি তোমার হস্তে সেই সকল পশু ও পশুপালগণের ভার সমর্পণ করিতেছি, এক্ষণে উহারা তোমার অধীন হইল।

নরোত্তম সহদেব এই রূপে রাজার নিকট সুপরিচিত হইয়া পরম সুখে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। রাজাও তাঁহার অভিলাষানুরূপ বেতন প্রদান করিতেন। অন্য লোকে তাঁহারে কোন ক্রমেই চিনিতে পারে নাই।

একাদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর পরম সুন্দর উন্নতাকার অর্জ্জুন স্ত্রীলোকের ন্যায় কুণ্ডলযুগল, শঙ্খ, বলয় ও অঙ্গদ ধারণ এবং সুদীর্ঘ কেশকলাপ উন্মোচনপূর্ব্বক বিরাটরাজের সভামণ্ডপে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে ভূমণ্ডল বিকম্পিত হইতে লাগিল। রাজা সেই পরম তেজঃসম্পন্ন প্রচ্ছন্নরূপী গজেন্দ্রবিক্রম মহেন্দ্রতনয়কে নিরীক্ষণ করিয়া সভ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কোথা হইতে আসিতেছেন? আমি পূর্ব্বে ত কখনই এই রূপ দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। সভ্যেরা কহিলেন, মহারাজ! ইনি যে কে, আমরা ইহার কিছুই বলিতে পারি না।

অনন্তর বিরাটরাজ বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে মহানুভব! তুমি স্ত্রীলোকের ন্যায় কুণ্ডলযুগল, শঙ্খ, বলয় ও অঙ্গদ ধারণ এবং কেশকলাপ উন্মোচন করিয়াছ; অথচ পুরুষের ন্যায় শর, শরাসন ও বর্ম্ম ধারণ করিয়া সাতিশয় শোভা পাইতেছ; তোমার অমরসদৃশ রূপ ও মাতঙ্গসদৃশ বিক্রম দর্শনে তোমারে ক্লীব বলিয়া কোন মতেই বিশ্বাস হইতেছে না। অতএব তুমি যানে আরোহণপূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে ভ্রমণ কর। অদ্যাবধি তুমি আমার পুত্র বা আমারই তুল্য হইলে। আমি নিতান্ত বৃদ্ধ, সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনে একান্ত অসমর্থ হইয়াছি; অতএব তুমিই এক্ষণে মৎস্য দেশ শাসন কর।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! আমি নৃত্য গীত ও বাদ্যে দক্ষতা লাভ করিয়াছি; অতএব দেবী উত্তরারে নৃত্য শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত আমায় নিয়োগ করুন। আমার নাম বৃহন্নলা। যে কারণে আমি এই রূপ হইয়াছি, তাহা আপনারে আর কি বলিব, উহা স্মরণ হইলে আমার হৃদয় শোকে বিদীর্ণ হইয়া যায়। হে রাজন্! আপনি আমারে পিতৃমাতৃহীন পুত্র বা কন্যা বলিয়া জ্ঞাত হইবেন। বিরাট কহিলেন, হে বৃহন্নলে! আমি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিতেছি, তুমি আমার কন্যা ও তদনুরূপ অন্যান্য নারীগণকে নৃত্য প্রয়োগ বিষয়ে সুনিপুণ কর। কিন্তু আমার মতে এই কার্য্য তোমার সমুচিত হয় নাই; তুমি এই সসাগরা ধরা শাসনের উপযুক্ত পাত্র।

তদনন্তর মৎস্যরাজ অর্জ্জুনের নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি কলা সমুদায়ে বিশেষ নৈপুণ্য সন্দর্শনপূর্ব্বক মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া অবিলম্বে স্ত্রীলোক দ্বারা তাঁহার

পরীক্ষা করাইলেন। পরে তাহাদিগের বাক্যে তাঁহারে প্রকৃত ক্লীব স্থির করিয়া অন্তঃপুর গমনে অনুমতি করিলেন। তিনি তথায় নিরন্তর বাস করত রাজকুমারী উত্তরা এবং তাঁহার সখী ও পরিচারিকাগণকে নৃত্য গীত বাদ্যে সম্যক্ শিক্ষা প্রদান করত ক্রমশ তাঁহাদিগের একান্ত প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুন নর্ত্তকের কার্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক নারীগণের সহিত অন্তঃপুরে বাস করিতে লাগিলেন; বাহ্যাভ্যন্তরচারী পুরুষেরা কেহই এই গূঢ় ব্যাপার অবগত হইতে পারিল না।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর নকুল দ্রুতপদ সঞ্চারে মৎস্যরাজের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। মহারাজ বিরাট ও অন্যান্য ব্যক্তি তাঁহারে মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বাজিরাজি নিরীক্ষণ করিতে করিতে আগমন করিতেছেন দেখিয়া মৎস্যরাজ অনুচরগণকে কহিলেন, এই অমরোপম পুরুষ কোথা হইতে আগমন করিতেছেন? ইনি যখন আমার অশ্বগণকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিতেছেন, তখন অবশ্যই এক জন সুবিচক্ষণ হয়তত্ত্ববেত্তা হইবেন, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, সত্বরে উহাঁরে আমার সমীপে আনয়ন কর।

এমন সময়ে নকুল রাজসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আপনার জয় হউক, আমি নৃপতিগণের অভিপ্রেত হয়তত্ত্ববেত্তা; আপনার অশ্বপাল হইতে বাসনা করি।

বিরাট কহিলেন, আমি যান, ধন ও নিবেশন সমুদায় তোমারে প্রদান করিতেছি; তুমি আমার অশ্বপাল হইবার উপযুক্ত পাত্র। এক্ষণে তুমি কোথা হইতে কি প্রকারে আগমন করিতেছ, পূর্ব্বে কোথা ছিলে এবং কি কি শিল্প কর্ম্ম জান, তাহার পরিচয় প্রদান কর।

নকুল কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির আমারে অশ্বকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমি অশ্বগণের প্রকৃতি, শিক্ষা ও চিকিৎসা এবং দুষ্ট অশ্বের শাসন সবিশেষ অবগত আছি। আমার নিকটে কোন বাহন কাতর হইতে পায় না এবং অশ্বের কথা দূরে থাকুক। আমার নিকটে বড়বাগণেরও দুষ্টতা সুদূরপরাহত হয়। রাজা যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য ব্যক্তি আমারে গ্রন্থিক বলিয়া আহ্বান করিতেন।

বিরাট কহিলেন, আমার যাবতীয় অশ্ব, অশ্বযোজক ও সারথিগণ অদ্যাবধি তোমার অধীন হউক। এক্ষণে যদি এই কার্য্যই তোমার অভিলষিত হইল; তবে তোমারে কিরূপ বেতন প্রদান করিতে হইবে বল। কিন্তু অশ্ববন্ধন তোমার উপযুক্ত কার্য্য নয়; আমার মতে তুমি ভূপালের উপযুক্ত। তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকটে যেরূপ ছিলে, আমার নিকটেও সেই রূপ প্রিয়দর্শন হইয়া থাক। হায়! এক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠির ভৃত্যবিহীন হইয়া কিরূপে অরণ্যমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। গন্ধর্ব্বোপম নকুল এই রূপে বিরাট কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া অন্যের অজ্ঞাতসারে বাস করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! সসাগরা ধরাধীশ্বর পাণ্ডবগণ এই রূপে দুঃখিত হইয়াও প্রতিজ্ঞা পূরণের নিমিত্ত বিরাট নগরে অজ্ঞাত বাস সমাধান করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডব প্রবেশ পর্ব্ব সমাপ্ত।

সময় পালন পর্ব্বাধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজোত্তম! মহাবীর্য্য পাণ্ডবেরা এই রূপ প্রচ্ছন্ন বেশে মৎস্য নগরে থাকিয়া কি কার্য্য করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা মহাত্মা ধর্ম্ম ও তৃণবিন্দুপ্রসাদে বিরাট নগরে মৎস্যরাজের পরিচর্য্যা করত অজ্ঞাত বাসে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির বিরাট রাজার সভাসদ্ হইলেন। তিনি রাজা, রাজপুত্র ও সমুদায় সভ্যগণের পরম প্রিয় পাত্র ছিলেন। তাঁহার অক্ষবিদ্যায় অসাধরণ নৈপুণ্য থাকাতে, যেমন লোকে সূত্রবদ্ধ পক্ষিগণকে লইয়া স্বেচ্ছানুসারে ক্রীড়া করে, তদ্রূপ তিনি প্রতিদিন তাঁহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়া বিপুল ধনোপার্জ্জনপূর্ব্বক গোপনে ভ্রাতাদিগকে প্রদান করিতেন। ভীমসেন মৎস্যরাজপ্রদত্ত মাংস প্রভৃতি বিবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিতেন। অর্জ্জুন অন্তঃপুরে যে সকল জীর্ণ বস্ত্র পাইতেন তাহা বিক্রয় করিতে আসিয়া অন্যান্য পাণ্ডবদিগকে প্রদান করিতেন। সহদেব গোপবেশ ধারণপূর্ব্বক অন্যান্য ভ্রাতৃগণকে দধি দুগ্ধ ঘৃত প্রদান করিতেন। নকুল অশ্বগণের উত্তমরূপ পালন করিয়া রাজপ্রসাদে যে অর্থ প্রাপ্ত হইতেন, তাহা ভ্রাতাদিগকে প্রদান করিতেন। তপস্বিনী দ্রৌপদী, লোকের অজ্ঞাতসারে অতি সাবধান হইয়া পাণ্ডবগণকে নিরীক্ষণ করিতেন।

এই রূপে মহারথ পাণ্ডবগণ পরস্পরের সাহায্য করত পুনর্গর্ভস্থিতের ন্যায় অতি কষ্টে বিরাট নগরে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ধার্ত্তরাষ্ট্রের ভয়ে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া সর্ব্বদা দ্রৌপদীরে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

অনন্তর চতুর্থ মাসে মৎস্য নগরে সুসমৃদ্ধ ব্রহ্মমহোৎসব সমারম্ভ হইল। ঐ মহোৎসবে চতুর্দ্দিক্ হইতে মহাবল পরাক্রান্ত মহাকায় অসুরসন্নিভ রাজসৎকৃত মল্লগণ সমুপস্থিত হইল। তাহারা নৃপসন্নিধানে বারংবার স্ব স্ব অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশপূর্ব্বক পরিচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে এক জন সর্ব্বপ্রধান, সে সমুদায় মল্লগণকে রঙ্গে আহ্বান করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাহার সম্মুখীন হইতে পারিল না। এই রূপে সমাগত সমস্ত মল্লগণ তদীয় বিক্রম দর্শনে বিমোহিত হইলে মৎস্যরাজ স্বীয় সূদের সহিত তাঁহারে যুদ্ধ করিতে কহিলেন। ভীমসেন রাজার আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন; কারণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলে রাজারে প্রত্যাখ্যান করা হয়, কিন্তু যুদ্ধ করিলে স্বীয় বাহুবল প্রকাশিত হইয়া যায়; যাহা হউক, অগত্যা তাঁহারে যুদ্ধে সম্মত হইতে হইল। তখন তিনি বিরাটের সৎকার করিয়া শার্দ্দূলের ন্যায় ধীরে ধীরে মহারঙ্গে প্রবেশপূর্ব্বক কোটি বন্ধন করিলেন। তাঁহারে দেখিয়া সকলেই হৃষ্ট হইল। পরে তিনি, বৃত্রাসুরসদৃশ বিখ্যাতবিক্রম মহামল্ল জীমূতকে তথায় আহ্বান করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত, মহোৎসাহ, রঙ্গভূমিগত সেই বীরযুগল, ষষ্টিবর্ষদেশীয় মহাকায় মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তদনন্তর উভয়ে প্রহৃষ্ট ও পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বজ্র ও পর্ব্বতপাতের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। তাহারা পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণতৎপর ও বিজিগীষু হইয়া কখন সাংঘাতিক বাহু প্রহার, কখন মুষ্ট্যাঘাত, কখন নিদারুণ পদাঘাত, কখন শলাকার ন্যায় সুতীক্ষ্ণ নখাঘাত,

কখন চপেটাঘাত, কখন পাষাণসুদৃঢ় জঘন প্রহার ও কখন বা মস্তকে মস্তকে সংঘট্টন-পূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

সেই বীরযুগল সংগ্রামে পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণপূর্ব্বক জানুপ্রহার করিতে লাগিলেন এবং গভীর শব্দে পরস্পরকে ভৎর্সনা করত সুদৃঢ় লৌহপরিঘের ন্যায় বাহু দ্বারা বেষ্টন করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন, সিংহ যেমন হস্তীরে আক্রমণ করে, তদ্রূপ সেই তর্জ্জন গর্জ্জনকারী মল্লকে আকর্ষণপূর্ব্বক ভুজবলে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সমস্ত মল্ল ও মৎস্য দেশনিবাসিগণ সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তৎপরে মহাবাহু বৃকোদর তাহারে এক শত বার ঘূর্ণিত ও বিচেতন করিয়া ভূতলে নিক্ষিপ্ত ও নিষ্পিষ্ট করিলেন।

এই রূপে লোকবিশ্রুত জীমূত বিনিহত হইলে বিরাটরাজ ও তাঁহার বন্ধুবর্গের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তখন মৎস্যরাজ প্রসন্ন মনে রঙ্গস্থলে ভীমসেনকে বিপুল বিত্ত প্রদান করিলেন। তৎপরে মহাবীর বৃকোদর ক্রমে ক্রমে সমস্ত মল্ল ও বীর পুরুষদিগকে পরাভব করিয়া মৎস্যরাজের পরম প্রিয় পাত্র হইলেন। মৎস্যরাজ যখন দেখিলেন যে, তথায় ভীমের তুল্য বীর পুরুষ আর কেহই নাই; তখন তিনি তাঁহারে সিংহ, ব্যাঘ্র ও দ্বিরদগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত করিয়া দিলেন।

অনন্তর বৃকোদর রাজাজ্ঞায় অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক স্ত্রীগণসমক্ষে সিংহ শার্দ্দূল প্রভৃতি পশুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও সঙ্গীত এবং নৃত্য দ্বারা বিরাটরাজ ও তাঁহার অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণের চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিলেন। নকুল অশ্বগণকে বিনীত ও গমন বিষয়ে সুশিক্ষিত করিয়া রাজার সন্তোষ সম্পাদনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট বহুতর অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। সহদেব কর্ত্তৃক বৃষভগণ অতি বিনীত হইয়াছে দেখিয়া রাজা আহ্লাদিত চিত্তে তাঁহারে বহু বিত্ত প্রদান করিলেন। দ্রৌপদী মহারথ পাণ্ডবদিগকে নিতান্ত ক্লিশ্যমান দেখিয়া বিষণ্ণ মনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! পুরুষর্ষভ পাণ্ডবেরা এই রূপে প্রচ্ছন্ন ভাবে বিরাট ভূপতির কার্য্য সম্পাদন করত তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

সময় পালন পর্ব্ব সমাপ্ত।

কীচকবধ পর্ব্বাধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারথ পাণ্ডবগণ প্রচ্ছন্ন হইয়া মৎস্য নগরে বাস করিতে লাগিলেন। দ্রুপদনন্দিনী পরিচারভাজন হইয়াও বিরাটমহিষী ও অন্যান্য রমণীগণের পরিচর্য্যা ও সন্তোষ সাধন করত অতি দুঃখে অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই রূপে তাঁহাদিগের দশ মাস অতিক্রান্ত হইল।

একদা বিরাট ভূপতির সেনাপতি মহাবল কীচক দ্রুপদনন্দিনীর অলোকসামান্য রূপলাবণ্য অবলোকন করিয়া কন্দর্পশরের নিতান্ত বশবর্ত্তী হইল এবং কামাকুলিত চিত্তে সুদেষ্ণাসমীপে গমন করিয়া সহাস্য বদনে কহিল, আমি এই সুরূপা কমিনীরে বিরাটরাজের ভবনে কখন নয়নগোচর করি নাই। যেমন মদিরা গন্ধ দ্বারা উন্মাদিত করে, সেই রূপ এই ভাবিনীর মনোহর রূপ আমারে নিতান্ত মোহিত করিয়াছে। হে শোভনে! এই দেবরূপিণী হৃদয়-

গ্রাহিণী কামিনী কে, কাহার কামিনী এবং কোথা হইতে আগমন করিয়াছে, বল ; এই বালা আমার চিত্ত উন্মথিত করিয়া আমারে নিতান্ত বশম্বদ করিয়াছে। আহা ! এই অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী যুবতী তোমার পরিচারিকা হইয়া কি অসদৃশ কর্ম্ম করিতেছে ; অতএব এ আমার উপর আধিপত্য এবং হস্ত্যশ্বরথসুসমৃদ্ধ, প্রভূত পানভোজনসম্পন্ন ও কাঞ্চনময় বিভূষণশালী মদীয় ভবনের শোভা সম্পাদন করুক।

কীচক সুদেষ্ণারে এই প্রকার আমন্ত্রণ করিয়া জম্বুক যেমন সিংহকন্যার সমীপে গমন করে, তদ্রূপ দ্রুপদাত্মজার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহারে সান্ত্বনা করত কহিতে লাগিল, হে কল্যাণি ! তুমি কে, কাহার প্রিয়তমা এবং কি নিমিত্তই বা বিরাট নগরে আগমন করিয়াছ, যথার্থ করিয়া বল। আহা তোমার কি রূপমাধুরী ! কি অনুপম কান্তি ! কি মনোহর সুকুমারতা ! তোমার মুখমণ্ডল শশাঙ্কসদৃশ সুনির্ম্মল, লোচন পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত ও বাক্য কোকিলকুজিতের ন্যায় সুমধুর ; ফলত তোমার ন্যায় রূপবতী কামিনী কুত্রাপি নয়নগোচর করি নাই। হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি ! তুমি লক্ষ্মী কি ভূতি, হ্রী বা শ্রী, অথবা কীর্ত্তি কি কান্তি ? সুন্দরি ! এই জগতে এমন কে আছে যে, তোমার অনঙ্গবিলাসিনীর ন্যায় রূপ, চন্দ্রের ন্যায় মুখ ও চন্দ্রিকার ন্যায় ঈষৎ হাস্য নিরীক্ষণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারে ? তোমার হারভূষণোচিত কমলকলিকাসদৃশ কামদেবের কশার ন্যায় পীন পয়োধরযুগল আমারে নিরন্তর নির্যাতন করিতেছে। বলীবিভঙ্গচতুর, স্তনভারাবনত, করাগ্রসম্মিত মধ্যভাগ ও নদীপুলিনসন্নিভ মনোহর জঘনস্থল নয়নগোচর করিয়া দুর্নিবার্য্য কামজ্বরে একান্ত জর্জ্জরিত হইয়াছি। অধিক কি বলিব, দুঃসহ দাবানলসদৃশ কামানল তোমার সমাগম সংকল্পে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আমারে দগ্ধ করিতেছে। অতএব হে বরারোহে ! আত্মপ্রদানরূপ বারিধারা বর্ষণ করিয়া এই দুর্ব্বিষহ মদনাগ্নি নির্ব্বাণ কর। হে অসিতাপাঙ্গি ! তীব্রতর মন্মথশর আমার চিত্ত উন্মথিত করিয়াছে এবং হৃদয় বিদারণপূর্ব্বক অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আমারে উন্মাদিত করিতেছে ; তুমি আত্ম প্রদান করিয়া আমারে পরিত্রাণ কর। হে বিলাসিনি ! তুমি বিচিত্র মাল্যে ও বসন পরিধান এবং সমুদায় আভরণে বিভূষিত হইয়া আমার সহিত সমুদায় কাম্য বিষয় উপভোগ কর। তুমি সুখভাজন হইয়া কি নিমিত্ত ঈদৃশ অসুখে কাল যাপন করিতেছ ? এক্ষণে সচ্ছন্দে আমার নিকটে থাকিয়া সুস্বাদু পান ভোজন প্রভৃতি সৌভাগ্যসুখ সম্ভোগ কর। তোমার ঈদৃশ রূপ ও নবীন বয়স্, অপরিহিত মালার ন্যায় মনোহর হইয়াও নিরর্থক হইতেছে। হে চারুহাসিনি ! আমি তোমার নিমিত্ত সমুদায় পুরাতন প্রণয়িনীগণকে পরিত্যাগ করিব ; তাহারা তোমার দাসী হইয়া থাকিবে এবং আমিও দাসের ন্যায় তোমার আজ্ঞাকারী হইব।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে সুতপুত্র ! আমি কেশসংস্কারিণী সৈরিন্ধ্রী, অতি হীন জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, আমারে প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করিও না ; বিশেষত পরপত্নী দয়ার পাত্র ; অতএব ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। পরপত্নীতে অভিলাষ কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অকার্য্য পরিত্যাগই সৎপুরুষগণের প্রধান ব্রত। পাপাত্মা ব্যক্তি অন্যায্য বিষয়ে অভিলাষ করিয়া ঘোরতর অযশ ও মহৎ ভয় প্রাপ্ত হয়।

কীচক পরদারাভিমর্ষণ সর্ব্বলোকবিগর্হিত বহু দোষের আকর জানিয়াও কন্দর্পশরের নিতান্ত বশীভূত হইয়া পুনরায় দ্রৌপদীরে কহিল, চারুহাসিনি ! আমি তো-

মার একান্ত বশম্বদ ও প্রিয়বাদী ; আমারে প্রত্যাখ্যান করা তোমার নিতান্ত অনুচিত ; করিলে অবশ্যই তোমারে অনুতাপ করিতে হইবে। হে সুভ্রু! আমি এই সমুদায় রাজ্যের অধীশ্বর ও অপ্রতিম শৌর্য্যশালী ; রূপ, যৌবন, সৌভাগ্য ও ভোগে আমার সমকক্ষ ব্যক্তি কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। হে কল্যাণি! এরূপ সমৃদ্ধ ভোগ সকল বিদ্যমান থাকিতে তুমি কি জন্য দাস্য কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছ? হে নিতম্বিনি! তুমি এক্ষণে আমার মনোরথ পরিপূর্ণ কর ; আমি সমুদায় রাজ্য তোমারে প্রদান করিলাম ; তুমি এই রাজ্যে আধিপত্য করত নানাবিধ সুখ সম্ভোগ কর।

পতিপরায়ণা দ্রৌপদী কীচকের এবম্প্রকার দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারে ভৎর্সনা করত কহিতে লাগিলেন, হে সূতপুত্র! মোহাবিষ্ট হইও না ; কেন বৃথা জীবন পরিত্যাগ করিবে। দুর্দ্দান্ত পঞ্চ গন্ধর্ব্ব সতত আমারে রক্ষা করিয়া থাকেন ; তাঁহারা আমার স্বামী ; তুমি কখনই আমারে লাভ করিতে পারিবে না। গন্ধর্ব্বগণ কুপিত হইলে অবশ্যই তোমারে নিহত করিবেন। সাবধান! মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইও না। তুমি পুরুষগণের অগম্য পথে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছ। যেমন অজ্ঞান বালক এক কূল হইতে অপর কূলে উত্তীর্ণ হইতে ব্যগ্র হয় ; তুমি সেই রূপ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছ। তুমি যদ্যপি পৃথিবীর অভ্যন্তরে বা ঊর্দ্ধপথে অথবা সমুদ্রপারে পলায়ন কর ; তথাপি আমার স্বামিগণের সমীপে পরিত্রাণ পাইবে না ; তাঁহারা গগনচারী দেবপুত্র ; হে কীচক! তুমি কেন বৃথা নির্ব্বন্ধ সহকারে আমারে প্রার্থনা করিয়া শমনসদনে গমন করিতে বাসনা করিতেছ। যেমন মাতৃক্রোড়স্থিত বালক চন্দ্রকে গ্রহণ করিতে যায়, তদ্রূপ তুমি আমারে গ্রহণ করিবার অভিলাষ করিতেছ। আমারে প্রার্থনা করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ বা অন্তরীক্ষে গমন করিলেও তোমার রক্ষা নাই। অতএব সৎপথে নেত্র নিয়োগ করিয়া জীবন রক্ষা কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অনঙ্গশরজর্জ্জরিত দুরাত্মা কীচক রাজকুমারী যাজ্ঞসেনী কর্ত্তৃক এই রূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া দেবী সুদেষ্ণারে কহিল, হে কৈকেয়ি! গজগামিনী সৈরিন্ধ্রী যে উপায়ে আমারে ভজনা করে, তুমি তাহার উপায় অবধারণ কর। যদি নিতান্তই আমার সৈরিন্ধ্রী লাভ না হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

তখন বিরাটমহিষী সুদেষ্ণা বারংবার কীচকের এই রূপ বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া একান্ত কৃপাপরবশ হইলেন এবং ক্ষণকাল দ্রৌপদীর অধ্যবসায় অনুধাবন করিয়া কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি পর্ব্বোপলক্ষে সুরা ও অন্ন প্রস্তুত করিও ; আমি সুরা আহরণ করিবার নিমিত্ত সৈরিন্ধ্রীকে তোমার নিকট প্রেরণ করিব। তুমি সেই সুযোগে প্রতিবন্ধকশূন্য নির্জ্জন প্রদেশে তাহারে ইচ্ছানুরূপ সান্ত্বনা করিও ; তাহা হইলে বোধ হয়, সে তোমার প্রতি অনুরক্ত হইতে পারে।

কীচক স্বীয় ভগিনী সুদেষ্ণার আশ্বাস বাক্যে কথঞ্চিৎ পরিসান্ত্বিত হইয়া তথা হইতে সহসা নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং অনতি বিলম্বে সুপটু পাচক দ্বারা বিবিধ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত ও রাজসেবনোপযোগী পরিষ্কৃত সুরা আহরণ করাইয়া রাজমহিষীরে সম্বাদ দিলেন। তখন সুদেষ্ণা দ্রৌপদীরে আহ্বান করিয়া কহিলেন, সৈরিন্ধ্রি! আমি বলবতী পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি ; অতএব তুমি কীচকের আলয়ে গমন করিয়া সত্বরে পানীয় আনয়ন কর।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে রাজমহিষি! আমি কীচকের গৃহে কদাচ গমন করিতে পারিব না; সে যেরূপ নির্লজ্জ, আপনি তাহা বিলক্ষণ জানেন। আমি আপনার আলয়ে স্বেচ্ছাচারিণীর ন্যায় বাস করিতে পারিব না। পূর্ব্বে আমি যে নিয়মে আপনার আবাসে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহা আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন। হে সুকেশি! সেই কামোন্মত্ত কীচক আমারে দেখিবামাত্রই অবমাননা করিবে; অতএব আমি কোন ক্রমেই তথায় গমন করিতে পারিব না। আপনার অন্যান্য অনেক পরিচারিকা আছে; আপনি তাহাদিগের এক জনকে প্রেরণ করুন।

সুদেষ্ণা কহিলেন, হে সৈরিন্ধ্রি! তুমি মৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তথায় গমন করিতেছ, কীচক কদাচ তোমার অবমাননা করিতে পারিবেন না। এই বলিয়া রাজমহিষী তাঁহার হস্তে আচ্ছাদনযুক্ত এক হিরণ্ময় পাত্র প্রদান করিলেন।

তখন দ্রৌপদী বাষ্পাকুল লোচনে ভীত মনে দৈবের উপর নির্ভর করিয়া অগত্যা সুরা আহরণার্থ কীচকালয়ে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি ভর্ত্তৃগণ ভিন্ন স্বপ্নেও অন্য পুরুষের মুখাবলোকন করি নাই; সেই পুণ্যবলে কীচক যেন আমারে বশীভূত করিতে না পারে। এই বলিয়া দ্রৌপদী মুহূর্ত্তকাল সূর্য্যদেবের আরাধনা করিলেন। সূর্য্যদেব দ্রৌপদীর মনোগত ভাব অবগত হইয়া এক রাক্ষসকে প্রচ্ছন্ন ভাবে তাঁহারে রক্ষা করিতে আদেশ দিলেন। রাক্ষস তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহারে নিরন্তর রক্ষা করিতে লাগিল।

অনন্তর পতিপরায়ণা দ্রুপদতনয়া চকিত মৃগীর ন্যায় বিত্রস্ত চিত্তে ক্রমে ক্রমে কীচকভবনের সমীপবর্ত্তী হইলেন। দুরাত্মা কীচক তাঁহারে আগমন করিতে দেখিয়া যেমন পারগামী নৌকা লাভ করিলে আনন্দিত হয়, তদ্রূপ সাতিশয় সন্তুষ্ট চিত্তে সত্বরে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কহিতে লাগিল।

ষোড়শ অধ্যায়।

কীচক কহিল হে সুশ্রোণি! নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছ ত? আঃ! অদ্য আমার রজনী সুপ্রভাত হইল; আইস এক্ষণে আমার প্রিয়ানুষ্ঠান কর। আমার পরিচারকেরা তোমার নিমিত্ত নানা দেশ হইতে হেমহার, শঙ্খ, বলয়, কুণ্ডল, কৌশিক বস্ত্র, উৎকৃষ্ট অজিন ও বিবিধ রত্নজাত আহরণ করিবে। আমি তোমার নিমিত্ত এক পরম রমণীয় শয্যা প্রস্তুত করিয়াছি; চল এক্ষণে আমরা তথায় গিয়া মধু পান করি।

দ্রৌপদী কহিলেন, রাজমহিষী আমারে সুরা আহরণ করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি কহিলেন, আমি বলবতী পিপাসায় একান্ত কাতর হইয়াছি, অতএব তুমি সত্বরে পানীয় আনয়ন কর। কীচক কহিলেন, তুমি রাজমহিষীর নিকট যাহা প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছ তাহা অন্যে লইয়া যাইবে। এই বলিয়া দুরাত্মা কীচক দ্রৌপদীর দক্ষিণ কর ধারণ করিল। তখন দ্রৌপদী কহিলেন, অরে পাপাত্মন্! আমি গর্ব্বপূর্ব্বক মনেও কখন পতিদিগকে অনাদর করি নাই, অদ্য সেই পুণ্যবলে অবশ্যই তোরে পরাভূত দেখিব।

দুরাত্মা কীচক দ্রৌপদীর এই রূপ তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া সহসা তদীয় উত্তরীয় বস্ত্র গ্রহণ করিল। তখন দ্রৌপদী নিতান্ত অসহমান হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কম্পিত কলেবরে ক্রোধভরে বলপূর্ব্বক তাহারে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। কীচক তৎক্ষণাৎ ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় নিপতিত হইল।

দ্রৌপদী কীচককে এই রূপে নিক্ষেপ করিয়া যে স্থানে রাজা যুধিষ্ঠির উপবিষ্ট

আছেন, দ্রুত পদ সঞ্চারে সেই সভামণ্ডপে সমুপস্থিত হইলেন। কীচকও দ্রুত পদ সঞ্চারে তথায় গমনপূর্ব্বক সহসা দ্রৌপদীর কেশপাশ আকর্ষণপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া ভূপালসমক্ষে তাঁহারে পাদ প্রহার করিল। তখন সূর্য্যপ্রেরিত রক্ষক রাক্ষস ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বায়ুবেগে কীচককে আঘাত করিল। দুরাত্মা কীচক রাক্ষসের আঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় তৎক্ষণাৎ নিশ্চেষ্ট ও বিঘূর্ণিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভীম প্রত্যক্ষে প্রিয়তমা দ্রৌপদীর কীচককৃত পরাভব দর্শনে নিতান্ত সন্তপ্ত হইলেন। মহামনা ভীমসেন কীচকবধাভিলাষে রোষাবিষ্ট হইয়া দশনে দশন নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার লোচনদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং উন্নত পক্ষ্ম সকল ক্রোধানলের ধূমশিখাস্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। ললাটদেশ স্বেদ ও ভ্রূকুটি দ্বারা নিতান্ত কুটিল হইয়া উঠিল; তিনি করতল দ্বারা ললাট মর্দ্দন ও ক্রোধভরে বারংবার উত্থিত হইবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বৃকোদরকে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বনস্পতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া, আত্মপ্রকাশভয়ে স্বীয় অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাঁহার অঙ্গুষ্ঠ মর্দ্দন করিয়া নিবারণ করত কহিলেন, হে সূদ! তুমি কি কাষ্ঠের নিমিত্ত বৃক্ষ অবলোকন করিতেছ? যদি তোমার কাষ্ঠে প্রয়োজন হইয়া থাকে তবে বহির্দ্দেশের বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ আহরণ কর।

অনন্তর দ্রৌপদী আকার ও ধর্ম্মানুগত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করত অবিরল বিগলিত বাষ্পাকুল লোচনে দীনচেতা ভর্ত্তৃগণকে অবলোকনপূর্ব্বক সভাদ্বারে সমুপস্থিত হইয়া অতি কঠোর দৃষ্টিপাতে সমুদায় দগ্ধ করিয়াই যেন বিরাটকে কহিলেন, হে মহারাজ! যাঁহাদিগের পাক্ষিগ্রহও ভয়ে রাত্রিকালে সুখে নিদ্রিত হয় না; যে সমস্ত সত্যনিরত ও ব্রাহ্মণপ্রিয় ব্যক্তিরা অর্থীদিগকে অর্থ দান করিয়া থাকেন, অন্যের নিকট কদাচ প্রার্থনা করেন না; যাঁহাদিগের দুন্দুভিধ্বনি ও জ্যানির্ঘোষ নিরন্তর কর্ণগোচর হইয়া থাকে; যাঁহারা অসাধারণ তেজস্বী, দান্ত, বলবান ও সম্ভ্রান্ত; যাঁহারা মনে করিলে সমুদায় লোক সংহার করিতে পারেন; দুরাত্মা কীচক তাঁহাদিগেরই মানিনী প্রণয়িনীরে পদাঘাত করিয়াছে। যাঁহারা শরণার্থীর একমাত্র শরণ; যাঁহারা প্রচ্ছন্ন ভাবে এই পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিতেছেন; অদ্য তাঁহারা কোথায় রহিলেন। সেই সকল মহাবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রিয়তমারে কীচক কর্ত্তৃক পরাভূতা দেখিয়া হীনবীর্য্যের ন্যায় কেনই উপেক্ষা করিতেছেন; এক্ষণে তাঁহাদিগের অমর্ষ ও বল বীর্য্য কোথায় রহিল; হায়! দুরাত্মা কীচক আমারে পরাভব করিতেছে; এক্ষণে তাঁহারাও কিছুই প্রতীকার করিলেন না।

অদ্য জানিলাম বিরাটরাজ নিতান্ত অধার্ম্মিক; যেহেতু তিনি এই নিরপরাধিনী অবলার নিগ্রহ দেখিয়াও অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছেন। হায়! যখন রাজা কিছুই বিবেচনা করিলেন না, আমি ইহার কি করিব। ইনি রাজা কিন্তু দুরাত্মা কীচকের প্রতি রাজার ন্যায় কিছুই আচরণ করিতেছেন না। হে মহারাজ! আপনার দস্যুজনসদৃশ এই ধর্ম্ম সভামধ্যে কিছুতেই শোভা পাইতেছে না। এই দুরাত্মা আপনার সমক্ষে আমারে পরাভব করিল; ইহা নিতান্ত বিসদৃশ হইয়াছে। হে সভ্যগণ! আপনারা কীচকের এই ব্যতিক্রমের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। কীচক অধার্ম্মিক এবং বিরাটও ধর্ম্মজ্ঞ নহেন আর যাঁহারা ইহার উপাসনা করিতেছেন, সেই সমস্ত সভ্যে-

রাও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না।

দ্রৌপদী অশ্রুমুখী হইয়া এবম্প্রকারে রাজারে তিরস্কার করিলে তিনি কহিলেন, আমি তোমাদিগের বিগ্রহের বিষয় আদ্যোপান্ত অবগত নহি; অতত্রব যথার্থ তত্ত্ব না জানিয়া কিরূপে বিচার করিব?

অনন্তর সভ্যেরা সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া কীচকের নিন্দা ও পুনঃ পুন দ্রৌপদীর সাধুবাদ করত কহিলেন, এই বরবর্ণিনী যাঁহার ভার্য্যা তিনি পরম ভাগ্যবান্, কদাচ তাঁহার অন্তঃকরণে শোক সন্তাপ প্রবেশ করিতে পারে না। ঈদৃশ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারী মনুষ্যলোকে দুর্লভ; বোধ হয়, ইনি কোন দেবী হইবেন, সভাসদ্গণ দ্রৌপদীরে অবলোকন করিয়া এই রূপে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় প্রেয়সীর দুর্দ্দশা দর্শনে নিতান্ত ক্রোধসন্তপ্ত হইলেন; রোষভরে তাঁহার ললাট হইতে স্বেদবিন্দু সমুদায় বহির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক দ্রৌপদীরে কহিলেন, সৈরিন্ধ্রি! আর এস্থানে থাকিবার আবশ্যক নাই, তুমি সত্বরে সুদেষ্ণার আলয়ে গমন কর; বীরপত্নীগণ স্বামীর নিমিত্ত অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া চরমে পতিলোক প্রাপ্ত হয়েন; বোধ হয়, অদ্যাপি তোমার পতিগণের ক্রোধের সময় উপস্থিত হয় নাই; তাহা হইলে অবশ্যই সেই সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী গন্ধর্ব্বেরা তোমার নিকট আগমন করিতেন। হে সৈরিন্ধ্রি! তুমি নিতান্ত কালানভিজ্ঞ, কেন বৃথা রাজসভায় শৈলূষীর ন্যায় ক্রন্দন করত ক্রীড়মান মৎস্যগণের বিমোৎপাদন করিতেছ; এক্ষণে গমন কর; গন্ধর্ব্বেরা উপযুক্ত সময়ে তোমার প্রিয় কার্য্য করিবেন। তাঁহারা অবশ্যই তোমার অপ্রিয়কারীর প্রাণ সংহারপূর্ব্বক তোমার দুঃখাপনোদন করিবেন।

তখন দ্রৌপদী কহিলেন, যাঁহারা জ্যেষ্ঠের দ্যূতক্রীড়া নিবন্ধন সাতিশয় শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদের নিমিত্ত সতত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি; তাঁহারা অবশ্যই সেই অহিতকারী দুরাত্মাদিগের সংহার করিবেন।

কৃষ্ণা এই কথা বলিয়া কেশপাশ বিমোচনপূর্ব্বক রোষকষায়িত লোচনে সুদেষ্ণার নিকট গমন করিলেন। পরিশেষে রোদনে নিরস্ত হইয়া নেত্রজল মার্জ্জিত করিলে তাঁহার মুখমণ্ডল জলধরবিনির্ম্মুক্ত শশাঙ্কের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন সুদেষ্ণা কহিলেন, হে শোভনে! কে তোমারে প্রহার করিয়াছে? তুমি কেন রোদন করিতেছ? অদ্য কাহার সুখ তিরোহিত হইল? কে তোমার বিপ্রিয়ানুষ্ঠান করিয়াছে? দ্রৌপদী কহিলেন, আমি আপনার নিমিত্ত সুরা আনয়ন করিতে গমন করিয়াছিলাম; পাপাত্মা কীচক নির্জ্জন কাননের ন্যায় সভামধ্যে ভূপালসমক্ষে আমারে প্রহার করিয়াছে। সুদেষ্ণা কহিলেন, দুরাত্মা কীচক কামোন্মত্ত হইয়া তোমার অবমাননা করিয়াছে, অতএব তোমার যদি ইচ্ছা হয় তবে বল, আমি নিশ্চয়ই তাহারে বিনাশ করিব। দ্রৌপদী কহিলেন, সেই দুরাত্মা যাঁহাদিগের অপকার করিয়াছে, সেই মহাত্মারাই তাহারে সংহার করিবেন; বোধ হয়, অদ্যই তাহারে যমালয়ে গমন করিতে হইবে।

সপ্তদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দ্রুপদনন্দিনী মনে মনে কীচকের মৃত্যু কামনা করত স্বীয় আবাসে গমনপূর্ব্বক গাত্র ও বস্ত্রদ্বয় প্রক্ষালন করিলেন এবং আপনার শোকাবহ ঘটনা স্মরণ করিয়া, "কি করি, কোথায় যাই" এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মনে করিলেন, ভীম-

সেনের শরণাপন্ন হই; তিনি ব্যতীত অন্য কে আমার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিবে?

পতিপরায়ণা দ্রৌপদী এই রূপ সঙ্কল্প করিয়া রজনীযোগে শয্যাতল পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষণ্ণ চিত্তে ভীমসেনের ভবনসমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে বৃকোদর! আমার শত্রু সেই পাপাত্মা তাদৃশ কর্ম্ম করিয়াও এখন জীবিত রহিয়াছে; তুমি কি করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছ? দ্রুপদনন্দিনী এই কথা বলিয়া ভীমসেনের গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, মহাবীর বৃকোদর মৃগরাজের ন্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তখন সেই গৃহ দ্রৌপদীর অলোকসামান্য রূপে ও ভীমসেনের অসাধারণ তেজে প্রজ্বলিত প্রায় হইতে লাগিল।

যেমন লতা প্রকাণ্ড শাল বৃক্ষকে, মৃগরাজবধূ প্রসুপ্ত মৃগরাজকে ও হস্তিনী মহাগজকে আলিঙ্গন করে, সেই রূপ দ্রুপদনন্দিনী ভীমসেনকে বাহুপাশে বন্ধন করিয়া জাগরিত করিলেন এবং বীণাবিনির্গত গান্ধারস্বরের ন্যায় মধুর বাক্যে তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! গাত্রোত্থান কর; কি আশ্চর্য্য! এখনও নিদ্রা যাইতেছ! বোধ হয়, তুমি জীবন পরিত্যাগপূর্ব্বক শয়ন করিয়াছ; নতুবা পাপাত্মা কীচক কি জীবিত ব্যক্তির ভার্য্যারে অবমানিত করিয়া এখনও জীবিত থাকিতে পারে!

ভীমসেন দ্রৌপদীর বাক্যে জাগরিত হইয়া পর্য্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক মেঘগম্ভীর স্বরে তাঁহারে কহিতে লাগিলেন, দ্রৌপদি! তুমি কি নিমিত্ত এত ত্বরান্বিত হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছ? তোমার স্বাভাবিক বর্ণ নাই; তোমারে কৃশা ও পাণ্ডু বর্ণ দেখিতেছি কেন? অতএব সমুদায় বিশেষ করিয়া বল। সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, সমুদায় শ্রবণ করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিব। আমি সমুদায় কার্য্যেই তোমার বিশ্বাসভাজন; আপৎ কালে পুনঃ পুনঃ তোমারে উদ্ধার করিয়াছি। অতএব শীঘ্র বিবক্ষিত বিষয় প্রকাশ করিয়া, অন্য লোক জাগরিত হইবার পূর্ব্বেই শয়নের নিমিত্ত গমন কর।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভীম! রাজা যুধিষ্ঠির যাহার ভর্ত্তা, তাহার সুখ সচ্ছন্দতা কোথায়। তুমি আমার সমুদায় দুঃখ সবিশেষ জ্ঞাত হইয়াও এক্ষণে কেন এই রূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ? তৎকালে প্রাতিকামী আমারে দাসী বলিয়া যে সভামধ্যে আনয়ন করিয়াছিল, তাহা অদ্যাপি নিরন্তর আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। দেখ, দ্রৌপদী ব্যতিরেকে অন্য কোন্ রাজদুহিতা ঈদৃশ দুঃখ সহ্য করিয়া জীবিত থাকে। বনবাস কালে দুরাত্মা জয়দ্রথ বলপূর্ব্বক আমার অবমাননা করিয়াছিল, আমা ব্যতিরেকে তাহাই বা আর কে সহ্য করিতে পারে। সম্প্রতি কীচক, ধূর্ত্ত মৎস্যরাজসমক্ষে আমারে পদাঘাত করিয়াছে। হে ভীম! আমি বারংবার এই রূপ ক্লেশ পাইতেছি, তথাপি তুমি আমার দুঃখে কিছুই মনোযোগ করিতেছ না, অতএব আর আমার জীবন ধারণের প্রয়োজন কি?

দুর্ম্মতি কীচক বিরাটরাজের শ্যালক ও সেনাপতি; সে আমারে সৈরিন্ধ্রী দেখিয়া "আমার প্রেয়সী হও" প্রতিদিনই আমারে "আমার প্রেয়সী হও, আমার প্রেয়সী হও" এই কথা কহিয়া থাকে। সেই দুরাত্মার অবমাননায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এক্ষণে যাঁহার কর্ম্মফলে আমি এই অনন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি; তুমি তোমার সেই দ্যূতাসক্ত ভ্রাতারে তিরস্কার কর। ঐ দ্যূতাসক্ত ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি রাজ্য সর্ব্বস্ব ও আপনারে দুরোদরমুখে বিসর্জন করিয়াও পুনরায় প্রব্রজ্যা অবলম্বনার্থে দ্যূত-

ক্রীড়া করিয়া থাকে। যদি ধর্ম্মরাজ নিষ্ক-সহস্র ও মহামূল্য রত্নজাত দ্বারা অনেক বৎসর সায়ং ও প্রাতঃকালে ক্রীড়া করিতেন, তাহা হইলেও রজত, সুবর্ণ, বস্ত্র, যান, অশ্ব ও অশ্বতর সকল কদাচ ক্ষয় হইত না। কিন্তু তিনি দ্যূত বিবাদের নিমিত্ত শ্রীভ্রষ্ট হইয়া এক্ষণে কেবল অতীত কর্ম্মের অনুশোচনা করত নিতান্ত মূঢ়ের ন্যায় তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন।

পূর্ব্বে দশ সহস্র হস্তী ও অশ্ব সমুদায় যাঁহার অনুগমন করিত, এক্ষণে তিনি দ্যূত ক্রীড়া অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন। ইন্দ্রপ্রস্থে শত সহস্র ভূপালগণ যে যুধিষ্ঠিরকে উপাসনা করিতেন; যাঁহার মহানসে শত সহস্র দাসী পাত্র হস্তে লইয়া দিবা রাত্রি অতিথি ভোজন করাইত; যিনি সহস্র সহস্র নিষ্ক দান করিতেন; তিনিই এখন দ্যূতক্রীড়া অবলম্বনপূর্ব্বক কাল যাপন করিতেছেন। পূর্ব্বে মধুর স্বরসংযুক্ত মণিময় কুণ্ডলধারী সূত ও বৈতালিকগণ যাঁহারে সায়ং ও প্রাতঃকালে উপাসনা করিত; তপস্যা ও শ্রুতসম্পন্ন সহস্র সংখ্যক ঋষি যাঁহার সভাসদ্ ছিলেন; যিনি অষ্টাশীতি সহস্র গৃহমেধী স্নাতক ও তাঁহাদের দাসীগণ এবং দশ সহস্র অপ্রতিগ্রহী ঊর্দ্ধরেতা যতিগণকে ভরণ পোষণ করিতেন; যাঁহাতে অনৃশংসতা, অনুক্রোশ ও সংবিভাগ এই সকল সদ্গুণ বিদ্যমান আছে; তিনিই এক্ষণে এই রূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া কাল যাপন করিতেছেন।

যিনি রাষ্ট্রমধ্যে অন্ধ, বৃদ্ধ, অনাথ, বালক প্রভৃতি দুরবস্থাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদা প্রতিপালন করিতেন; যিনি কোন বস্তু বিভাগ করিতে হইলে পক্ষপাতনিরপেক্ষ হইতেন; এক্ষণে তাঁহারে সভামধ্যে সকলে বিরাটপরিচারক দ্যূতক্রীড়ক কঙ্ক বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। তাঁহার এই অবস্থা নরক প্রাপ্তির তুল্যই বোধ হইতেছে। ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান কালে ভূপালগণ যাঁহার নিকট উপহার লইয়া সমুচিত অবসরে সমুপস্থিত হইতেন; তিনিই এক্ষণে জীবিকা নির্ব্বাহার্থে অন্যের নিকট বেতন গ্রহণ করিতেছেন। বহুসংখ্যক ভূপতিগণ সতত যাঁহার বশবর্ত্তী ছিলেন; তিনি এক্ষণে স্বয়ং পরবশ হইয়াছেন। যিনি তেজঃপ্রভাবে সূর্য্যের ন্যায় সমস্ত মেদিনীমণ্ডল পরিতাপিত করিতেন; তিনি এখন বিরাটরাজের সভাসদ্ হইয়াছেন। অনেক সংখ্যক ভূপতি ও ঋষিগণ সমভিব্যাহারে সভামধ্যে যাঁহার উপাসনা করিতেন, তিনিই এক্ষণে অন্যের সভায় অধ্যাসীন হইয়া তাহার প্রিয়বাদী হইয়াছেন। উহারে দর্শন করিয়া আমার ক্রোধালন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এই ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজকে জীবিকা নির্ব্বাহার্থে পরাধীন দেখিয়া কাহার না দুঃখের উদ্রেক হয়? হে ভীম! আমি অনাথার ন্যায় এবম্বিধ বহুবিধ দুঃখভারে নিতান্ত কাতর হইতেছি; তুমি কেন আমার দুঃখ মোচনে যত্ন করিতেছ না?

একোনবিংশতিতম অধ্যায়।

দ্রৌপদী কহিলেন, নাথ! আমি অসূয়া প্রকাশ করিতেছি না; যৎপরোনাস্তি দুঃখ ভোগ করিতেছি বলিয়াই কহিতেছি। তুমি অতি হেয় সূপকারকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া বল্লব বলিয়াই আত্ম পরিচয় প্রদান করিতেছ; ইহা দেখিয়া কাহার শোকসাগর উচ্ছলিত না হয়। লোকে তোমারে বিরাটের সূপকার বল্লব বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছে; তুমি দাসবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ; ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে! অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইলে, যখন তুমি বিরাটের উপাসনা করিতে যাও, তখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়! যখন সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইয়া তোমারে কুঞ্জরগণের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত

করেন, তখন অন্তঃপুরস্থ সমুদায় নারীগণ হাস্য করিতে থাকে; তদ্দর্শনে আমার অন্তঃকরণ আকুলিত হইয়া উঠে। যখন তুমি অন্তঃপুরে সুদেষ্ণার সমক্ষে শার্দ্দূল, মহিষ ও সিংহগণের সহিত সংগ্রাম করিতেছিলে, আমি তখন শোকাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া মোহাবিষ্ট হইয়াছিলাম। সুদেষ্ণা আমারে মোহাভিভূতা নিরীক্ষণ করিয়া উত্থানপূর্ব্বক সমাগত রমণীগণের সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, "সুপকার প্রবল পরাক্রান্ত জন্তুগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে দেখিয়া চারুহাসিনী সৈরিন্ধ্রী সহবাসসুলভ স্নেহে শোকাভিভূত হইয়াছে। সৈরিন্ধ্রী অতিশয় রূপবতী, বল্লব পরম সুন্দর এবং স্ত্রীলোকের চিত্তবৃত্তিও দুর্জ্ঞেয়; ইহারা উভয়েই এক সময়ে রাজকুলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; বিশেষত সৈরন্ধ্রী সর্ব্বদাই প্রিয় সহবাসের নিমিত্ত পরিতাপ করিয়া থাকে।" হে মহাবাহো! রাজমহিষী এই প্রকার স্বাভিপ্রায় বাক্যে সর্ব্বদাই আমারে তর্জ্জন করিয়া থাকেন; আমি তাহাতে রোষ প্রদর্শন করিলে তিনি সমধিক সন্দিহান হয়েন। আমি তন্নিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। তুমি তাদৃশ পরাক্রমশালী হইয়াও যখন ঈদৃশ নিরয়ভাগী হইয়াছ এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন, আমি ইহা সন্দর্শন করিয়া আর জীবন ধারণ করিতে পারি না।

যে যুবা এক রথে সমস্ত দেবতা ও মনুষ্যগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি বিরাটরাজের কন্যাগণের নর্ত্তক হইয়াছেন। যিনি স্বীয় প্রভাবে খাণ্ডবারণ্যে হুতাশনকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে কুপগত অগ্নির ন্যায় অন্তঃপুরে সংবৃত হইয়া বাস করিতেছেন। অরাতিগণ যাঁহার ভয়ে সতত ভীত হইয়া থাকে, তিনি এক্ষণে অতিঘৃণিত বেশে কাল ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যাঁহার পরিঘসদৃশ বাহুদ্বয় মৌর্ব্বী আস্ফালনে সাতিশয় কঠিন হইয়াছে, তিনি এক্ষণে সেই বাহুদ্বয় শংখাবৃত করিয়া রাখিলেন; ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে। শত্রুগণ যাঁহার জ্যানির্ঘোষ শ্রবণমাত্রেই কম্পিত হইয়া উঠে, এক্ষণে স্ত্রীগণ হৃষ্ট চিত্তে তাঁহার গীতধ্বনি শ্রবণ করিতেছে। যাঁহার মস্তক সূর্য্যসদৃশ কিরীটে সুশোভিত হইত, আজি তাহা বেণি দ্বারা বিকৃত হইয়া রহিল। হে নাথ! ধনঞ্জয়কে বেণিবিকৃত ও কন্যাগণে পরিবৃত দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে! যে মহাত্মা সমস্ত দিব্যাস্ত্রের ও সমুদায় বিদ্যার আধার, তিনি এক্ষণে কুণ্ডল ধারণ করিতেছেন। মহাবল পরাক্রান্ত সহস্র সহস্র রাজা সমরে যাঁহার সম্মুখীন হইতে পারিতেন না, এক্ষণে তিনি ছদ্মবেশে বিরাট রাজার কন্যাগণের নর্ত্তক হইয়া তাহাদিগের পরিচর্য্যা করিতেছেন। যাঁহার রথনির্ঘোষে সচরাচর ধরাতল বিকম্পিত হইত; যিনি জন্ম পরিগ্রহ করিলে কুন্তীর সমুদায় শোক সন্তাপ অপনোদিত হইয়াছিল; এক্ষণে তাঁহারে কুণ্ডল ও শঙ্খাদি অলঙ্কার ধারণ করিতে দেখিয়া একান্ত শোকাকুল হইয়াছি। ধরাতলে যাঁহার সমকক্ষ ধনুর্দ্ধর নাই, আজি তাঁহারে কন্যাগণের নিকট গান করিয়া কাল যাপন করিতে হইল! যিনি ধর্ম্ম, শৌর্য্য ও সত্যে সমস্ত জীবলোকের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, আজি তাঁহারে স্ত্রীবেশবিকৃত নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত কাতর হইয়াছি। যখন আমি সেই দেবরূপী ধনঞ্জয়কে করেণু পরিবৃত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় কন্যাগণপরিবৃত ও তূর্য্যমধ্যস্থ হইয়া বিরাটরাজের উপাসনা করিতে দেখি, তখন আমার দশ দিক্ শূন্য হইয়া যায়। হায়! মহাবীর ধনঞ্জয় ও দ্যূতাসক্ত অজাতশত্রু যে ঈদৃশ বিপত্তিসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন; আর্য্যা কুন্তী ইহার কিছু জানিতেছেন না।

হে বৃকোদর ! আমি যবীয়ান্ সহদেবকে গোমধ্যে গোপালবেশে বিচরণ করিতে দেখিয়াই পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছি। আমি শান্তি লাভ করিব কি, পুনঃ পুনঃ সহদেবের বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া একবারে আমার নিদ্রাচ্ছেদ হইয়াছে। আমি সত্যবিক্রম সহদেবের এমন কোন পাপই দেখিতে পাই না, যাহাতে তাঁহারে ঈদৃশ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। আমি তোমার প্রিয়তম ভ্রাতারে গোচরণে নিযুক্ত দেখিয়া নিতান্ত শোকাকুল হইয়াছি। বিরাট কুপিত হইলে যখন তিনি লোহিত পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক গোপালগণের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া বিরাট নৃপতিরে প্রসন্ন করেন, তখন আমার কলেবর জর্জ্জরিত হয়। আর্য্যা কুন্তী আমার নিকট মহাবীর সহদেবের প্রশংসা করিতেন। যখন আমরা রাজ্য হইতে বিবাসিত হই; তৎকালে তিনি আমারে কহিয়াছিলেন, বৎসে পাঞ্চালি! সুকুমার সহদেব সাতিশয় সুশীল, লজ্জাশীল ও যুধিষ্ঠিরের একান্ত অনুগত। তুমি অতি সাবধানে অরণ্যমধ্যে ইহারে রক্ষণাবেক্ষণ ও স্বয়ং পান ভোজন প্রদান করিবে। পুত্রবৎসলা আর্য্যা এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে সহদেবকে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। হায়! এক্ষণে সেই সহদেবকে গোচরণ ও বৎসচর্ম্মে শয়ান হইয়া রাত্রি যাপন করিতে দেখিয়া আমি কিরূপে প্রাণ ধারণ করিতে পারি?

কালের বৈপরীত্য দেখ। যিনি রূপ, অস্ত্র ও মেধাসম্পন্ন, সেই নকুল এক্ষণে অশ্ববন্ধ হইয়াছেন! তিনি যখন বিরাটরাজের সমক্ষে অশ্বগণকে বেগ শিক্ষা দেন, তখন দর্শকগণ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, শ্রীমান্ সহদেব এই প্রকারে বিরাটরাজকে অশ্ব প্রদর্শন করত উপাসনা করেন।

হে বৃকোদর! যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত আমার এই প্রকার কত শত দুঃখ বিদ্যমান থাকিতেও তুমি কি প্রকারে আমারে সুখিনী বলিয়া বিবেচনা করিতেছ? ইহা ভিন্ন আর যে সকল দুঃখ বলিতে অবশিষ্ট আছে, তাহাও বলিব, শ্রবণ কর। তোমরা জীবিত থাকিতে দুঃখরাশি আমার শরীর শোষণ করিতেছে, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে!

বিংশতিতম অধ্যায়।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভীম! আমি দ্যূতপ্রিয় রাজা যুধিষ্ঠিরের নিমিত্তই রাজসংসারে সৈরিন্ধ্রীবেশে অবস্থান করিয়া সুদেষ্ণার বশবর্ত্তী হইয়াছি; দেখ আমার কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এক্ষণে মনুষ্যের কোন দুঃখই প্রায় চিরস্থায়ী হয় না; অর্থসিদ্ধি ও জয় পরাজয় নিতান্ত অনিত্য; বিপদ ও সম্পদ সতত চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে; যদ্দ্বারা জয় হয় তাহাই পরাজয়ের কারণ হইয়া উঠে; আমি এই বিবেচনা করিয়া ভর্ত্তৃগণের উদয়কাল প্রতীক্ষা করিতেছি।

হে ভীম! আমি যে জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছি তাহা কি তুমি জানিতেছ না? লোকমুখে শুনিয়াছি, মনুষ্য অগ্রে দান করিয়া পশ্চাৎ প্রার্থনা করে এবং বিনাশ করিয়া বিনষ্ট ও পাতিত করিয়া পতিত হইয়া থাকে। এই সকলই দৈবমূলক। দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই; দৈবকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুষ্কর। আমি [illegible]য়া দৈবই প্রতীক্ষা করিতেছি। সলিল পূর্ব্বে যে স্থানে থাকে, পুনরায় তথায়ই প্রতিনিবৃত্ত হয়; এই বিবেচনা করিয়া আমি উদয়েরই প্রতীক্ষা করিতেছি। দৈব যাহার অর্থ সিদ্ধির ব্যাঘাত করে, সে নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন হয়; অতএব দৈবেরই আগমে যত্ন করা কর্ত্তব্য। হে বৃকোদর! আমি এক্ষণে যে কারণে এই কথার উল্লেখ করিলাম, তাহা শ্রবণ কর।

দেখ, আমি দ্রুপদরাজের দুহিতা এবং পাণ্ডবগণের প্রিয় মহিষী হইয়াও এই রূপ দুরবস্থাপন্ন হইলাম! হায় আমা ব্যতিরেকে কোন্ নারী এই রূপ অবস্থায় জীবিত থাকিতে বাসনা করে! আমার এই ক্লেশ কৌরব পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে অবশ্যই অবমানিত করিবে। কোন্ নারী পুত্র, শ্বশুর ও ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া নিরন্তর এই রূপ ক্লেশে কাল যাপন করিয়া থাকে? যে বিধাতার প্রভাবে আমারে এই রূপ অত্যাচার সহ্য করিতে হইতেছে; বোধ হয়, আমি বাল্যকালে তাঁহারই কোন অপকার করিয়া থাকিব। দেখ, এক্ষণে আমি কিরূপ বিবর্ণ হইয়াছি! তাদৃশ বিষম দুঃখের সময়ও এরূপ হই নাই। পূর্ব্বে আমার যে প্রকার সুখ সচ্ছন্দ ছিল, তাহা তোমার অগোচর নাই; এক্ষণে সেই আমি দাসীভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, কিরূপে শান্তি লাভ করিব? যখন মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তখন আমি এই বিষয় দৈবায়ত্ত বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করি। প্রাণিগণের গতি বোধগম্য হওয়া নিতান্ত দুষ্কর। দেখ, তোমাদিগের যে এই রূপ দুরবস্থা হইবে, পূর্ব্বে কেহই ইহা বুঝিতে পারে নাই।

হে মহাবীর! তোমরা ইন্দ্রতুল্য বলিয়া আমি তোমাদিগের নিকট সম্পূর্ণ সুখ প্রত্যাশা করিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট লোকদিগেরই সুখ সচ্ছন্দতার বৃদ্ধি দেখিতেছি। দেখ, ভীম! তোমরা এরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছ বলিয়া আমার কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। কালের কি বিপরীত গতি! পূর্ব্বে এই সসাগরা ধরা আমারই অধিকৃত ছিল; এক্ষণে আমারে শঙ্কিত মনে সুদেষ্ণার বশবর্ত্তিনী হইতে হইয়াছে। পূর্ব্বে অনুচরেরা আমার অগ্র পশ্চাৎ গমন করিত, কিন্তু এক্ষণে আমি সুদেষ্ণার অগ্র পশ্চাৎ গমন করিতেছি। আর এই একটি দুঃখ আমার নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, আমি আর্য্যা কুন্তী ব্যতিরেকে কদাচ কাহারও গাত্র বিলেপন ও পেষণ করি নাই; কিন্তু এক্ষণে আমারে সুদেষ্ণার চন্দন পেষণ করিতে হইতেছে। দেখ, আমার পাণিতল আর পূর্ব্ববৎ কোমল নাই; এক্ষণে কিণাঙ্কিত হইয়াছে। আমি আর্য্যা কুন্তী ও তোমাদিগকে কখন ভয় করি নাই, কিন্তু এক্ষণে রাজভবনে কিঙ্করীরূপে অবস্থান করিয়া বিরাটের নিকট ভীত হইতেছি। অনুলেপন সুমৃষ্ট হইয়াছে কি না দেখিয়াই বা রাজা কি বলিবেন, সর্ব্বদা এই শঙ্কা করিয়া থাকি; কারণ আমি ভিন্ন অন্য কেহ চন্দন পেষণ করিলে কদাচ রাজার মনোনীত হয় না।

দ্রৌপদী এই রূপে আপনার দুঃখবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া ভীমের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত রোদন করিতে লাগিলেন। পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীমের হৃদয় বিদীর্ণ প্রায় করিয়া কহিলেন, বোধ হইতেছে, পূর্ব্বে আমি দেবগণের নিকট বিলক্ষণ অপরাধ করিয়া থাকিব, নতুবা কেন কর্ম্মকরী হইয়া এত ক্লেশে জীবন ধারণ করিতে হইবে। তখন বৃকোদর দ্রৌপদীর কিণাঙ্কিত পাণিতল নিরীক্ষণ ও মুখমণ্ডলে প্রদানপূর্ব্বক অনিবার্য্য বেগে বাষ্পবারি বিসর্জন করিয়া কহিতে লাগিলেন।

এক বিংশতিতম অধ্যায়।

ভীমসেন কহিলেন, প্রিয়ে! যখন তোমার লোহিততল পাণিপল্লব ঈদৃশ কিণাঙ্কিত হইয়াছে; তখন আমার বাহুবলে ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীবে ধিক্। কি বলিব, রাজা যুধিষ্ঠির সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন, নতুবা বিরাটের সভামধ্যেই ঘোরতর সংগ্রাম অথবা আমি মহাগজের ন্যায় অবলীলাক্রমে পদাঘাতে ঐশ্বর্য্যমত্ত কীচকের মস্তক পোথিত করি-

তাম। যাজ্ঞসেনি! যখন দুরাত্মা কীচক তোমারে পদাঘাত করিয়াছিল; তখনই আমি সমুদায় মৎস্যদেশ বিমর্দ্দিত করিতে উৎসুক হইয়াছিলাম; কিন্তু তৎকালে রাজা যুধিষ্ঠির কটাক্ষ ভঙ্গিতে নিবারিত করিলেন বলিয়াই আমি ক্ষান্ত হইয়া আছি। আমরা যে রাজ্য হইতে বিবাসিত হইয়াছি এবং অদ্যাপি কর্ণ, শকুনি, দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন প্রভৃতি দুরাত্মা কুরুগণের মস্তক ছেদন করি নাই; এই দুইটি হৃদিন্যস্ত শল্যের ন্যায় আমার কলেবর নিপীড়ন করিতেছে। অয়ি নিতম্বিনি! ক্রোধ পরিত্যাগ কর; ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিও না। রাজা যুধিষ্ঠির তোমার এই প্রকার তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। তিনি প্রাণ ত্যাগ করিলে ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবও গতজীবিত হইবেন। ইহারা লোকান্তর প্রস্থান করিলে আমি কদাচ জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না।

পূর্ব্বকালে ভৃগুবংশীয় চ্যবন, বনে বল্মীকভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তথাপি তাঁহার পত্নী সুকন্যা তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। ভুবনবিখ্যাত রূপবতী চন্দ্রসেনা সহস্র বর্ষবয়স্ক বৃদ্ধতম স্বামীর অনুচারিণী হন। জনকদুহিতা সীতা অরণ্যচারী রামের সমভিব্যাহারিণী হইয়া রাক্ষসহস্তে কত নিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন; তথাপি পতির অনুগমনে নিরস্ত হন নাই। রূপযৌবনসম্পন্না লোপামুদ্রা অলৌকিক ভোগ সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক অগস্ত্যের সহচরী হইয়াছিলেন। মনস্বিনী সাবিত্রী যমলোক পর্য্যন্ত সত্যবানের অনুগমন করিয়াছিলেন। হে কল্যাণি! তুমিও এই সকল পতিব্রতাগণের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না; অতএব আর অত্যল্প কাল অপেক্ষা কর; অর্দ্ধ মাসমাত্র অবশিষ্ট আছে; ত্রয়োদশ বর্ষ পরিপূর্ণ হইলে তুমি রাজমহিষী হইবে।

দ্রৌপদী কহিলেন, নাথ! আমি রাজারে তিরস্কার করিতেছি না, দুর্বিষহ দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়াছি বলিয়াই আমার নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। এক্ষণে আর অতীত বিষয়ের আলোচনা করিয়া কি হইবে? কর্ত্তব্য বিষয়ে চেষ্টাবান্ হও। রাজা বিরাট পাছে আমার নিমিত্ত চলচিত্ত হন, পাছে আমার সৌন্দর্য্য দর্শনে সুদেষ্ণার সৌন্দর্য্য অনাদৃত হয়; এই আশঙ্কায় রাজমহিষী কিরূপে আমারে স্থানান্তরিত করিবেন, প্রতিনিয়তই সেই চিন্তা করেন। দুরাত্মা কীচক রাজমহিষীর এই প্রকার অভিপ্রায় জানিয়া সতত আমারে প্রার্থনা করে, আমি তাহাতে প্রথমে ক্রোধান্বিত হই; পুনরায় ক্রোধাবেগ সংবরণ করিয়া এই কথা বলি, কামান্ধ কীচক! আত্মরক্ষা কর। আমি পাঁচ জন গন্ধর্ব্বের প্রিয়তমা মহিষী; তাঁহারা সকলেই শৌর্য্যশালী ও সাহসী; কুপিত হইলে অবশ্যই তোমার প্রাণ সংহার করিবেন। দুরাত্মা কীচক আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া এই উত্তর করে, সৈরিন্ধ্রি! আমি গন্ধর্ব্বগণকে ভয় করি না; শত লক্ষ গন্ধর্ব্ব সমাগত হইলেও তাহাদিগকে সমরশায়ী করিব। আমি প্রত্যুত্তর করি, কীচক! তুমি যশস্বী গন্ধর্ব্বগণের সমকক্ষ নও, আমি ধর্ম্মপরায়ণা কুলকামিনী, কাহারও প্রাণ সংহার করা আমার অভিপ্রেত নহে; এই নিমিত্তই অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছ। কীচক এই কথা শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করে।

একদা সুদেষ্ণা ভ্রাতার প্রীতি কামনায় তাহার আদেশানুসারে সুরানয়নের নিমিত্ত আমারে কীচকের আলয়ে প্রেরণ করিয়াছিল। আমি তদনুসারে কীচকের ভবনে গমন করিলে সেই দুরাত্মা প্রথমত আমারে সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। তৎপরে বল প্রকাশ করিতে সমুৎসুক হইলে, আমি

তাহার সংকল্প অবগত হইয়া দ্রুতপদ সঞ্চারে রাজার শরণাপন্ন হইলাম। কিন্তু দুরাত্মা সূতপুত্র রাজার সমক্ষেই আমারে ভূমিসাৎ করিয়া পদাঘাত করিল। বিরাট, কঙ্ক, রথী, পীঠমর্দ্দ, গজারোহী ও নাগরিক প্রভৃতি ভূরি ভূরি লোক তাহা দর্শন করিতে লাগিল। আমি তৎকালে বিরাট ও কঙ্ককে পুনঃ পুনঃ তিরস্কার করিলাম; তথাপি বিরাটরাজ তাহারে নিবারণ বা শাসন করিলেন না।

দুরাত্মা কীচক ধর্ম্মভ্রষ্ট, নৃশংস ও বীর্য্যাভিমানী। ঐ দুরাত্মা নিতান্ত ক্লিষ্ট রোরুদ্যমান জনগণের নিকটও ধন গ্রহণ করিয়া থাকে। আমি ঐ কামান্ধ দুর্বিনীত পাপাত্মারে বারংবার প্রত্যাখ্যান করিয়াছি; এক্ষণে যদি সাক্ষাৎ হইলেই আমারে আঘাত করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে। অতএব যদি তোমরা পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞার অনুরোধ রক্ষা কর, তাহা হইলে তোমাদিগের ভার্য্যারে রক্ষা করিতে পারিবে না; তন্নিবন্ধন তোমাদের মহান্ অধর্ম্ম হইবে। বিশেষত ভার্য্যারে রক্ষা করিতে পারিলেই পুত্রকে রক্ষা করা হয়; এবং পুত্র রক্ষিত হইলে আত্মাও রক্ষিত হয়, কারণ আত্মাই ভার্য্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে; এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ ভার্য্যারে জায়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন আর ভার্য্যা ভর্ত্তা তাহার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবেন বলিয়া সতত সাবধানে তাঁহারে রক্ষা করে। বর্ণধর্ম্ম বর্ণনা কালে ব্রাহ্মণগণের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি যে, অরাতিগণের প্রাণ সংহার ভিন্ন ক্ষত্রিয়গণের অন্য ধর্ম্ম নাই।

দেখ, কীচক তোমার ও ধর্ম্মরাজের সমক্ষে আমারে পদাঘাত করিল। পূর্ব্বে তুমিই আমারে ভয়ঙ্কর জটাসুর হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলে এবং তুমিই ভ্রাতৃগণের সমভিব্যাহারে জয়দ্রথকে পরাজয় করিয়াছিলে; এক্ষণে আমার অবমন্তা পাপাত্মা কীচককেও সংহার কর। ঐ দুরাত্মা রাজার প্রশ্রয় পাইয়া আমারে শোকাকুল করিতেছে। ঐ পাপাত্মা আমার অনর্থপাতের হেতু। যদি ঐ দুরাত্মা সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, তাহা হইলে বিষ পান করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিব। কীচকের বশীভূত হওয়া অপেক্ষা তোমার সমক্ষে প্রাণ ত্যাগ করা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। দ্রুপদনন্দিনী এই কথা কহিয়া ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে শয়ন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন ভীমসেন প্রিয়তমারে আলিঙ্গন ও তাঁহার মুখমণ্ডলের অশ্রু মার্জ্জন করিয়া আশ্বাস বাক্যে তাঁহারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; এবং কীচককে লক্ষ্য করিয়া কোপ প্রদর্শনপূর্ব্বক সক্তত্বয় পরিলেহন করত বলিতে লাগিলেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

ভীম কহিলেন, হে যাজ্ঞসেনি! তুমি যাহা কহিলে, আমি তদনুষ্ঠানে সম্মত আছি। অদ্য নিশ্চয়ই আমি কীচককে সবান্ধবে শমনসদনে প্রেরণ করিব। তুমি সমুদায় শোক সন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক কল্য কীচকের সহিত সঙ্কেত করিবে। বিরাটরাজ এক নৃত্যশালা প্রস্তুত করিয়াছেন; তথায় কন্যাগণ দিবাভাগে নৃত্য করিয়া রাত্রি কালে স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া থাকে। সেই স্থানে রমণীয় এক শয্যা প্রস্তুত আছে; দুরাত্মা কীচক যেন প্রদোষসময়ে ঐ নৃত্যশালায় উপস্থিত হয়; আমি তথায় উহারে সংহার করিব, সন্দেহ নাই। ঐ দুরাত্মা যখন তোমার সহিত আলাপ করিবে, তৎকালে কেহ যেন তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে না পারে।

তাঁহারা পরস্পর এই রূপ কথোপকথনানন্তর একান্ত দুঃখিত মনে পরস্পর রাষ্প মোক্ষণপূর্ব্বক প্রভাত কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দ্রুপদনন্দিনী

স্বীয় আবাসে প্রস্থান করিলেন। রজনী প্রভাত হইবামাত্র দুরাত্মা কীচক শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাজভবনে গমন করিয়া দ্রৌপদীরে কহিল, হে সুশ্রোণি! আমি ভূপালের সমক্ষেই তোমারে পদাঘাত করিয়াছিলাম, তিনি তোমার রক্ষা করিতে পারিলেন না। বিরাটরাজ মৎস্য দেশের নামমাত্র রাজা, কিন্তু বস্তুত আমিই এস্থানের নৃপতি ও সেনাপতি। হে ভীরু! তুমি আমার প্রণয়িনী হও, আমি যাবজ্জীবন তোমার দাস হইয়া থাকিব। আমি এই মুহূর্ত্তেই তোমারে এক শত নিষ্ক এবং তৎসংখ্যক দাসী দাস ও অশ্বতরীযুক্ত রথ প্রদান করিতেছি; আমারে ভজনা কর।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে কীচক! আমি তোমার মনোরথ পরিপূর্ণ করিতে সম্মত আছি; কিন্তু তোমার ভ্রাতা বা অন্যান্য বন্ধুগণ কেহই যেন এই বিষয় জ্ঞাত হইতে না পারে; কারণ পাছে সেই যশস্বী গন্ধর্ব্বগণের অযশ হয়, এই ভয়ে আমি সাতিশয় ভীত হইতেছি। অতএব যদি তুমি গোপনে আমার সহিত সঙ্গত হও, তাহা হইলে আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি।

কীচক কহিলেন, সুন্দরি! আমি তোমার বাক্যানুরূপ কার্য্য করিতে সম্মত আছি। আমি তোমার সমাগম লাভের নিমিত্ত একাকীই স্বদীয় নির্জ্জন আলয়ে গমন করিব। সেই সূর্য্যসঙ্কাশ গন্ধর্ব্বগণ তোমার এই বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিবেন না। তখন দ্রৌপদী কহিলেন, বিরাটরাজ এক নৃত্যশালা প্রস্তুত করিয়াছেন; তথায় কন্যাগণ দিবাভাগে নৃত্য করিয়া রাত্রিকালে স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া থাকে। অন্ধকার হইলে তুমি তথায় গমন করিবে; তাহা হইলে আর কোন দোষেরই অপেক্ষা নাই।

দ্রৌপদী কীচকের সহিত এই রূপ সঙ্কেত করিয়া সত্বরে তথা হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ভীমের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিতে গমন করিলেন। তৎকালে অর্দ্ধ দিবসও তাঁহার মাস তুল্য বোধ হইতে লাগিল। দুরাত্মা কীচকও হর্ষোৎফুল্ল লোচনে নিজ নিকেতনে প্রতিগমন করিল, কিন্তু সৈরিন্ধ্রী যে তাহার মৃত্যুস্বরূপ হইয়াছে তাহা কিছুতেই অবগত হইতে পারিল না। পরে অনঙ্গশরে একান্ত জর্জ্জরিত হইয়া অবিলম্বে গন্ধ মাল্য প্রভৃতি বিহারযোগ্য বেশ ভূষা দ্বারা আপনারে অলঙ্কৃত করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে সেই আয়তলোচনা দ্রৌপদীরে নিরন্তর অনুধ্যান করত তাহার মন এমন চঞ্চল হইয়া উঠিল যে, সেই বেশ বিন্যাস কালও অতি দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যেমন দশাদহনোন্মুখ দীপশিখা নির্ব্বাণ কালে সমধিক সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে; তদ্রূপ কীচকও অচিরাৎ কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীভ্রষ্ট হইবে বলিয়া তৎকালে সাতিশয় শোভমান হইতে লাগিল। ঐ দুরাত্মা দ্রৌপদীর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তদীয় চিন্তায় এরূপ নিমগ্ন হইয়াছিল যে, কিরূপে দিবাবসান হইল, কিছুই জানিতে পারিল না।

এ দিকে দ্রৌপদী মহানসে ভীমসেনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে ভীম! আমি তোমার বচনানুসারে কীচককে নৃত্যশালায় আগমন করিতে সঙ্কেত করিয়াছি। সেই গৃহ লোকশূন্য; সে শীঘ্রই তথায় গমন করিবে। অতএব তুমি নিশাকালে একাকী তাহারে বিনাশ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও। ঐ পাপাত্মা অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া গন্ধর্ব্বগণের অবমাননা করিয়াছে; অতএব তুমি সত্বরে নৃত্যশালায় প্রবেশপূর্ব্বক তাহার প্রাণ সংহার করিয়া আমার অবিরল বিগলিত নয়নজল মার্জ্জন, কুলের মান রক্ষা ও আপনার শ্রেয় সাধন কর।

ভীমসেন কহিলেন, হে ভীরু! তুমি যখন আমারে প্রিয় সম্বাদ প্রদান করিতেছ,

তখন অবশ্যই স্বচ্ছন্দে আগমন করিয়াছ, সন্দেহ নাই। আমি পূর্ব্বে হিড়িম্বকে বধ করিয়া যেরূপ প্রীতি লাভ করিয়াছিলাম; এক্ষণে তোমার মুখে এই প্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া ততোধিক সন্তুষ্ট হইলাম। আমি সত্য, ভ্রাতৃগণ ও ধর্ম্মের শপথ করিয়া কহিতেছি, যেমন দেবরাজ বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন; সেই রূপ আমি অন্যসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া কীচককে নিহত ও পোথিত করিব। যদি অত্রত্য লোকে কীচকবধে জাতক্রোধ হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমুদ্যত হয়, তাহা হইলে আমি তাহাদিগের বধ সাধনেও পরাঙ্মুখ হইব না। তৎপরে দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিয়া এই সসাগরা বসুন্ধরা অধিকার করিব। আমি কদাচ ধর্ম্মরাজের অনুরোধ রক্ষা করিব না; তিনি এক্ষণে স্বেচ্ছানুসারে বিরাটরাজের উপাসনা করুন।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভীম! তুমি প্রচ্ছন্ন ভাবে দুরাত্মা কীচককে বিনাশ করিবে; দেখিও যেন আমার নিমিত্ত তোমারে সত্যভ্রষ্ট হইতে না হয়। ভীমসেন কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি যাহা কহিলে, আমি তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে সম্মত আছি। আমি গাঢ় তিমিরে প্রচ্ছন্ন হইয়া অদ্যই কীচককে সবান্ধবে শমনসদনে প্রেরণ করিব। ঐ দুরাত্মা বারংবার তোমারে প্রার্থনা ও তোমার অবমাননা করিয়াছে; অদ্য তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। গজরাজ যেমন নিম্বফল গ্রহণ করে, তদ্রূপ আমি তাহার মস্তক আক্রমণপূর্ব্বক ভূগর্ভে পোথিত করিব। ভীমপরাক্রম ভীমসেন এই বলিয়া নিশাকালে নৃত্যশালায় গমনপূর্ব্বক প্রচ্ছন্ন ভাবে উপবেশন করত সিংহ যেমন মৃগের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ কীচকের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে দুর্বুদ্ধি কীচক কামিজনোচিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া দ্রৌপদী লাভ প্রত্যাশায় সেই অন্ধ তমসাচ্ছন্ন সঙ্কেত স্থানে প্রবেশ করিল। ভীমসেন ইতিপূর্ব্বে তথায় আগমনপূর্ব্বক একান্তে শয়ান ছিলেন। দ্রৌপদীপরাভব নিবন্ধন তাঁহার কলেবর ক্রোধে কম্পিত হইতেছিল। দুরাত্মা কীচক একান্ত কামমোহিত হইয়া হৃষ্ট মনে দ্রৌপদী বোধে বৃকোদরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক হাস্য মুখে কহিতে লাগিল' প্রিয়ে! আমি তোমার নিমিত্ত অসংখ্য ধন প্রেরণ করিয়াছি এবং দাসীশতপরিবৃত রূপলাবণ্যসম্পন্ন যুবতীগণে অলঙ্কৃত অন্তঃপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বরে তোমার নিকট আগমন করিতেছি। আমার অন্তঃপুরচারিণা রমণীগণ সতত এই বলিয়া আমার প্রশংসা করে যে, তোমার তুল্য প্রিয়দর্শন পুরুষ এই ভূমণ্ডলে আর দৃষ্টিগোচর হয় না। তখন ভীমসেন কহিলেন, হে কীচক! আমার পরম সৌভাগ্য যে, তুমি অসামান্য রূপসম্পন্ন হইয়া আত্মপ্রশংসা করিতেছ। ফলত তোমা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের প্রীতিকর পুরুষ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। তুমিও ঈদৃশ স্পর্শসুখ কদাচ অনুভব কর নাই। আহা! তোমার কি চমৎকার স্পর্শজ্ঞান! কি রসিকতা! কি কামশাস্ত্রে বিচক্ষণতা!

ভীমপরাক্রম ভীমসেন এই কথা বলিয়া সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সহাস্য বদনে কহিলেন, রে দুরাত্মন্! সিংহ যেমন পর্ব্বতপ্রতিম মহাগজকে অনায়াসে আক্রমণ করে, সেই রূপ আমি তোর ভগিনীর সমক্ষেই তোরে ভূতলে বিকর্ষণ করিব। তুই নিহত হইলে সৈরিন্ধ্রী নিরাপদ ও তাঁহার পতিগণ পরম সুখী হইয়া স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিবেন। মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর এই কথা বলিয়া কীচকের কেশ গ্রহণ করিলেন। কীচকও বাহুবলে অতি বেগে, স্বীয় কেশ বিমুক্ত করিয়া তাঁহার বাহুযুগল আক্রমণ

করিল। এই রূপে উভয়ে ক্রোধপরবশ হইয়া ভয়ানক বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন বসন্ত কালে বলবিক্রান্ত দ্বিরদযুগল করিণীর নিমিত্ত উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধ করে; যেমন কপিকুলসিংহ বালী ও সুগ্রীব পত্নীর নিমিত্ত একান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া দুরন্ত সমরসাগরে অবগাহন করিয়াছিলেন; সেই রূপ রোষবিষোদ্ধত ভীম ও কীচক পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া প্রচণ্ড সমরানল প্রজ্বলিত করিলেন। উভয়ে পঞ্চশীর্ষ ভুজগসদৃশ ভীষণ ভুজদণ্ড সমুদ্যত করিয়া পরস্পর নখাঘাত ও দন্তাঘাত করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কীচক ভীমকে অত্যন্ত আঘাত করিল, কিন্তু স্থিরপ্রতিজ্ঞ বৃকোদর এক পদও বিচলিত হইলেন না। তাঁহারা পরস্পর আশ্লেষ ও আকর্ষণ প্রকর্ষণপূর্ব্বক যুদ্ধ করত প্রবৃদ্ধ বৃষভদ্বয়ের ন্যায় এবং নখ ও দন্ত প্রহার করত ভীষণমূর্ত্তি ব্যাঘ্রযুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে অমর্ষপ্রদীপ্ত কীচক, মদস্রাবী মাতঙ্গ যেমন অন্য মাতঙ্গকে আক্রমণ করে; তদ্রূপ বেগে ধাবমান হইয়া বাহু দ্বারা ভীমসেনকে আক্রমণ করিল। মহাবল ভীমসেনও তাহারে প্রত্যাক্রমণ করিলেন। কীচক পুনরায় বলপূর্ব্বক তাঁহারে নিক্ষেপ করিল। তৎকালে সেই পুরুষদ্বয়ের ভুজনিষ্পেষে বেণুবিস্ফোটসদৃশ ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর বৃকোদর কীচককে গৃহমধ্যে আকর্ষণপূর্ব্বক প্রচণ্ড বায়ু যেমন প্রকাণ্ড মহীরুহকে আন্দোলিত করে; তদ্রূপ তাহারে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। কীচক ভীমের সঙ্ঘর্ষণে নিতান্ত দুর্ব্বল ও কম্পিতকলেবর হইয়া প্রাণপণে তাঁহারে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ভীম ক্রোধবশত ঈষদ্বিচলিত হইবামাত্র কীচক জানু প্রহার দ্বারা তাঁহারে ভূতলে পাতিত করিল। ভীমসেন তৎক্ষণাৎ তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যথিত না হইয়া দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় পুনরুত্থিত হইলেন।

বলদৃপ্ত ভীমসেন ও কীচক এই রূপ পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশ ও তর্জন গর্জনপূর্ব্বক নিশীথ সময়ে সেই বিজন স্থলে পরিকর্ষণ করাতে সমুদায় গৃহ মুহুর্মুহু কম্পিত হইতে লাগিল। তখন ভীমসেন ক্রোধভরে কীচকের বক্ষঃস্থলে এমন চপেটাঘাত করিলেন যে, সে তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। ক্রোধানলে তাহার অন্তর্দ্দগ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু উঠিবার সামর্থ্য হইল না। ভীমসেন দুরাত্মা কীচককে দুঃসহ চপেটাঘাতে নিতান্ত হীনবল ও বিচেতন প্রায় দেখিয়া তাহারে নিকটে আনয়নপূর্ব্বক দৃঢ়তর মর্দ্দন করিতে লাগিলেন এবং পুনরায় নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া পিশিতাকাঙ্ক্ষী শার্দ্দূল যেমন মৃগ গ্রহণপূর্ব্বক চীৎকার করে; তদ্রূপ ভীষণ ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বৃকোদর কীচককে নিতান্ত শ্রান্ত দেখিয়া তাহারে ঘৃণিত করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা কীচক সাতিশয় ব্যথিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার ও ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল এবং বিসংজ্ঞ হইয়া পড়িল। তখন ভীমসেন দ্রৌপদীর ক্রোধানল নির্ব্বাণ করিবার নিমিত্ত সত্বরে বাহু দ্বারা তাহার কণ্ঠ গ্রহণপূর্ব্বক দৃঢ়তর নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। এই রূপে ঐ দুরাত্মা সর্ব্বাঙ্গভগ্ন ও চক্ষুর্বিদ্ধ হইলে ভীম জানু দ্বারা তাহার কোটিদেশ আক্রমণপূর্ব্বক বাহু দ্বারা তাহারে নিপীড়িত করত পশুর ন্যায় সংহার করিলেন।

কীচক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে ভীমসেন তাহার মৃতদেহ ভূতলে সংঘটন করত কহিলেন, হে সৈরিন্ধ্রি! অদ্য আমি ভার্য্যাপহারী দুরাত্মা কীচকের প্রাণ সংহার করিয়া

ভ্রাতার নিকট ঋণী হইলাম; অদ্য আমার পরম শান্তি লাভ হইল। রোষারুণনেত্র ভীমসেন এই কথা বলিয়া স্খলিতবস্ত্রাভরণ, উদ্ভ্রান্তনেত্র ও গতজীবিত কীচককে পরিত্যাগ করিলেন। তখনও তাঁহার ক্রোধের শান্তি হয় নাই। তিনি পুনরায় হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ ও ওষ্ঠ দংশনপূর্ব্বক তাহার হস্ত, পাদ, গ্রীবা ও মস্তক শরীরমধ্যে প্রবেশিত করিলেন। পরে দ্রৌপদীরে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, পাঞ্চালি! দেখ, সেই কামুকের কিরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে। এই কথা বলিয়া সেই মথিতসর্ব্বাঙ্গ মাংসপিণ্ডাকার কীচকের মৃত দেহে এক পদাঘাত করিলেন এবং অগ্নি প্রজ্বালনপূর্ব্বক ঐ মৃত কলেবর দ্রৌপদীরে দর্শন করাইয়া কহিলেন, হে ভীরু! যাহারা তোমারে কামনা করিবে, তাহারা কীচকের ন্যায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন এই রূপে দ্রৌপদীর হিত সাধনার্থে কীচকবিনাশরূপ অতি দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদনানন্তর শান্তচিত্তে প্রণয়িনীর নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক সত্বরে মহানসে আগমন করিলেন।

দ্রৌপদী এই প্রকারে কীচককে নিহত করাইয়া বিগতসন্তাপ ও পরম পরিতুষ্ট হইয়া সভাপালদিগকে কহিলেন, হে সভাসদ্গণ! আপনারা আগমন করিয়া দেখুন, পরস্ত্রীকামবিমোহিত দুরাত্মা কীচক আমার পতিগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছে।

তখন নৃত্যশালারক্ষকগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া সহস্র সহস্র উল্কা গ্রহণপূর্ব্বক সহসা তথায় আগমন করিল এবং সেই গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক হস্তপদ বিহীন, রক্তাক্তকলেবর, গতাসু কীচককে নয়নগোচর করিয়া সাতিশয় ব্যথিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিল, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! ইহার গ্রীবা কোথায়, হস্ত পাদ ও মস্তকই বা কোথায় গেল! তাহারা এই কথা বলিয়া কীচকের মৃত দেহ পরীক্ষা করিতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ইত্যবসরে কীচকের বন্ধুগণ তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে উপবেশনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। তাহারা, স্থলে সমুদ্ধৃত কূর্ম্মের ন্যায় সন্ছিন্নকলেবর কীচককে নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত ভীত ও রোমাঞ্চিত হইল। অনন্তর তাহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত তদীয় মৃত দেহ বহির্দ্দেশে নিষ্কাসিত করিবার উপক্রম করিতেছেন, এই অবসরে উপকীচকেরা অনতি দূরে দ্রৌপদীরে অবলোকন করিল।

তখন তাহারা সমাগত অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে কহিল, হে বান্ধবগণ! যাহার নিমিত্ত আমাদিগের কীচক বিনষ্ট হইয়াছেন; ঐ দেখ, সেই অসতী স্তম্ভ আলিঙ্গনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উহারে শীঘ্র বিনষ্ট কর। অথবা এক্ষণে উহারে সংহার করিবার আবশ্যক নাই; কামী কীচকের সহিত উহার কলেবর ভস্মসাৎ করা উচিত; কারণ লোকান্তরেও কীচকের প্রিয়ানুষ্ঠান করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। এই বলিয়া তাহারা বিরাটের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! পাপীয়সী সৈরিন্ধ্রীর নিমিত্তই আমাদিগের কীচক বিনষ্ট হইয়াছেন; অতএব আমরা উহারে তাঁহার সহিত দগ্ধ করিব; আপনি অনুমতি প্রদান করুন। বিরাটরাজ উপকীচকগণের বলবিক্রম বিশেষরূপে অবগত ছিলেন, সুতরাং তাহাদের বাক্য শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ভীত হইয়া তদ্বিষয়ে অনুমোদন করিলেন।

তখন উপকীচকেরা দ্রৌপদীর সম্মুখীন হইয়া তাঁহারে বলপূর্ব্বক গ্রহণ ও বন্ধন করত কীচকের মৃত দেহোপরি আরোপিত করিয়া

শ্মশানাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। দ্রৌপদী প্রাণভয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া শরণ লইবার নিমিত্ত করুণ স্বরে কহিতে লাগিলেন, জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন ও জয়দ্বল ইহাঁরা এক্ষণে আমার কথায় কর্ণপাত করুন। সূতপুত্রেরা আমারে শ্মশানে লইয়া যাইতেছে। রণস্থলে যাহাদিগের বজ্রনির্ঘোষ সদৃশ ধনুষ্টঙ্কার, তলবারধ্বনি ও ভয়ঙ্কর রথঘর্ঘরশব্দ শ্রুত হইত, সেই সকল গন্ধর্ব্বগণ এক্ষণে আমার কথায় কর্ণপাত করুন। সূতপুত্রেরা আমারে শ্মশানে লইয়া যাইতেছে।

তখন ভীমসেন দ্রৌপদীর এই রূপ করুণ বিলাপ শ্রবণ করিবামাত্র সত্বরে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কহিলেন, হে সৈরিন্ধ্রি! তোমার বাক্য আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে আর তোমার কোন শঙ্কা নাই। এই বলিয়া ভীমসেন সমস্ত উপকীচক সংহারার্থ প্রস্তুত হইয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন। পরে নির্গমন দ্বার পরিহারপূর্ব্বক অন্যনাস্থ দিয়া বহিঃপ্রদেশে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং সত্বরে নগরপ্রাকার উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক দ্রুত পদ সঞ্চারে শ্মশানাভিমুখে ধাবমান হইতে লাগিলেন।

তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে, শ্মশানভূমি সমীপে সূতপুত্রগণের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তথায় দশ ব্যাম আয়ত তালপ্রমাণ এক বনস্পতি নিরীক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ভুজদণ্ড দ্বারা তাহা উৎপাটনপূর্ব্বক উদ্যতদণ্ড সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় সূতপুত্রদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহার গমনবেগে ন্যগ্রোধ, অশ্বত্থ ও কিংশুক প্রভৃতি বৃক্ষ সকল অনবরত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

তখন ভীমসেন ক্রমে সূতপুত্রগণের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেন। তাহারা কুপিত সিংহসদৃশ বৃকোদরকে গন্ধর্ব্ব জ্ঞান করিয়া বিষাদসাগরে নিমগ্ন ও প্রাণভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত গন্ধর্ব্ব ক্রোধভরে পাদপ উদ্যত করত আগমন করিতেছেন; অতএব যাহার নিমিত্ত আমাদিগের এই ভয় উপস্থিত হইয়াছে, সেই সৈরিন্ধ্রীরে শীঘ্র পরিত্যাগ কর। এই বলিয়া তাহারা দ্রৌপদীরে পরিত্যাগপূর্ব্বক নগরাভিমুখে ধাবমান হইল। তখন পবনতনয় ভীমসেন সূতপুত্রদিগকে ধাবমান দেখিয়া ক্রোধভরে বৃক্ষ প্রহার করত দেবরাজ যেমন অসুরগণকে নিপাত করেন; তদ্রূপ সেই এক শতপঞ্চ জন উপকীচককে সংহার করিলেন।

পরে ভীমসেন বাষ্পাকুললোচনা দীনা দ্রৌপদীরে বন্ধনমুক্ত করিয়া অশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! যাহারা নিরপরাধে তোমারে ক্লেশ প্রদান করিবে, আমি অবশ্যই এই রূপে তাহাদিগকে সংহার করিব। এক্ষণে তোমার আর কোন শঙ্কা নাই; তুমি পরম সুখে নগরাভিমুখে গমন কর; আমি অন্য পথ অবলম্বনপূর্ব্বক বিরাটরাজের মহানসে প্রবেশ করিব।

হে মহারাজ! এই রূপে এক শত ও পঞ্চ কীচক বিনষ্ট হইয়া ছিন্ন পাদপের ন্যায় ধরাশয্যায় গমন করিয়া রহিল। এক শত পঞ্চ জন উপকীচক ও সেনাপতি কীচক এই ষড়ধিক এক শত মহাবির ভীমসেনের হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তত্রত্য সমুদায় নর ও নারীগণ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়া রহিল; কাহারও আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যে সকল লোকে সূতপুত্রগণকে নিহত হইতে দর্শন করিয়াছিল, তাহারা মৎস্যরাজের সন্নিধানে গমন করিয়া কহিল, মহারাজ! গন্ধর্ব্বগণ মহা-

বল পরাক্রান্ত সূতপুত্রদিগকে সংহার করিয়াছে। যেমন প্রকাণ্ড পর্ব্বতশিখর বজ্রপাতে বিদীর্ণ ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে; তদ্রূপ সূতগণও ধরাশয্যায় শয়ান রহিয়াছে। সৈরিন্ধ্রী বন্ধনমুক্ত হইয়া পুনরায় মহারাজের গৃহে আগমন করিতেছে। হে মহারাজ! সৈরিন্ধ্রী যেরূপ রূপবতী, গন্ধর্ব্বগণ যেরূপ পরাক্রান্ত এবং কামিনীগণ পুরুষের যেরূপ অভিলষণীয়, তাহাতে বোধ হয়, এবার আপনার সমুদায় নগর সংশয়াপন্ন হইবে। অতএব যাহাতে বিরাট নগরের উচ্ছেদ না হয়, তাদৃশ নীতি বিধান করুন।

মৎস্যরাজ তাহাদিগের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, তোমরা সত্বরে সূতগণের চরম ক্রিয়া সমাধান কর; একমাত্র সুসমিদ্ধ হুতাশনে সমুদায় কীচকগণকে সরত্ন ও সচন্দন করিয়া দাহ করিবে। তৎপরে সাতিশয় সন্ত্রস্ত চিত্তে সুদেষ্ণারে কহিলেন, প্রিয়ে! সৈরিন্ধ্রী আগমন করিবামাত্র তুমি আমার নিদেশক্রমে তাহারে কহিবে, হে বরবর্ণিনি! তোমার কল্যাণ হউক, তুমি যথা ইচ্ছা প্রস্থান কর। রাজা গন্ধর্ব্বগণের কার্য্যে অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন; এমন কি, গন্ধর্ব্বগণ তোমারে রক্ষা করেন বলিয়া তিনি স্বয়ং তোমারে এই কথা বলিতে সমর্থ হইলেন না। স্ত্রীলোকে তোমার সহিত কথোপকথন করিলে গন্ধর্ব্বগণের মনে কোন সংশয় হইবে না, এই জন্য আমি তোমারে কহিতেছি।

এ দিকে দ্রৌপদী ভীমসেনের প্রতাপে সূতপুত্রগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া গাত্র ও বসন প্রক্ষালনপূর্ব্বক শার্দ্দূলবিত্রাসিত হরিণীর ন্যায় নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পুরুষগণ তাঁহারে নয়নগোচর করিবামাত্র গন্ধর্ব্বগণের ভয়ে চতুর্দ্দিগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ বা নেত্রদ্বয় নিমিলীত করিয়া রহিল। দ্রৌপদী ক্রমে ক্রমে মহানসের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভীমসেন মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন অবলোকন করিয়া তাঁহার বিস্ময়োৎপাদন করত ধীরে ধীরে সঙ্কেত বাক্যে কহিলেন, যিনি আমারে বিপদে রক্ষা করিয়াছেন, সেই গন্ধর্ব্বকে নমস্কার করি। ভীমও সঙ্কেতক্রমে উত্তর করিলেন, গন্ধর্ব্বগণ যাঁহার বশীভূত হইয়া পূর্ব্বাবধি এস্থানে অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে তাঁহারা তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋণমুক্ত হইলেন।

তৎপরে দ্রৌপদী শয়নাগারের নিকট দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বিরাটরাজের কন্যাগণ মহাবাহু ধনঞ্জয়ের নিকটে নৃত্য শিক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা নিরপরাধিনী সৈরিন্ধ্রীরে আগমন করিতে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে তথা হইতে নির্গত হইয়া হৃষ্ট চিত্তে কহিলেন, সৈরিন্ধ্রি! তুমি সৌভাগ্যক্রমে সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইয়া পুনরায় আগমন করিয়াছ; এবং যাহারা তোমারে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল, তাহারাও নিহত হইয়াছে।

অর্জ্জুন কহিলেন, সৈরিন্ধ্রি! তুমি কিরূপে বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়াছ; এবং কি প্রকারে সেই পাপাত্মাগণ বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত বাসনা হইতেছে।

দ্রৌপদী কহিলেন, কল্যাণি বৃহন্নলে! তুমি অন্তঃপুরে কন্যাগণের সহিত পরম সুখে বাস করিতেছ, বাস কর; সৈরিন্ধ্রীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তোমার কি লাভ হইবে? সৈরিন্ধ্রী যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহা ত তোমার সহ্য করিতে হইতেছে না; এই নিমিত্তই আমারে নিতান্ত কাতরা দেখিয়াও সহাস্য বদনে জিজ্ঞাসা করিতেছ।

অর্জ্জুন কহিলেন, সৈরিন্ধ্রি! বৃহন্নলা তোমার দুঃখে যৎপরোনাস্তি দুঃখ ভোগ করিতেছে; তুমি তাহারে তির্য্যগ্যোনি

পশু পক্ষী বিবেচনা করিও না। যাহারা সতত একত্র বাস করে, তাহাদের অন্যতম দুঃখিত হইলে সকলেই সেই দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে; অতএব তুমি দুঃখিত হইলে আমাদের কাহার অন্তঃকরণে দুঃখের উদয় না হয়? কেহ কদাপি কাহারও হৃদ্গত ভাব বুঝিতে পারে না; এই নিমিত্তই তুমি আমার মনের ভাব অনুভব করিতে অসমর্থ হইতেছ।

দ্রৌপদী অর্জ্জুনের সহিত এই রূপ কথোপকথন করিয়া কন্যাগণ সমভিব্যাহারে রাজগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক সুদেষ্ণার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। রাজপত্নী তাঁহারে দেখিবামাত্র বিরাটের আদেশক্রমে কহিলেন, সৈরিন্ধ্রি! এক্ষণে তোমার যথা ইচ্ছা হয় গমন কর। রাজা গন্ধর্ব্বগণের কার্য্যে অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন। তুমি অসামান্য রূপবতী যুবতী; পুরুষগণের অন্তঃকরণও নিতান্ত চঞ্চল; এবং গন্ধর্ব্বগণও অতি কোপনস্বভাব; অতএব আর তোমার এস্থানে অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে।

দ্রৌপদী কহিলেন, দেবি! মহারাজ আর ত্রয়োদশ দিবসমাত্র আমারে ক্ষমা করুন; গন্ধর্ব্বগণ ইতিমধ্যেই কৃতকার্য্য হইবেন, সন্দেহ নাই। তৎপরে তাঁহারা আমারে এস্থল হইতে লইয়া যাইবেন; তাহা হইলে মহারাজ বিরাট ও আপনি সবান্ধবে শ্রেয়োলাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

কীচকবধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

গোহরণ পর্ব্বাধ্যায়।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই রূপে কীচক ও উপকীচকগণ বিনষ্ট হইলে সমুদায় লোক অত্যাহিত শঙ্কায় শঙ্কিত ও যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইল। কি বিরাটনগরে কি জনপদের অভ্যন্তরে সর্ব্বত্রই এই কথার আন্দোলন হইতে লাগিল যে, প্রবল পরাক্রান্ত কীচক শৌর্য্যপ্রভাবে বিরাটরাজের নিতান্ত প্রিয়তম সৈন্যাধ্যক্ষ ও অরাতিগণের কৃতান্তস্বরূপ হইয়াছিল, এক্ষণে দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে গন্ধর্ব্বগণের দারাভিমর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের হস্তে বিধ্বস্ত হইল।

ইতিপূর্ব্বে রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের অনুসন্ধানার্থ দেশে দেশে চর প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা নানা গ্রাম, নগর ও রাষ্ট্রে পাণ্ডুতনয়গণকে অন্বেষণ করিয়া এই সময়েই হস্তিনা নগরে দুর্য্যোধনসমীপে সমুপস্থিত হইল। দেখিল মহারাজ দুর্য্যোধন, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, মহাত্মা ভীষ্ম, ও মহারথ ত্রিগর্ত্তগণ ভ্রাতৃ সমুদায়ে পরিবৃত হইয়া সভামধ্যে সমাসীন আছেন। তখন তাহারা কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, মহারাজ! আমরা অপ্রতিহত যত্ন সহকারে সেই নানাবিধ লতাগুল্ম পাদপসমাবৃত বিবিধ মৃগসংকীর্ণ দুরবগাহ অরণ্যানী, গিরিশিখর, দুর্গ, পাণ্ডবগণাধিষ্ঠিত মহারণ্য এবং অন্যান্য জনপদ, জনাকীর্ণ দেশ, অরাতিগণের রাজধানী সমুদায় তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু দৃঢ়বিক্রম পাণ্ডবগণ যে কোন্ পথে কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন, তাহার কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলাম না। একদা পাণ্ডবদিগের সারথিগণকে শূন্য রথ লইয়া দ্বারাবতী নগরীতে গমন করিতে দেখিয়া তাহাদিগের অনুগামিনী হইলাম। কিন্তু তথায় কি পাঞ্চালী, কি পাণ্ডবগণ কাহারও অনুসন্ধান পাইলাম না। তাঁহারা যে কোথায় গমন করিয়াছেন, কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, কোন্ কর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না। বোধ হয়, তাঁহারা বিনষ্ট হইয়াছেন; অতএব

আপনিই অদ্যাবধি আমাদিগের শাসন করুন। আপনার মঙ্গল হউক। অথবা অনুমতি করুন, পুনরায় পাণ্ডবগণের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই।

মহারাজ! আর একটি প্রিয় সংবাদ প্রদান করি, শ্রবণ করুন। যে মহাবীর ত্রিগর্ত্তগণকে ভূয়োভূয় পরাভূত ও নিহত করিয়াছিল, সেই বিরাটসারথি কীচক ও তাহার ভ্রাতৃবর্গ রজনীযোগে অপরিদৃশ্যমান গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া নিপতিত রহিয়াছে। এক্ষণে এই প্রিয় সংবাদ, শত্রুগণের পরাভব ও আমাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যজাত পর্য্যালোচনা করিয়া অনন্তর কর্ত্তব্য কার্য্যে অভিনিবেশ করুন।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন দূতগণের বাক্য শ্রবণানন্তর বহুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিলেন। পরিশেষে সভাসদ্গণকে কহিতে লাগিলেন, কার্য্যের গতি কি দুর্জ্ঞেয়, কিছুই বোধগম্য হয় না; অতএব পাণ্ডবগণ কোন্ স্থানে প্রস্থান করিয়াছে, সকলে অনুধাবন করিয়া দেখ। এই তাহাদের অজ্ঞাত বাসের বৎসর; এই বৎসরের অধিকাংশই অতিক্রান্ত হইয়াছে, অল্প কালমাত্র অবশিষ্ট আছে। সত্যব্রত পাণ্ডবগণ এই অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিলেই প্রতিজ্ঞাভার হইতে বিমুক্ত হইয়া প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় আশিবিষের ন্যায় রোষাবেশে কৌরবগণের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব সত্বরে এমন কোন অপ্রতিহত প্রতিবিধানের চেষ্টা কর, যাহাতে সেই কালজ্ঞ পাণ্ডবগণ পুনরায় দীনবেশে অরণ্যানী প্রবেশ করে এবং আমার রাজ্যও চির কালের নিমিত্ত নির্দ্বন্দ্ব, অনাকুল ও নিঃসপত্ন হয়।

তখন কর্ণ কহিলেন, মহারাজ! আর কতকগুলি ধূর্ত্ত প্রিয়কারী কর্ম্মকুশল বিনীত লোক ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সুসমৃদ্ধ জনপদ গোষ্ঠী এবং সিদ্ধগণসেবিত জনসংকীর্ণ প্রত্যেক তীর্থ ও প্রত্যেক আকরে পাণ্ডবগণকে অন্বেষণ করুক আর যে সকল ব্যক্তি পাণ্ডবগণকে বিশেষরূপে অবগত আছে, তাহারাও সুসংস্কৃত বেশে নদী, কুঞ্জ, তীর্থ, গ্রাম, নগর, রমণীয় আশ্রম ও পর্ব্বতাদিতে ছদ্মচারী পাণ্ডবগণের অনুসন্ধান করুক।

অনন্তর পাপানুরক্ত দুরাত্মা দুঃশাসন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহারাজ! যে সমুদায় চরগণ আমাদিগের বিশ্বাসভাজন, তাহারা স্ব স্ব প্রাপ্য পুরস্কার গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় পাণ্ডবগণকে অন্বেষণ করিতে প্রস্থান করুক আর মহামতি কর্ণ যাহা কহিলেন, উহা আমাদেরও অভিপ্রেত; অন্যান্য চরগণও তদনুসারে তত্তৎ প্রদেশে গমন করিয়া তাহাদিগের বাস ও কর্ম্ম প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হউক। হয়, তাহারা অত্যন্ত গুপ্তভাবে গতি, বাস ও অবস্থান করিতেছে; না হয়, সমুদ্রপারে গমন করিয়াছে; অথবা মহারণ্যে হিংস্র জন্তুগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে কিম্বা অন্য কোন দুরবস্থায় পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। অতএব হে মহারাজ! আপনি অনাকুলিত চিত্তে উৎসাহ সহকারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করুন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর যথার্থদর্শী দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, পাণ্ডবগণ অসাধারণ শৌর্য্যশালী, কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান্, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ; অতএব তাদৃশ মহাত্মাগণ কদাপি বিনাশ বা পরাভব প্রাপ্ত হইবেন না। তাঁহাদিগের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নীতিতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্বে সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন; ভীমাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় পিতার ন্যায় তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন

করিয়া থাকেন ; অতএব ন্যায়পরায়ণ যুধিষ্ঠির অবশ্যই তাদৃশ বশম্বদ ভ্রাতৃগণের হিতানুষ্ঠান করিবেন। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হন নাই, তাঁহারা কেবল সযত্ন হইয়া সমুচিত সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব তাঁহাদিগের প্রতিজ্ঞাত সময় পরিপূর্ণ না হইতেই যাহা আপনাদের কর্ত্তব্য থাকে, তাহা সম্পাদন করুন ; পাণ্ডবগণ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাহা রীতিমত অনুসন্ধান করা আবশ্যক। তাঁহারা সকলেই ধীর, শৌর্য্যশালী, দুর্জ্জেয়, দুর্দ্ধর্ষ ও তপস্বী ; বিশেষত তেজোরাশি, অজাতশত্রু, অতি বিশুদ্ধাত্মা, গুণবান্ ও সত্যপরায়ণ ; অতএব তাঁহাদিগকে অন্বেষণ করা সামান্য লোকের কর্ম্ম নহে। যে সকল ব্রাহ্মণ, চর ও সিদ্ধ ব্যক্তি পাণ্ডবগণকে সবিশেষ অবগত আছেন, তাঁহারাই পুনরায় তাঁহাদিগকে অন্বেষণ করিতে গমন করুন।

অষ্টবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! আচার্য্য দ্রোণ মৌনাবলম্বন করিলে দেশকালকুশল কুরুকুলতিলক পাণ্ডুনন্দন ভীষ্ম তাঁহার বাক্যের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া সাধুসম্মত ও ধর্ম্মার্থসঙ্গত কথা কহিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, সত্যব্রতপরায়ণ ও বৃদ্ধমতানুযায়ী। সেই ক্ষাত্রধর্ম্মনিরত মহাবলপরাক্রান্ত সময়াভিজ্ঞ বীর পুরুষেরা কৃষ্ণের অনুগত হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা কদাচ অবসন্ন হইবেন না। ঐ মহাত্মারা সতত সৎপথে বিচরণ করিতেছেন এবং ধর্ম্ম ও স্বীর্য্যপ্রভাবে সতত পরিরক্ষিত হইতেছেন ; অতএব বোধ হয়, কেহই তাঁহাদিগের অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না। এক্ষণে আমি তাঁহাদিগের বিষয়ে তোমাদিগকে কিছু উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।

নীতিজ্ঞের নীতিজাল নিতান্ত দুরবগাহ, তথাচ আমরা পাণ্ডবগণের অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া যে কথার উল্লেখ করিতেছি, তাহা যুক্তিসঙ্গত ; ঈর্ষামূলক নহে। যাহাতে যুধিষ্ঠিরের অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা মাদৃশ লোকের কর্ত্তব্য নহে ; কিন্তু সত্যশীল ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি সভামধ্যে ন্যায়ানুগত যথার্থ উপদেশই প্রদান করিবে ; এই নিমিত্তই আমি সদুপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছি।

অন্যান্য ব্যক্তি পাণ্ডবগণের নিবাস নিরূপণবিষয়ে যাহা কহিতেছেন, আমি তাহা স্বীকার করি না। আমার মত এই যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির যে পুর বা জনপদে এই ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত করিতেছেন, তথাকার ভূপতিগণ অন্যায়াচরণে পরাঙ্মুখ হইবেন এবং জনগণ বদান্য, দান্ত, হৃষ্ট, পুষ্ট, প্রিয়বাদী ও লজ্জাশীল হইবে। তথায় অসূয়া, ঈর্ষা, অভিমান ও মাৎসর্য্যের অধিকার থাকিবে না ; অনবরত বেদধ্বনি শ্রুত, পূর্ণাহুতি প্রদত্ত, বহুদক্ষিণ যাগ যজ্ঞ সমুদায় সম্পাদিত হইবে ; পর্জ্জন্য প্রচুর পরিমাণে বারি বর্ষণ করিবেন ; পৃথিবী শস্যসম্পন্ন ও আতঙ্কশূন্য হইবেন ; ধান্য বহু পরিমাণে জন্মিবে ; ফল সমুদয় রসাল ও ধান্য সকল সুগন্ধ হইবে ; সকলে সতত সদালাপ করিবে ; সমীরণ সুখস্পর্শ হইবে ; কোন বস্তুই অপ্রতিকূলদর্শন হইবে না ; ভয়ের লেশ মাত্রও থাকিবে না ; তথায় বহুসংখ্যক হৃষ্ট পুষ্ট ধেনু ইতস্তত সঞ্চরণ করিবে ; দধি দুগ্ধ ও ঘৃত প্রভৃতি গব্য এবং সমুদায় পানীয় ও ভোজনীয় দ্রব্যজাত সাতিশয় সুরস ও হিতজনক হইবে ; রস, স্পর্শ, গন্ধ ও শব্দ সকল মনোহর হইবে ; সমুদায় দৃশ্য পদার্থই লোকের নেত্রপথ চরিতার্থ করিবে ; দ্বিজাতিগণ স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন এবং সকল লোকই সতত সন্তুষ্ট থাকিবে ; দেব-

পূজা, অতিথিসৎকার, অর্থদান ও যাগ যজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠানে সবিশেষ আদর প্রদর্শন করিবে; মহোৎসাহসম্পন্ন ও স্বধর্ম্মপরায়ণ হইবে; অশুভ বিষয়ে বিদ্বেষ ও শুভ বিষয়ে আস্থা প্রদর্শন করিবে; কদাচ মিথ্যা বাক্য ব্যবহার করিবে না এবং সতত সৎপথেই ধাবমান হইবে।

হে কুরুরাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সত্য, ধৃতি, দান, শান্তি, ক্ষমা, কীর্ত্তি, লজ্জা, শ্রী, তেজ, অনৃশংসতা ও সরলতা প্রভৃতি সদ্গুণের একমাত্র আধার; সামান্য লোকের কথা দূরে থাকুক, দ্বিজাতিগণও তাঁহাকে সম্যক্ অবগত হইতে সমর্থ নহেন। হে রাজন্! আমি মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের প্রচ্ছন্ন বাস নিরূপণ বিষয়ে এইমাত্র উপদেশ প্রদান করিতে পারি। যদি আমার বাক্যে আস্থা হয়, তবে এই সমুদায় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা শ্রেয়স্কর বিবেচনা হয়, তদনুলম্বনে যত্নবান্ হও।

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কৃপাচার্য্য কহিলেন, মহারাজ! ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের বিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তৎসমুদায়ই যুক্তিযুক্ত ও ধর্ম্মার্থসঙ্গত। আমিও ভীষ্মের অনুরূপ বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

হে মহারাজ! কার্য্যকুশল গূঢ় চর দ্বারা পাণ্ডবগণের গতি বিধি এবং বাসস্থান নিরূপণ ও আপনার হিতকর নীতি বিধান করুন। কারণ যিনি জীবিত থাকিতে বাসনা করেন, সর্ব্বাস্ত্রকুশল পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, অতি সামান্য শত্রুকেও উপেক্ষা করা তাঁহার উচিত নহে। এক্ষণে মহাত্মা পাণ্ডবেরা প্রচ্ছন্ন বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ হইলেই তাঁহাদিগের অভ্যুদয় হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব আপনি স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রের বল সম্যক্ রূপে বিবেচনা করুন। মহাবল পরাক্রান্ত অমিততেজা পাণ্ডবেরা প্রতিজ্ঞাসাগর উত্তীর্ণ হইবামাত্র মহীয়সী উৎসাহশীলতা-সম্পন্ন হইয়া উঠিবেন; অতএব আপনি পূর্ব্বেই কোষশুদ্ধি, বলশুদ্ধি ও নীতি বিধান করুন। তাঁহাদিগের তাদৃশ অভ্যুদয় দৃষ্ট হয়, সন্ধি করা যাইবে। হে রাজন্! কোন্ সময়ে কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য তাহা আমি চিন্তা করিতেছি; আপনি আপনার বল, স্বপক্ষীয় মিত্র ও সৈন্য সামন্তগণের সামর্থ্য বিবেচনা করুন। আপনার নানাবিধ সৈন্য আছে; তন্মধ্যে কে আপনার অনুরক্ত কেই বা অননুরক্ত তাহা বিশেষ পরিজ্ঞাত হউন।

সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ও বলি কর্ম্ম প্রভৃতি উপায় দ্বারা বলবান শত্রুকে এবং বলপূর্ব্বক দুর্ব্বল শত্রুকে বশীভূত করুন। সান্ত্ববাদ দ্বারা মিত্রমণ্ডলী ও মিষ্ট বাক্য দ্বারা সৈন্যগণকে পরিতুষ্ট করুন, তাহা হইলে আপনার কোষশুদ্ধি ও বলবৃদ্ধি হইবে; আপনি অনায়াসে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন এবং পাণ্ডবেরাই হউক অথবা অন্য কেহই হউক, বলবানই হউক বা দুর্ব্বলই হউক, শত্রু সমুপস্থিত হইলেই তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইবেন। হে মহারাজ! যথাযোগ্য সময়ে স্বীয় ধর্ম্মানুসারে ব্যবসায় বিনিশ্চয় করিয়া এই রূপে কার্য্য সমাধান করিলে আপনি অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে মহাবল পরাক্রান্ত দুরাত্মা কীচক মৎস্য ও শাল্বেয়কগণ সমভিব্যাহারে বলপূর্ব্বক বারংবার ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মারে সবান্ধবে পরাজয় করিলেন। এক্ষণে তিনি উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া কর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ব্যগ্রতা সহকারে দুর্য্যোধনকে কহিতে

লাগিলেন, হে রাজন্! বিরাটরাজ বলবান্ কীচকের সাহায্যে ভূয়োভূয় আমার রাজ্য পরাজয় করিয়াছিল ; এক্ষণে সেই ক্রূরাত্মা কীচক গন্ধর্ব্বগণের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, বিরাটরাজও তাহার মৃত্যুতে হতদর্প, নিরাশ্রয় ও নিরুৎসাহ হইয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই; অতএব যদ্যপি আপনার, মহাত্মা কর্ণের ও সমস্ত কৌরবগণের অভিরুচি হয়, তাহা হইলে মৎস্য[illegible] গমন করাই কর্ত্তব্য।

আমরা কৌরব ও ত্রিগর্ত্তগণ সমভিব্যাহারে সুসমৃদ্ধ বিরাটরাজ্যে গমন ও বিরাট নগর নিপীড়নপূর্ব্বক বহুসংখ্যক সৈন্য ক্ষয় করিয়া বিভাগক্রমে বিবিধ রত্ন, ধন, গ্রাম, রাজ্য ও গো সমূহ হরণ করিয়া ন্যায়ানুসারে বিরাটরাজকে বশীভূত করিব; তাহা হইলে আপনারও বলবৃদ্ধি হইবে, সন্দেহ নাই।

কর্ণ সুশর্ম্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ! সুশর্ম্মা আমাদিগের সময়োচিত হিত বাক্যই কহিয়াছেন ; অতএব বিভাগক্রমে সৈন্য লইয়া অবিলম্বে প্রস্থান করা কর্ত্তব্য। আপনি, প্রাজ্ঞতম পিতামহ ; দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্য আপনারা যে প্রকার মন্ত্রণা প্রদান করিবেন, তদনুসারেই যাত্রা করা যাইবে। হে মহারাজ! সত্বরে বিরাটরাজ্য আক্রমণ করিতে গমন করা কর্ত্তব্য। অর্থহীন, বলহীন, পৌরুষবিহীন পাণ্ডবগণের অনুসন্ধানে প্রয়োজন কি? তাহারা চির কালের মত পলায়িত বা কালকবলে কবলিত হইয়াছে; অতএব নিরুদ্বেগ চিত্তে বিরাট নগরে গমনপূর্ব্বক গো সমুদায় ও বিবিধ বসুজাত গ্রহণ করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

তখন রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্যে অভিনন্দনপূর্ব্বক নিয়ত আজ্ঞাবহ স্বীয় অনুজ দুঃশাসনকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা বৃদ্ধগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া শীঘ্র বাহিনী যোজনা কর। মহাত্মা সুশর্ম্মা স্ব বল বাহন সমভিব্যাহারে অগ্রেই বিরাট রাজ্যে গমনপূর্ব্বক গোপগণকে দূরীকৃত করিয়া বিপুল ধনজাত ও গো সমূহ হস্তগত করুন। পর দিবসে আমরা সমস্ত বরূথিনী দ্বিধা বিভক্ত করিয়া গমন করিব।

অনন্তর সুশর্ম্মা বদ্ধপরিকর হইয়া মহতী সেনা সমভিব্যাহারে গোধন অপহরণ ও বৈর নির্যাতন মানসে কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমীতে অগ্নিকোণাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কৌরবগণও পর দিনে অষ্টম্যন্তে বিরাট রাজ্যে গমনপূর্ব্বক গো সমূহ আক্রমণ করিলেন।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশে মৎস্যদেশে বাস ও মৎস্যরাজ বিরাটের কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া নিয়মিত কাল অতিবাহিত করিলেন। দুরাত্মা কীচক নিহত হইলে তাঁহারাই বিরাটরাজের এক সহায় হইয়াছিলেন।

এ দিকে ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মা বলপূর্ব্বক বিরাটরাজের বহুতর গোধন অপহরণ করিলেন। তখন গোপ সত্বরে রথারোহণপূর্ব্বক মহাবেগে পুর প্রবেশ করিল এবং কুণ্ডলাঙ্গদধারী মহাবল পরাক্রান্ত বহুতর যোধ, মন্ত্রী ও পাণ্ডবগণে পরিবৃত মহারাজ বিরাটকে সভামধ্যে আসীন দেখিয়া সত্বরে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহার সন্নিধানে উপনীত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! ত্রিগর্ত্তেরা আমাদিগকে সবান্ধবে সমরে পরাজয় করিয়া আপনার সহস্র সহস্র গোধন অপহরণ করিয়াছে। এক্ষণে ইহার যথাবিধি প্রতিবিধান করিয়া আপনার গোধন রক্ষা করুন।

বিরাটরাজ গোপের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র, রথমাতঙ্গসঙ্কুল অশ্বপদাতিগণ

সমাকীর্ণ ধ্বজপটসুশোভিত স্বীয় সেনাদিগকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। তখন সমুদায় রাজা ও রাজকুমারগণ বিরাটের আজ্ঞা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া বীরপ্রিয় বিচিত্র কবচ ধারণ করিতে লাগিলেন। বিরাটের প্রিয় ভ্রাতা শতানীক হীরকখণ্ডমণ্ডিত কাঞ্চনময় ও তৎকনিষ্ঠ মদিরাক্ষ কল্যাণকর লৌহময় অক্ষয় কবচ ধারণ করিলেন। পরে বিরাটরাজ স্বয়ং শত সূর্য্যসম আবর্ত্তশতসম্পন্ন নেত্রোপমিত ছিদ্রশতসংযুক্ত নিতান্ত দুর্ভেদ্য বর্ম্মে বিভূষিত হইলেন। রাজা সূর্য্যদত্ত সূর্য্যসঙ্কাশ নীলোৎপলালঙ্কৃত কবচ ধারণ করিলেন। তৎপরে বিরাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাবীর শঙ্খ রজতময় আরসগর্ভ শতাক্ষিসংযুক্ত শ্বেতবর্ণ বর্ম্ম পরিগ্রহ করিলেন এবং নানা প্রহরণধারী দেবরূপ মহারথ সকল সংগ্রামার্থ বিবিধ বর্ম্ম ধারণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর উপকরণসম্পন্ন শুভ্রবর্ণ রথে সুবর্ণময় বর্ম্মসংযুক্ত অশ্বগণ যোজিত হইল। মহানুভব মৎস্যরাজ সূর্য্যচন্দ্রসদৃশ হিরণ্ময় দিব্য রথে ধ্বজ উচ্ছ্রিত করিয়া দিলেন। পরে অন্যান্য মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় সকল স্ব স্ব রথে নানাপ্রকার ধ্বজ যোজনা করিতে লাগিলেন। তখন মৎস্যরাজ স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শতানীককে কহিলেন, ভ্রাতঃ! বোধ হইতেছে, মহাবীর কঙ্ক, বল্লব, গোপাল ও দামগ্রন্থি ইহাঁরাও যুদ্ধ করিবেন, অতএব তুমি ইহাঁদিগকেও ধ্বজপতাকাসম্পন্ন রথ ও বিবিধ আয়ুধ প্রদান কর। ইহাঁরা মৃদু সুদৃঢ় বিচিত্র বর্ম্ম ধারণ করুন।

শতানীক রাজার এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সত্বরে পাণ্ডবগণকে রথ দানের আদেশ করিলেন। রাজভক্তিসম্পন্ন সারথি সকল তৎক্ষণাৎ যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবের নিমিত্ত রথ প্রস্তুত করিল। তখন সেই প্রচ্ছন্নরূপী অরাতিনিপাতন যুদ্ধবিশারদ মহারথচতুষ্টয় বিরাটনির্দ্দিষ্ট বিচিত্র কবচ ধারণ করিয়া সুবর্ণমণ্ডিত বিচিত্র রথে আরোহণপূর্ব্বক সত্বরে রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া হৃষ্টচিত্তে মৎস্যরাজের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত ষষ্টিবর্ষবয়স্ক যোধগণাধিষ্ঠিত মদস্রাবী মত্ত মাতঙ্গ সকল জঙ্গম পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। যুদ্ধবিশারদ উৎসাহশীল প্রধান প্রধান মৎস্যগণ বিরাটরাজের অনুগমন করিবার নিমিত্তে অষ্ট সহস্র রথ, সহস্র হস্তী ও ষষ্টি সহস্র অশ্ব লইয়া নির্গত হইলেন। তখন সেই হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল যোদ্ধৃবর্গপরিবৃত গোস্থানগমনসমুদ্যত বিরাটসেনা সমুদায় অলৌকিক শোভা ধারণ করিল।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত মৎস্যগণ মহতী সেনা সমভিব্যাহারে অপরাহ্ণ কালে নগর হইতে নির্গত হইয়া গোধনাপহারী ত্রিগর্ত্তদিগকে আক্রমণ করিলেন। রণদুর্ম্মদ ত্রিগর্ত্ত ও মৎস্যগণ গোগ্রহণাভিলাষে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পরস্পর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষীয় যুদ্ধকুশল প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষেরা গজারোহণপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তাহাদিগের সেই ঘোরতর সংগ্রাম সন্দর্শন করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। রণনিহত জন সমূহ দ্বারা যমপুর পরিপূর্ণ হইল।

ক্রমে ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলে উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা অধিকতর বল বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিল। ফলত তৎকালে সেই যুদ্ধ দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায় অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। সেনাগণের পাদবিক্ষুণ্ণ মহীতল হইতে ধূলিরাশি সমুত্থিত

হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় করিল। পক্ষিগণ ধূলিপটলসংবৃত ও বিলুপ্তদৃষ্টি হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। সুদূরপ্রস্থিত শরজালে সূর্য্যমণ্ডল তিরোহিত হইয়া গেল; তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন অন্তরীক্ষ খদ্যোতমালায় বিভূষিত হইয়াছে। সব্য দক্ষিণপ্রধাবিত বলবান্ ধানুষ্কগণের শরাসন সকল পরস্পর সংঘট্টিত হইতে লাগিল। রথী রথীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত, পদাতি পদাতির সহিত, ও গজারূঢ় গজারূঢ়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষেরা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া অসি, পট্টিশ, প্রাস, শক্তি ও তোমর প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র প্রহার করত শত শত লোক নিহত করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষই তুল্যবল, কেহ কাহারে পরাঙ্মুখ করিতে সমর্থ হইল না। আহত সৈন্যগণের ওষ্ঠ, নাসিকা ও কেশবিহীন মস্তক সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ধরাতলে নিপতিত ও ধূলিধূষরিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের শালস্কন্ধসন্নিভ শরীর সমুদায় নিশিত ইষু প্রহারে খণ্ড খণ্ড হইয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইল। মহাকায় ক্ষত্রিয়গণের চন্দনচর্চ্চিত বিশাল বাহু ও কুণ্ডল বিভূষিত মস্তক দ্বারা রণক্ষেত্রের অনির্ব্বচনীয় শোভা হইতে লাগিল। নিহত প্রাণিগণের শোণিতপ্রবাহে ভূমণ্ডলস্থ ধূলিরাশি কর্দ্দম ভাব প্রাপ্তহইল।

এই রূপে ক্রমে ক্রমে সমরসাগর উদ্বেল হইয়া উঠিলে অনেকেই মূর্চ্ছাপন্ন হইতে লাগিল। গৃধ্র প্রভৃতি রুধিরমাংসলোলুপ পক্ষিগণ বীরগণের শরে উদ্বেজিত হইয়াও তথায় উপবেশন করিতে লাগিল। পরস্পর নিহন্তা রণদুর্ম্মদ বীর পুরুষদিগের সমরপ্রভাবে অন্তরীক্ষগামী প্রাণিগণেরও দৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়া গেল।

অনন্তর মহারথ শতানীক এক শত ও মহাবল পরাক্রান্ত বিশালাক্ষ চতুঃশত শত্রু সৈন্য সংহার করত বিপক্ষপক্ষীয় রথব্রজ লক্ষ্য করিয়া মহতী ত্রিগর্ত্তসেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং বাহুবলে তাহাদিগের কেশাকর্ষণ ও রথাক্রমণপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বিরাটরাজ, সূর্য্যদত্তকে অগ্রে ও মদিরাক্ষকে পশ্চাতে লইয়া বিপক্ষ পক্ষীয় পঞ্চ শত রথী, পঞ্চ মহারথ ও অষ্ট শত অশ্ব নিহত করিয়া রণক্ষেত্রে ইতস্ততঃ বিচরণ করত সুবর্ণরথারূঢ় সুশর্ম্মারে আক্রমণ করিলেন। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরযুগল পরস্পর স্পর্দ্ধা করত গোষ্ঠস্থিত বৃষভদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

তদনন্তর রণবিশারদ ত্রিগর্ত্তরাজ মৎস্যরাজকে আক্রমণ করিয়া দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন জলদ কালে ঘনঘটা গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক অনবরত বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহারা রোষপরবশ হইয়া পরস্পর তর্জ্জন গর্জ্জন করত অবিরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয়েই কৃতাস্ত্র ও লঘুহস্ত; তাঁহারা সুতীক্ষ্ণ বাণ, অসি, শক্তি ও গদা প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ বিষয়ে স্ব স্ব নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বিরাটরাজ, সুশর্ম্মারে দশ বাণে ও তাঁহার অশ্বচতুষ্টয় পঞ্চ পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন। সর্ব্বাস্ত্রকুশল রণবিশারদ সুশর্ম্মাও বিরাটপতির প্রতি নিশিত পঞ্চ শত শর নিক্ষেপ করিলেন। সৈন্যপদোদ্ধূত ধূলিপটলে চতুর্দ্দিক সমাবৃত হইলে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ কে কোথায় রহিল, পরস্পর তাহার কিছুই জানিতে পারিল না।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন মহারাজ! এই রূপে ভূলোক ধূলিজাল ও গাঢ়তিমির দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইলে সৈন্যগণ মুহূর্ত্তকাল নি-

শেষ্ট হইয়া রহিল। ক্ষণৈক পরে ভগবান্ কুমুদিনীনায়ক অন্ধকার নিরাকৃত করিয়া নভোমণ্ডলে সমুদিত হইলেন; রজনী নির্ম্মল হইল ও ক্ষত্রিয়গণ আলোকলাভে পুলকিত হইয়া পুনর্ব্বার ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তখন আর কেহ কাহার নয়নগোচর হইল না। ইত্যবসরে ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মা কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত রথারোহণ করিয়া মৎস্যরাজ বিরাটের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গদাগ্রহণপূর্ব্বক ক্রোধভরে রথ সকল চূর্ণ করিতে লাগিলেন। তখন বিরাটসেনা রোষাবিষ্ট হইয়া গদা, খড়্গ, পরশু ও সুতীক্ষ্ণ পাশ হস্তে লইয়া ত্রিগর্ত্তদিগের প্রতি ধাবমান হইল। মহারাজ সুশর্ম্মা স্বীয় বলবীর্য্য প্রভাবে মৎস্যসেনাগণকে মন্থন ও পরাজয় করিয়া মহাবেগে বিরাটের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহার পার্ষ্ণী ও সারথী সংহারপূর্ব্বক তাঁহারে রথচ্যুত ও স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া মহাবেগে নিজ নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মৎস্যসেনাগণ তদ্দর্শনে নিতান্ত ভীত ও ত্রিগর্ত্তদিগের বলবীর্য্যে একান্ত পীড়িত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে কহিলেন বৃকোদর! ঐ দেখ ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মা মৎস্যরাজকে লইয়া প্রস্থান করিতেছেন। তুমি সত্বরে উঁহারে মোচন কর; উনি যেন কদাচ বিপক্ষের বশীভূত না হন। আমরা উঁহার অধিকারে সর্ব্বকামসম্পন্ন হইয়া পরম সুখে বাস করিয়াছি; অতএব এক্ষণে তুমি উঁহার উদ্ধার করিয়া তাহার সমুচিত নিষ্ক্রয় প্রদান কর।

ভীমসেন কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার নিদেশানুসারে বিরাটকে শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ করিব। আমি একাকী স্বীয় বাহুবল প্রভাবে শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করি; আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত একান্তে অবস্থিত হইয়া আমার অদ্ভুত কর্ম্ম সমুদায় প্রত্যক্ষ করুন। আমি এই সম্মুখস্থিত মহাস্কন্ধ পাদপ উৎপাটনপূর্ব্বক ইহা দ্বারা শত্রুগণকে বিদ্রাবিত করিব। ভীমপরাক্রম ভীমসেন এই বলিয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সেই বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

তখন যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে কহিলেন, হে ভীম! তুমি কদাচ এরূপ সাহস প্রকাশ করিও না। বৃক্ষ দ্বারা শত্রুগণকে পরাজয় করিলে সকলেই তোমার ঐ অলৌকিক কার্য্য দর্শনে তোমারে ভীম বলিয়া জ্ঞাত হইবে; অতএব এক্ষণে পাদপোৎপাটনের প্রয়োজন নাই; ধনু, শক্তি, খড়্গ, পরশু প্রভৃতি অন্য কোন মনুষ্যগ্রহণোচিত অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক অলক্ষিত রূপে অরাতিগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। মহাবল নকুল ও সহদেব তোমার চক্ররক্ষক হইবেন। তুমি অনতিবিলম্বে মৎস্যরাজকে মোচন কর।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক বারিধারার ন্যায় অনবরত শরবর্ষণকরত তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া মহাবেগে সুশর্ম্মার অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং বিরাটরাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহারে অভয় প্রদান করিলেন। সুশর্ম্মা কালান্তক যমোপম ভীমসেনকে পশ্চাদ্ভাগে নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্ত্তন ও শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তাহার সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভীমসেন নিমেষ মাত্রে বিরাট সন্নিধানে সহস্র সহস্র রথ, গজ, অশ্ব ও মহাবল পরাক্রান্ত ধনুর্দ্ধরগণকে সংহার করিলেন এবং শত্রুগণের হস্ত হইতে গদা গ্রহণপূর্ব্বক পদাতিগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। সমরবিশারদ সুশর্ম্মা তাদৃশ ঘোর-

তর যুদ্ধ সন্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে করিলেন, এ কে সহসা আমার সৈন্যমধ্যে আগমন করিল, দেখিতেছি আমার সৈন্য প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে! এই রূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক অনবরত সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবেরা ক্রোধভরে ত্রিগর্ত্তদিগের প্রতি ধাবমান হইয়া শরপ্রয়োগ আরম্ভ করিলেন। বিরাটের পুত্রও পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে উদ্যত দেখিয়া উৎসাহ সহকারে ক্রোধভরে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল।

রাজা যুধিষ্ঠির এক সহস্র, ভীমসেন সপ্ত সহস্র, নকুল সপ্ত শত এবং সহদেব ত্রিশত সৈন্য সংহার করিলেন। তৎপরে মহাবীর সহদেব যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে আয়ুধ উদ্যত করিয়া সুশর্ম্মার সম্মুখীন হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরও সত্বরে সুশর্ম্মার প্রতি ধাবমান হইয়া শর বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সুশর্ম্মাও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহারে নয়টি ও তাঁহার অশ্বচতুষ্টয়কে চারিটি বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর সুশর্ম্মার অভিমুখে গমনপূর্ব্বক তদীয় অশ্বগণকে পোথিত ও পৃষ্ঠরক্ষকদিগকে বিনষ্ট করিয়া রথ হইতে সারথিরে পাতিত করিলেন। সুবিখ্যাত চক্ররক্ষক মদিরাক্ষ সুশর্ম্মারে রথচ্যুত দেখিয়া প্রহার করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে বিরাটরাজ সত্বরে সুশর্ম্মার রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহারই গদা গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুতপদে তদভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং বৃদ্ধ হইয়াও তরুণের ন্যায় রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভীমসেন সুশর্ম্মারে পলায়ন করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে রাজকুমার! প্রতিনিবৃত্ত হও; রণস্থল হইতে পলায়ন করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তোমারে ধিক্! তুমি এই রূপ বলবীর্য্যসম্পন্ন হইয়া গোধন অপহরণ করিতে আগমন করিয়াছিলে? এখন অনুচরবর্গকে শত্রুগণমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত বিষণ্ণ হইতেছ? মহাবীর সুশর্ম্মা ভীমসেনের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সহসা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সুশর্ম্মার বিনাশ সাধনার্থ মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ সুশর্ম্মার কেশপাশ গ্রহণপূর্ব্বক রোষভরে তাঁহারে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত ও মহীতলে নিষ্পিষ্ট করত তাঁহার মস্তকে পাদ প্রহার, অরত্নি দ্বারা জঙ্ঘা প্রহণ ও বক্ষে জানুপ্রদান করিলেন। সুশর্ম্মা প্রহারবেগে নিতান্ত পীড়িত হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। ত্রিগর্ত্তসেনাগণ তদ্দর্শনে প্রাণভয়ে একান্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। এই রূপে মহারথ পাণ্ডবগণ সুশর্ম্মারে পরাজয় ও বিরাটের গোধন প্রত্যাহরণপূর্ব্বক সকলে এক স্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন ভীমসেন কহিলেন, এই পাপাত্মারে জীবিত রাখিতে আমার বাসনা নাই; কিন্তু রাজা নিতান্ত দয়াশীল, সুতরাং আমি এক্ষণে ইহার কি করিতে পারি। এই বলিয়া তিনি ধূল্যবলুণ্ঠিতকলেবর বিচেতন সুশর্ম্মার গলগ্রহণপূর্ব্বক সংযত করিয়া রথে আরোপিত করিলেন এবং রণমধ্যস্থিত রাজা যুধিষ্ঠিরের সন্নিকৃষ্ট হইয়া সন্দর্শন করাইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সুশর্ম্মারে দর্শিবামাত্র হাস্যমুখে ভীমসেনকে কহিলেন, হে ভীম! তুমি ইহারে মুক্ত কর। ভীম তদীয় আজ্ঞা শ্রবণানন্তর সুশর্ম্মারে কহিলেন, অরে মূঢ়! যদি তোর জীবিত থাকিতে বাসনা থাকে, তবে আমি যাহা কহিতেছি শ্রবণ কর্। আজি সভামধ্যে তোরে বিরাট রাজের দাস বলিয়া আপনার পরিচয়

প্রদান করিতে হইবে; তাহা হইলে আমি তোরে পরিত্যাগ করিব। কারণ যুদ্ধে পরাজিত ব্যক্তির এই রূপই ব্যবহার করিতে হয়। তখন রাজা যুধিষ্ঠির প্রণয় সম্ভাষণপূর্ব্বক ভীমসেনকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! যদি আমার প্রতি তোমার আস্থা থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বেই ইহারে পরিত্যাগ কর। এ এক্ষণে বিরাটরাজের দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি সুশর্ম্মাকে কহিলেন, এক্ষণে তুমি দাসত্ব হইতে মুক্ত হইলে; আর কদাচ এরূপ করিও না।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সুশর্ম্মা যুধিষ্ঠিরের বাক্যানুসারে মুক্তি লাভ করিয়া লজ্জানম্র মুখে বিরাটরাজকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। বিরাটরাজ ও পাণ্ডবগণ সুশর্ম্মারে বিসর্জ্জন করিয়া সেই রাত্রি সমরক্ষেত্রেই বাস করিতে লাগিলেন।

মৎস্যরাজ অমানুষ বিক্রমশালী পাণ্ডবগণকে প্রভূত ধন প্রদান ও সম্মান করিয়া কহিলেন, অদ্য আমি আপনাদিগের বিক্রমেই মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করিলাম; অতএব আপনারাই এই মৎস্যরাজ্যের অধীশ্বর। আমার ন্যায় আপনারাও আমার রত্নজাত স্বচ্ছন্দে উপভোগ করুন। আমি স্বেচ্ছানুসারে আপনাদিগেকে অলঙ্কৃত কন্যা ও বিবিধ ধন প্রদান করিব।

তখন পাণ্ডবগণ পৃথক্ পৃথক্ কৃতাঞ্জলিপুটে মৎস্যরাজকে কহিলেন, মহারাজ! আমরা আপনার সমুদায় বাক্যে অভিনন্দন করিতেছি। আপনি যে শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন, ইহাতেই আমাদের যৎপরোনাস্তি সন্তোষ লাভ হইয়াছে।

রাজসত্তম বিরাট পাণ্ডবগণের এই বাক্য শ্রবণে অধিকতর প্রীতিসম্পন্ন হইয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহাশয়! আসুন, আপনারে মৎস্যরাজ্যে অভিষিক্ত করি; আপনিই আমাদিগের অধিপতি। আমি আপনারে মনোহর রত্ন, গো, সুবর্ণ ও মণি মুক্তা প্রভৃতি বিবিধ মহামূল্য দ্রব্যজাত প্রদান করিব। আপনি আমাদের সমস্ত দ্রব্যেরই অধিকারী। হে বিপ্রেন্দ্র! আপনারে নমস্কার, অদ্য আপনার প্রসাদেই রাজ্য লাভ ও সন্তানগণের মুখাবলোকন করিলাম। হে মহাবীর! আপনি আমারে অরাতির হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির পুনরায় উত্তর করিলেন, মৎস্যরাজ! আমি আপনার বাক্যে অভিনন্দন করিতেছি; অভিলাষ করি, আপনি অনুকম্পাপরতন্ত্র হইয়া অবিচ্ছিন্ন সুখপরম্পরা পরিসম্ভোগ করুন। এক্ষণে দূতগণ নগরে গমন করিয়া সুহৃদ্গণকে প্রিয় সংবাদ প্রদান ও আপনার বিজয় ঘোষণা করুক।

বিরাটরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্যানুসারে দূতগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা নগরে গমন করিয়া আমার রণজয় ঘোষণা কর। কুমারীগণ, গণিকা সমুদায় ও বাদ্যকর সকল নগর হইতে এখানে আসিয়া আমারে প্রত্যুদ্গমন করুক।

দূতগণ মৎস্যরাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে সেই রাত্রিতেই প্রস্থান করিল; এবং পর দিন সূর্য্যোদয় কালে নগরোপকণ্ঠে উপনীত হইয়া বিরাটরাজের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যখন মৎস্যরাজ গোধন প্রত্যাহরণ মানসে ত্রিগর্ত্তদিগের সম্মুখীন হন, সেই সময়েই রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় অমাত্য ও ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, শকুনি, দুঃশাসন, বিবিংশতি, বিকর্ণ, চিত্রসেন, দুর্ম্মুখ প্রভৃতি মহারথগণ সমভিব্যাহারে মৎস্যদেশে উপনীত

হইয়া রথ সমূহে চতুর্দ্দিক্ পরিবৃত করত ঘোষগণকে প্রহারপূর্ব্বক ষষ্টি সহস্র গো হস্তগত করিলেন। সেই ভয়ঙ্কর সময়ে কৌরবাহৃত গোপাল ও ঘোষগণ ঘোর রব করিতে লাগিল।

তখন গোপাধ্যক্ষ ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে সত্বরে রথারোহণপূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতে করিতে নগরে উত্তীর্ণ হইল এবং অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয় রাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক রাজপুত্র উত্তরকে নিবেদন করিল, রাজপুত্র! কৌরবগণ বলপূর্ব্বক আপনার ষষ্টি সহস্র গো গ্রহণ করিয়াছে; অতএব আপনি অচিরাৎ তৎসমুদায় প্রত্যাহরণের উদ্‌যোগ করুন। আপনি হিতলিপ্সু হইয়া স্বয়ং গমন করুন; মহারাজ আপনার উপরে সমুদায় ভার সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সভাসদ্গণের সমক্ষে আপনার নামোল্লেখ করিয়া এই রূপ শ্লাঘা করিয়া থাকেন যে, আমার পুত্র আমার অনুরূপ শৌর্য্যশালী, বংশধর, অস্ত্রকুশল, যোদ্ধা এবং বীর। হে রাজপুত্র! এক্ষণে সেই রাজবাক্য অন্বর্থ হউক। আপনি শরাসন বিনিষ্ক্রান্ত সুবর্ণপুঙ্খ সন্নতপর্ব্ব শর সমূহে অরাতিগণের সৈন্য সংহার ও তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া গোধন প্রত্যাহরণ করুন। বিলম্বে প্রয়োজন নাই, সত্বরে সান্দনে রজতশ্বেত বাজিরাজি সংযোজিত ও সুবর্ণবর্ণ ধ্বজপট সমুচ্ছ্রিত করিয়া সংগ্রামে গমনপূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা নৃপতিগণের পথ নিরোধ ও দিনকরকে আচ্ছাদিত করুন এবং যেমন সুররাজ অসুরগণকে পরাভব করেন, তদ্রূপ কৌরবগণকে সমরে পরাজিত করিয়া বিমল যশোরাশি লাভ করত পুনরায় স্বনগরে প্রত্যাগত হউন। হে রাজপুত্র! অর্জ্জুন যেমন পাণ্ডবগণের আশ্রয়, আপনিও সেই রূপ মৎস্যদেশবাসী মনুষ্যগণের একমাত্র অবলম্বন; অতএব যাহাতে অদ্য রাজ্য রক্ষা ও প্রজাগণের পরিত্রাণ হয়, এবম্বিধ উপায় বিধান করুন।

উত্তর অন্তঃপুরে স্ত্রীসমাজমধ্যে এবম্প্রকার অভিহিত হইয়া আত্মশ্লাঘা সহকারে কহিতে লাগিলেন।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

উত্তর কহিলেন, যদি আমি এক জন তুরঙ্গনিয়োগবিশারদ সারথি প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে অবিলম্বেই সুদৃঢ় শরাসন ধারণপূর্ব্বক সংগ্রামে গমন করি; কিন্তু আমার সারথ্যপদে অভিষিক্ত হইতে পারে, এমত লোক দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব অবিলম্বে এক জন উপযুক্ত সারথির অন্বেষণ কর। অষ্টাবিংশতি রাত্রি কি এক মাস ব্যাপিয়া যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল; তাহাতেই আমার সারথি গতজীবিত হইয়াছে। এক্ষণে যদি হয়যানবেত্তা কোন এক ব্যক্তিরে প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে অচিরাৎ মহাধ্বজসমুচ্ছ্রিত গজবাজিরথসঙ্কুল পরবলে প্রবেশপূর্ব্বক দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি সমাগত মহাধনুর্দ্ধরগণকে পরাজিত করিয়া পশুযূথ প্রত্যানয়ন করিতে পারি। কৌরবগণ শূন্য দেশ পাইয়া সমস্ত গোধন অপহরণপূর্ব্বক প্রস্থান করিতেছে। আমি তথায় বিদ্যমান থাকিলে তাহারা কি এই ব্যাপারে কৃতকৃত্য হইতে সমর্থ হইত। যাহা হউক, এক্ষণে সমাগত কৌরবগণ অদ্য আমার বলবীর্য্য প্রত্যক্ষ করুক। স্বয়ং ধনঞ্জয় কি আমাদিগের প্রতিপক্ষে আগমন করিয়াছেন?

ধনঞ্জয় রাজপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া নির্জ্জনে দ্রৌপদীরে কহিলেন, কল্যাণি! তুমি আমার বাক্যানুসারে শীঘ্র রাজপুত্র উত্তরকে বল, যে, বৃহন্নলা পাণ্ডবগণের সারথ্য ভার গ্রহণ করিয়া মহাযুদ্ধে কৃতকার্য্য হইয়াছেন; অতএব উনিই আপনার সারথি হইবেন।

বিরাটপুত্র অর্জ্জুনের নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক স্ত্রীগণমধ্যে বারংবার আত্মশ্লাঘা করিতেছেন শ্রবণ করিয়া দ্রুপদতনয়া সহ্য করিতে পারিলেন না; তিনি উত্তরের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া সলজ্জভাবে ধীরে ধীরে কহিলেন, রাজপুত্র! ঐ প্রিয়দর্শন বৃহদ্বারণসন্নিভ বৃহন্নলা পূর্ব্বে অর্জ্জুনের সারথি ছিলেন। উনি সেই মহাত্মারই শিষ্য, ধনুর্বিদ্যায় তাঁহা অপেক্ষা ন্যূন নহেন। আমি পাণ্ডবগৃহে বাস কালে উহাঁর সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। যখন হুতাশন খাণ্ডব বন দাহ করেন; তৎকালে উনিই ধনঞ্জয়ের সারথি হইয়াছিলেন। ধনঞ্জয় খাণ্ডবপ্রস্থে উহাঁরই সারথ্য সহকারে সর্ব্ব ভূত পরাজয় করিয়াছিলেন। ফলত উহাঁর সমান সারথি আর কেহই নাই।

উত্তর কহিলেন, সৈরিন্ধ্রি! ঐ নপুংসক যুবা যেপ্রকার লোক, তাহা তুমি সবিশেষ অবগত আছ যথার্থ বটে; কিন্তু আমি স্বয়ং বৃহন্নলারে আমার সারথ্য কার্য্য সম্পাদনে অনুরোধ করিতে পারি না।

দ্রৌপদী কহিলেন, রাজপুত্র! বৃহন্নলা আপনার যবীয়সী ভগ্নীর বাক্য অবশ্যই রক্ষা করিবেন। যদ্যপি তিনি আপনার সারথ্য পদ পরিগ্রহ করেন; তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনি কৌরবগণকে পরাভব ও গোধন সমুদায় প্রত্যাহরণপূর্ব্বক পুনরাগমন করিবেন।

উত্তর দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগিনীরে কহিলেন, উত্তরে! যাও শীঘ্র বৃহন্নলারে আনায়ন কর। উত্তরা ভ্রাতার আদেশক্রমে দ্রুত পদ সঞ্চারে নর্ত্তনগৃহে ছদ্মবেশী অর্জ্জুনের সমীপে গমন করিলেন।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বিরাটকুমারী কুন্তীকুমারের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া জলধরসংলগ্না সৌদামিনীর ন্যায়, নাগরাজসমীপবর্ত্তিনী করিণীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অর্জ্জুন উত্তরারে নয়নগোচর করিয়া সহাস্য বদনে কহিলেন, রাজপুত্রি! এমন দ্রুত পদ সঞ্চারে আগমন করিবার কারণ কি? আজি তোমার মুখমণ্ডল অপ্রসন্ন দেখিতেছি কেন?

উত্তরা সখীগণসমক্ষে প্রণয় সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, বৃহন্নলে! কৌরবগণ আমাদিগের রাজ্যের সমুদায় গোধন অপহরণ করিয়াছে, আমার ভ্রাতা তাহাদিগকে পরাজয় করিতে গমন করিবেন। কিছু দিন হইল, তাঁহার সারথি সংগ্রামে নিহত হইয়াছে; এক্ষণে উপযুক্ত সারথি আর কেহই নাই। তিনি সারথি অন্বেষণ করিতেছেন দেখিয়া সৈরিন্ধ্রী তাঁহারে তোমার হয়জ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিলেন। হে বৃহন্নলে! তুমি পূর্ব্বে অর্জ্জুনের প্রিয়তম সারথি ছিলে? তিনি তোমারই সাহায্যে ধরামণ্ডল পরাজয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি আমার ভ্রাতার সারথ্য কর্ম্ম সম্পাদন কর। কৌরবগণ এত ক্ষণ গোধন লইয়া বহু দূরে পলায়ন করিয়াছে। হে কল্যাণি! যদ্যপি তুমি আমার এই প্রণয়সহকৃত অনুরোধ রক্ষা না কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

মহাবীর অর্জ্জুন রাজপুত্রীর বাক্য শ্রবণানন্তর অমিততেজা রাজকুমারের সমীপে গমন করিলেন। যেমন বারণবধূ মদমত্ত করভের অনুসরণ করে, সেই রূপ বিশালনয়না উত্তরা ত্বরিতগামী অর্জ্জুনের অনুগামিনী হইলেন। রাজপুত্র অর্জ্জুনকে দূর হইতে দৃষ্টিগোচর করিয়াই কহিতে লাগিলেন, বৃহন্নলে! সৈরিন্ধ্রীর মুখে শুনিলাম, পূর্ব্বে তুমি কুন্তীকুমার ধনঞ্জয়ের প্রিয় সারথি ছিলে। তিনি তোমার সাহায্যেই খাণ্ডবারণ্যে হুতাশনকে পরিতৃপ্ত ও সমস্ত ধরামণ্ডল পরাভূত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি সেই প্রকার মদীয় সারথ্য ভার গ্রহণ কর। আমি অপহৃত পশুযূথ প্রত্যাহরণ

করিবার নিমিত্ত কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করিব।

অর্জ্জুন উত্তর করিলেন, রাজপুত্র! সংগ্রামমুখে সারথ্য কর্ম্ম সম্পাদন করা কি আমার সাধ্য! যদি গান, বাদ্য বা নৃত্য করিতে বলেন, তাহা অনায়াসেই করিতে পারি; আমার সারথ্য শক্তি কোথা!!

উত্তর কহিলেন, বৃহন্নলে! তুমি পুনর্ব্বার গায়ক বা নর্ত্তকপদে অধিষ্ঠিত হইবে; এক্ষণে আমার রথে আরোহণপূর্ব্বক অশ্ব চালন কর।

ধনঞ্জয় রাজকুমারীর মুখে সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন; তথাপি রাজকুমারের সহিত পুনঃ পুনঃ পরিহাস করিতে লাগিলেন। তিনি পরিহাস মানসে স্বীয় কবচ বিপর্য্যস্ত করিয়া অঙ্গে ধারণ করিলেন; তদ্দর্শনে কুমারীগণ হাস্য করিয়া উঠিল। তখন রাজপুত্র স্বয়ং তাহারে সন্নদ্ধ ও সারথ্য পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং দিব্য কবচ পরিধান, রুচির ধনুর্ব্বাণ ধারণ ও সিংহধ্বজ উন্নমনপূর্ব্বক যুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

উত্তরা প্রভৃতি রাজকন্যাগণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, বৃহন্নলে! ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি যোদ্ধাগণ পরাজিত হইলে তুমি তাঁহাদিগের রুচির, সূক্ষ্ম ও বিচিত্র বসন সকল আনয়ন করিও। আমরা তদ্দ্বারা পুত্তলিকা সুসজ্জিত করিব।

ধনঞ্জয় হাস্যবদনে উত্তর করিলেন, যদি রাজপুত্র সংগ্রামে সেই মহারথগণকে পরাভব করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের দিব্য বসন সকল আনয়ন করিব।

এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন কৌরবসৈন্যাভিমুখে অশ্ব চালনা করিলেন। তখন ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ মহাভুজ উত্তরকে বৃহন্নলা সমভিব্যাহারে রথারূঢ় নিরীক্ষণ করিয়া রথ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। রমণীগণও মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক কহিলেন, হে বৃহন্নলে! পূর্ব্বে যেমন খাণ্ডবদাহ সময়ে মহাবল অর্জ্জুনের মঙ্গল লাভ হইয়াছিল, অদ্য তোমরাও কৌরবসমরে সেই রূপ মঙ্গল লাভ কর।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন করিলেন, তখন রাজকুমার অকুতোভয়ে রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া সারথিরে কহিলেন, বৃহন্নলে! সত্বরে কৌরবগণের সমীপে রথ উপনীত কর। আমি অবিলম্বে সেই দুরাত্মাদিগকে পরাজয় করিয়া গোধন গ্রহণপূর্ব্বক নগরে প্রত্যাগমন করিব। অর্জ্জুন আজ্ঞা পাইবমাত্র দ্রুতবেগে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন। সুবর্ণ ভূষিত মারুতগামী তুরঙ্গমগণ অতিবেগে ধাবমান হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন তাহারা আকাশমার্গেই গমন করিতেছে।

তাঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিয়া সেই শ্মশানসমীপস্থ শমী বৃক্ষের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তথা হইতে সাগরোপম মহাবল কৌরববল তাঁহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। সেই সকল সৈন্যগণের পাদোদ্ধূত পার্থিব রেণু নভোমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে বোধ হইল যেন আকাশপথে একটি বহুলপাদপ মহারণ্য বিচরণ করিতেছে।

বিরাটতনয় কর্ণ, দুর্য্যোধন, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও ভীষ্ম প্রভৃতি বীর পুরুষগণে পরিরক্ষিত গজাশ্বরথসঙ্কুল সেই কৌরববাহিনী নিরীক্ষণ করিয়া রোমাঞ্চিতকলেবর ও ভয়োদ্বিগ্ন চিত্তে পার্থকে কহিলেন, সারথে! কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আমার সাহস হয় না। এই দেখ, আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে। বহু বীরপরিরক্ষিত ভয়ঙ্কর কুরুসৈন্য দেবগণেরও দুরধিগম্য। অতএব আমি কিরূপে এই

ভীমকার্ম্মুকশালিনী পতিদ্ধ্বজসমাকীর্ণা রথনাগাশ্বসঙ্কুলা ভারতী সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইব। দ্রোণ, কর্ণ, বিকর্ণ, বিবিংশতি, ভীষ্ম, কৃপ, অশ্বত্থামা, সোমদত্ত, বাহ্লিক ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি যুদ্ধবিশারদ বীর পুরুষেরা ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক নিরন্তর যাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, দেখিবামাত্র আমার হৃদয় কম্পিত, অন্তঃকরণ নিরুৎসাহ ও শরীর অবসন্ন হইতেছে।

রাজপুত্র উত্তর সুচতুর অর্জ্জুনের বল বিক্রম পরিজ্ঞাত ছিলেন না, সুতরাং তিনি মূর্খতাপ্রযুক্ত তাঁহার নিকট আক্ষেপ প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বৃহন্নলে! পিতা আমারে শূন্য গৃহে রাখিয়া সমস্ত সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে ত্রিগর্ত্তদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিয়াছেন। আমি একাকী, বালক, বিশেষত পরিশ্রমে অপটু; কৌরবেরা কৃতাস্ত্র ও বহুসংখ্যক; উহাদিগের সহিত আমার যুদ্ধ করা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে; অতএব তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও।

বৃহন্নলা কহিলেন, মহাশয়! এক্ষণে কাতর হইয়া শত্রুগণের হর্ষ বর্দ্ধণ করিতেছেন কেন? শত্রুগণ এমন কি কর্ম্ম করিয়াছে যে, আপনি এত ভীত হইলেন? আপনি পূর্ব্বে আমাকে কৌরবসেনামধ্যে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন; অতএব আমি আপনাকে গোধনাপহারী আততায়ী কৌরবগণের সমীপে লইয়া যাইব। মহাশয় যাত্রাকালে স্ত্রীপুরুষগণসমক্ষে তাদৃশ গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে কি নিমিত্ত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতেছেন? যদি গোধন জয় না করিয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হন, তাহা হইলে সমুদায় স্ত্রীপুরুষ বিশেষত বীরগণ একত্রিত হইয়া আপনারে উপহাস করিবে। অতএব আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। সৈরিন্ধ্রী সর্ব্বসমক্ষে মুক্তকণ্ঠে আমার সারথ্য কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমি ধেনু না লইয়া কোন ক্রমেই গৃহে গমন করিতে পারিব না; আমি সৈরিন্ধ্রীর স্তুতিবাদ, উত্তরার অনুরোধ ও আপনার আদেশ ক্রমে আগমন করিয়াছি। অতএব কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ না করিয়া কি রূপে ক্ষান্ত হইব?

উত্তর কহিলেন, বৃহন্নলে! কৌরবগণ আমাদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করুক; আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই আমাকে উপহাস করুক; সমুদায় গোধন অপহৃত ও নগর শূন্য হউক বা পিতা আমারে তিরস্কার করুন; আমি কোন ক্রমেই যুদ্ধ করিতে পারিব না। বিরাটতনয় এই কথা বলিয়া যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া ধনুর্ব্বাণের সহিত মান ও দর্পে জলাঞ্জলি দিয়া রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন।

তখন অর্জ্জুন কহিলেন, মহাশয়! যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে; ভীত হইয়া পলায়ন করা অপেক্ষা সমরে মরণও শ্রেয়স্কর। মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া সত্বরে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক পলায়মান রাজপুত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। গতিবেগে তাঁহার সুদীর্ঘ বেণী আলুলায়িত এবং বসনযুগল শিথিল ও ইতস্তত বিধূয়মান হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে কৌরবপক্ষীয় কতিপয় সৈনিক পুরুষ হাস্য করিয়া উঠিল।

কৌরবেরা তথাবিধ অদ্ভুতরূপ দ্রুত পদগামী অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া বিতর্ক করত কহিতে লাগিলেন, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় ছদ্মবেশী এ ব্যক্তি কে? ইহার অবয়বের কিয়দংশ পুরুষের ন্যায় ও কিয়দংশ স্ত্রীলোকের ন্যায় দেখিতেছি। এ ক্লীবরূপী, কিন্তু ইহাতে অর্জ্জুনের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। ইহার মস্তক, গ্রীবা, বিশাল বাহুযুগল ও বল বিক্রম অবিকল অর্জ্জুনের ন্যায়। অতএব নিশ্চয়ই বোধ

হইতেছে, এ ধনঞ্জয়, অন্য কেহ নহে। যেমন সুররাজ সমস্ত অমরগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই রূপ অর্জ্জুনও সমুদায় মানবের প্রধান। সে ব্যতীত একাকী আমাদিগের সম্মুখীন হয় এমন বীর ধরাতলে আর কে আছে! বোধ হয়, বিরাটতনয় একাকী পুরমধ্যে বাস করিতেছিল; সে বালস্বভাবনিবন্ধন স্বীয় পুরুষকার বিবেচনা করিতে না পারিয়া প্রচ্ছন্নবেশী অর্জ্জুনকে সারথি করিয়া যুদ্ধে আগমন করিয়াছে। এক্ষণে আমাদিগকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছে, অর্জ্জুন উহারে ধারণ করিবার নিমিত্ত উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে।

কৌরবেরা ছদ্মবেশী অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া সকলেই এই রূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন।

এ দিকে অর্জ্জুন শত পদমাত্র গমন করিয়া পলায়মান উত্তরের কেশ ধারণ করিলেন। তখন বিরাটতনয় নিতান্ত কাতরতা প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বৃহন্নলে! শীঘ্র রথ নিবৃত্ত কর। জীবিত থাকিলে অনেক শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা। আমি তোমারে বিশুদ্ধ সুবর্ণনির্ম্মিত এক শত দীনার, মহাপ্রভাসম্পন্ন হেমবদ্ধ অষ্ট বৈদূর্য্যমণি, সুশিক্ষিত অশ্বসংযুক্ত, হেমদণ্ডসুশোভিত রথ এবং দশটি মত্ত মাতঙ্গ প্রদান করিব, তুমি আমারে পরিত্যাগ কর।

উত্তর এই রূপে নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করত মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলে অর্জ্জুন সহাস্য বদনে তাঁহারে রথের নিকট আনয়ন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে শত্রুকর্ষণ! যদি যুদ্ধ করিতে তোমার উৎসাহ না হয়, তবে তুমি আমার সারথি হইয়া অশ্ব চালন কর; আমি স্বয়ং মহারথ বীর পুরুষগণের সহিত সংগ্রাম করিতেছি; তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। আমি স্বীয় বাহুবলে তোমারে রক্ষা করিব। হে অরাতিনিপাতন! তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া শত্রুসমক্ষে এত বিষণ্ণ হইতেছ কেন? আমি কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তোমার ধেনুগণ প্রত্যানয়ন করিব। এক্ষণে প্রস্তুত হও, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

জয়শীল অর্জ্জুন এই রূপ প্রবোধ বাক্যে ভয়পীড়িত উত্তরকে আশ্বাসিত করিয়া তাঁহাকে লইয়া রথারোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এ দিকে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ মহারথিগণ ছদ্মবেশী অর্জ্জুনকে উত্তর সমভিব্যাহারে রথারোহণপূর্ব্বক শমীবৃক্ষের অভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া একান্ত শঙ্কিত হইলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য সকলকে ভয়োৎসাহ ও ভয়ঙ্কর উৎপাত উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, দেখ, সমীরণ অনবরত কর্কর বর্ষণপূর্ব্বক প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইতেছে; নভোমণ্ডল ভস্মাকার গাঢ়তর তিমিরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে; অতি ভীষণ ঘনমণ্ডলী ইতস্তত পরিদৃশ্যমান হইতেছে; শিবাগণ সূর্য্যাভিমুখে অতি কঠোর স্বরে চীৎকার করিতেছে; দিগ্দাহ উপস্থিত; অশ্বগণ অশ্রু মোচন করিতেছে; অকস্মাৎ কোষ হইতে বিবিধ শস্ত্রজাল স্খলিত হইতেছে এবং ধ্বজদণ্ড চালিত না হইয়াও কম্পিত হইতেছে।

হে বীরগণ! এই রূপ ও অন্যান্যরূপ বহুতর ভয়ানক উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে সাবধান হইয়া যত্নসহকারে আত্মরক্ষার্থে ব্যূহ রচনা কর এবং গোধন রক্ষা করিতে যত্নবান হও। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, মহাবীর অর্জ্জুন ক্লীববেশে আগমন করিতেছে।

দ্রোণাচার্য্য সমুদায় বীর পুরুষগণকে এই

রূপ কহিয়া পরিশেষে ভীষ্মকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে শান্তনুতনয়! মহাবল পরাক্রান্ত পার্থ অদ্য আমাদিগকে পরাজয় করিয়া নিশ্চয়ই গোধন লইয়া যাইবে। বীরবরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় সমুদায় দেবাসুরগণের সহিতও সংগ্রাম করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। ঐ মহাবীর দেবলোকে দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্যে অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে। বিশেষত অরণ্যবাসক্লেশে নিতান্ত ক্লিষ্ট ও একান্ত অমর্ষপরবশ হইয়া আছে; সুতরাং বিনা যুদ্ধে কদাচ নিবৃত্ত হইবে না। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে এমন কোন বীরই নাই যে, উহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে। শুনিয়াছি, অর্জ্জুন হিমাচলে কিরাতবেশধারী ভগবান্ ত্রিলোচনকে স্বীয় যুদ্ধবিদ্যাপারদর্শিতা প্রদর্শনপূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিয়াছে।

তখন কর্ণ কহিলেন, হে আচার্য্য! আপনি সর্ব্বদাই অর্জ্জুনের গুণ কীর্ত্তন ও আমাদিগের নিন্দা করিয়া থাকেন; কিন্তু আমার ও মহারাজ দুর্য্যোধনের যেরূপ ক্ষমতা, অর্জ্জুনের তাহার ষোড়শাংশের একাংশও নাই।

দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্যানুসারে তাঁহারে কহিলেন, হে কর্ণ! যদি এই অনঙ্গবেশধারী পুরুষ যথার্থই অর্জ্জুন হয়, তাহা হইলে আমাদিগেরই মনোরথ পূর্ণ হইবে; কারণ পাণ্ডবেরা এক বৎসর অজ্ঞাতসারে কাল যাপন করিবে বলিয়া পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছে; এক্ষণে জ্ঞাত হইলে তাহাদিগকে পুনরায় দ্বাদশ বৎসর অরণ্যবাস স্বীকার করিতে হইবে, সন্দেহ নাই; আর যদি অন্য কেহ ক্লীববেশে আগমন করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি নিশিত শরপ্রহারে এখনই উহার প্রাণ সংহার করিব।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা মহারাজ দুর্য্যোধনের এই রূপ পৌরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এ দিকে মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন সেই শমীবৃক্ষের সন্নিকৃষ্ট হইয়া রাজকুমার উত্তরকে নিতান্ত সুকুমার ও যুদ্ধে একান্ত অপটু বিবেচনা করিয়া কহিলেন, হে উত্তর! তুমি আমার নিয়োগক্রমে অনতি বিলম্বে শমীবৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক শরাসন সমুদায় আনয়ন কর। তোমার এই সমুদায় ধনু অতি অসার, সুতরাং আমি যখন সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া শত্রু ক্ষয় ও হস্ত্যশ্বদল বিমর্দ্দন করিব, তৎকালে এই সকল শরাসন আমার বাহু বিক্ষেপ ও বলবীর্য্য সহ্য করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না; অতএব তুমি সত্বরে পল্লববিস্তীর্ণ এই শমীবৃক্ষে আরোহণ কর। ইহাতে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের শর, কার্ম্মুক ও দিব্য কবচ সমুদায় নিহিত রহিয়াছে। ঐ বৃক্ষেই অর্জ্জুনের গাণ্ডীব শরাসন সংস্থাপিত আছে। ঐ একমাত্র ধনু সহস্র সহস্র কার্ম্মুকের তুল্য; উহা নিতান্ত ব্যায়ামসহ, সর্ব্বায়ুধপ্রধান, সুবর্ণালঙ্কৃত, আয়ত, ব্রণশূন্য, দুর্ব্বহভারসম্পন্ন ও চারুদর্শন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবের কার্ম্মুকও এই রূপ সুদৃঢ়।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

উত্তর কহিলেন, হে বৃহন্নলে! শুনিয়াছি, এই বৃক্ষে একটা শবদেহ বদ্ধ রহিয়াছে। অতএব আমি রাজকুমার হইয়া কি রূপে উহা স্পর্শ করিব। ফলত মন্ত্রব্রতবিৎ ক্ষত্রিয়সন্তানের পক্ষে এই রূপ অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করা নিতান্ত অবিধেয়। আমি এই মৃত কলেবর স্পর্শ করিলে নিঃসন্দেহ শববাহকের ন্যায় অশুচি হইব; তাহা হইলে তুমি কিরূপে আমারে স্পর্শ করিবে? অর্জ্জুন কহিলেন, হে উত্তর! তোমার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই, তোমারে অশুচি হইতে

হইবে না। উহা কার্ম্মুক, মৃতদেহ নহে। হে মহাত্মন্! তুমি মহদ্বংশসম্ভূত, বিশেষত মৎস্যরাজ বিরাটের আত্মজ; অতএব যদি উহা বস্তুত শব হইত, তাহা হইলে আমি কখনই তোমারে উহা স্পর্শ করিতে অনুরোধ করিতাম না।

তখন রাজকুমার উত্তর অগত্যা রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শমীবৃক্ষে আরোহণ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন রথে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহারে কহিলেন, হে উত্তর! তুমি অবিলম্বে বৃক্ষাগ্রভাগ হইতে মহার্হ কার্ম্মুক সকল অবরোপিত ও পরিবেষ্টন বিনির্ম্মুক্ত কর। উত্তর অর্জ্জুনের আদেশক্রমে বৃক্ষ হইতে সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র ভূতলে অবতারিত করিয়া পরিবেষ্টন পত্র বিমোচিত করিবামাত্র অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ও অন্যান্য পাণ্ডবগণের শরাসন সমুদায় তাঁহার নয়নগোচর হইল। যেমন উদয়কালে গ্রহগণের দিব্য প্রভা উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ তৎকালে সেই সমুদায় শরাসনের বিচিত্র প্রভা স্ফুরিত হইতে লাগিল। রাজকুমার উত্তর, জৃম্ভনশীল ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় সেই কার্ম্মুক সকল অবলোকনে ভীত ও রোমাঞ্চিত হইলেন এবং প্রত্যেক চাপ স্পর্শ করত অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

দ্বাচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

উত্তর কহিলেন, এই শত সহস্র কোটি সুবর্ণবিন্দুপরিশোভিত শরাসন কোন্ মহাত্মা ধারণ করিতেন? যাহার পৃষ্ঠভাগ সুবর্ণ আবরণে আবৃত, পার্শ্বদেশ অতি মনোহর এবং গ্রহণস্থান অতি সুখকর, এই ধনু বা কাহার হস্তে পরিশোভিত হইত? যাহার পৃষ্ঠে বিশুদ্ধ কাঞ্চনবিনির্ম্মিত ইন্দ্রগোপকীটের প্রতিমূর্ত্তি সকল লাঞ্ছিত রহিয়াছে, উহা কাহার করপল্লবের শোভা সম্পাদন করিত? ঐ সুবর্ণময় সূর্য্যত্রয়ে উদ্ভাসিত শরাসন কাহার হস্তে শোভা পাইত? যাহাতে কাঞ্চনময় শলভ সকল মণিময় ভূষণে বিভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছে, ইহাই বা কাহার হস্তে বিন্যস্ত হইত?

এই কাঞ্চনময় নিষঙ্গে কোন্ মহাত্মার কাঞ্চনফলক, লোমবাহী সহস্র নারাচ নিহিত রহিয়াছে? যে সকল বাণের সর্ব্বাঙ্গ স্থূল, লৌহনির্ম্মিত, পীতবর্ণে রঞ্জিত, গৃধ্রপক্ষে শোভিত ও মসৃণ, ঐ সকল শর কাহার শরাসনে সংযোজিত হইত? এই যে বরাহকর্ণলাঞ্ছিত, পঞ্চ শার্দ্দূলচিহ্নে চিহ্নিত দশটী শায়ক রহিয়াছে, ঐ শরগুলি কাহার? এই স্থূল, দীর্ঘ, অর্দ্ধচন্দ্রাকার এক শত সপ্ত নারাচ কাহার? যাহার পূর্ব্বার্দ্ধ শুকপক্ষের ন্যায়, পরার্দ্ধ লৌহময়, পুঙ্খ সকল কাঞ্চনময়, ফলকভাগ নিশিত, ঐ সকল শরই বা কাহার এবং এই গুরুভারসহ, শত্রুগণের ভয়ঙ্কর, সুদীর্ঘ শিলীমুখই বা কাহার?

যাহার মুষ্টি কাঞ্চনময়, যাহা ব্যাঘ্রচর্ম্মবিনির্ম্মিত কোষমধ্যে নিহিত, ঐ পৃথুল কিঙ্কিনীশালী খড়্গ খানি কাহার? এই গোচর্ম্মনির্ম্মিত কোষে বিনিহিত নির্ম্মল খড়্গই বা কাহার? এই ব্যাঘ্রচর্ম্মনির্ম্মিত কোষে নিহিত, হেমবিগ্রহ, নিষধদেশীয় অসিই বা কাহার? এই প্রজ্বলিত পাবকসদৃশ হেমময় কোষে কোন্ বীরের নীলবর্ণ খড়্গ নিহিত রহিয়াছে? এবং এই হেমবিন্দুপরিবৃত আশীবিষসমস্পর্শ ভয়ঙ্কর খড়্গই বা কাহার? হে বৃহন্নলে! তুমি যথার্থক্রমে আমার নিকট এই সমুদায় অস্ত্র গুলির পরিচয় প্রদান কর। আমি এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছি।

ত্রয়শ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে রাজপুত্র! আপনি প্রথমে যে শরাসনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা ভুবনবিখ্যাত গাণ্ডীব; ধন-

ধনঞ্জয় এই একমাত্র কার্ম্মুক লইয়া সমুদায় দেব ও মানবগণকে পরাভব করিয়াছেন। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ বহু কাল ঐ স্নিগ্ধ, আয়ত, অক্ষত ও উচ্চাবচ শরনিকরশোভিত শরাসনের অর্চ্চনা করিয়াছেন। প্রথমে ভগবান্ ব্রহ্মা ঐ ধনু সহস্র বর্ষ, তৎপরে প্রজাপতি সার্দ্ধ সহস্র বর্ষ, পুরন্দর পঞ্চাশীতি বর্ষ, চন্দ্রমা পঞ্চ শত বর্ষ এবং বরুণদেব শত বর্ষ ধারণ করিয়াছিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় বরুণদেবের নিকট এই দিব্য চাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার হস্তে পঞ্চষষ্টি বর্ষ ছিল। আর এই সুপার্শ্ব হেমবিগ্রহ শরাসন ভীমসেনের করে শোভা পাইত; তিনি ঐ ধনু দ্বারা সমুদায় পূর্ব্ব দিক পরাজয় করিয়াছিলেন। এই যে ইন্দ্রগোপচিত্র চারুদর্শন শরাসন রহিয়াছে, মহারাজ যুধিষ্ঠির ইহা ধারণ করিতেন। যাহাতে কাঞ্চনময় সূর্য্যত্রয় প্রকাশিত আছে, উহা নকুলের ধনু। যাহাতে নানাবিধ হেমময়চিত্র ও সুবর্ণবিনির্ম্মিত শলভ সমূহ বিরাজিত হইতেছে, উহা সহদেবের শরাসন।

এই যে ক্ষুরধার সহস্রটী নারাচ দেখিতেছ, মহাবীর ধনঞ্জয় ইহা লইয়া সংগ্রাম করিতেন; উহা শীঘ্রগামী ও অক্ষয়; সমর সময়ে সতেজে প্রজ্বলিত হইয়া শত্রুগণের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইত আর ঐ সমুদায় স্থূল, দীর্ঘ ও অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি শরনিকর ভীমসেনের; যে সমুদায় বাণে পঞ্চ শার্দ্দূলের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে ধীমান্ নকুল ঐ সমস্ত হরিবর্ণ হেমপুঙ্খ নিশিত শর সমূহ দ্বারা সমস্ত পশ্চিম দিক্ পরাজয় করিয়াছেন। এই সমুদায় সূর্য্যসদৃশ চিত্রিত লৌহময় শরসমূহ ধীমান্ সহদেবের। ঐ সকল নিশিত পীতবর্ণ হেমপুঙ্খ ত্রিপর্ব্ব শরগুলি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আর ঐ সুদীর্ঘ শিলীপৃষ্ঠ শিলীমুখ মহাবীর অর্জ্জুনের। ঐ ব্যাঘ্রচর্ম্মনির্ম্মিত কোষে ভীমসেনের দিব্য খড়্গ রহিয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির এই চিত্র কোষনিহিত হেমমুষ্টিশোভিত তীক্ষ্ণধার নিস্ত্রিংশ ব্যবহার করিতেন। শার্দ্দূলচর্ম্মবিনির্ম্মিত কোষে নকুলের দৃঢ়তর খড়্গ রহিয়াছে আর ঐ গোচর্ম্মনির্ম্মিত কোষে সহদেবের অসিপত্র লক্ষিত হইতেছে।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

উত্তর সেই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, পাণ্ডবগণের সুবর্ণবিনির্ম্মিত মনোহর আয়ুধ সকল সমুজ্জ্বল রহিয়াছে দেখিতেছি; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এক্ষণে যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণ কোথায়; তাঁহারা অক্ষে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া কোন্ স্থানে গমন করিয়াছেন, আমরা কিছুই শ্রবণ করি নাই। শুনিয়াছি, লোকবিশ্রুত স্ত্রীরত্ন পাঞ্চালীও তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে বন প্রয়াণ করিয়াছেন; কিন্তু সম্প্রতি তিনিই বা কোথায়?

অর্জ্জুন কহিলেন, আমি পার্থ অর্জ্জুন; রাজা যুধিষ্ঠির তোমার পিতার সভাসদ্; ভীমসেন বল্লব নামে পাচক; নকুল অশ্বপাল ও সহদেব গোপাল হইয়া রহিয়াছেন। যাঁহার নিমিত্ত দুরাত্মা কীচকেরা নিহত হইয়াছে; তিনিই দ্রৌপদী, সৈরিন্ধ্রীবেশে তোমার ভবনে কাল যাপন করিতেছেন।

উত্তর কহিলেন, পার্থের যে দশটি নাম শ্রবণ করিয়াছি; আপনি যদি তাহা কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে আপনার সমুদায় বাক্যে বিশ্বাস করি।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে বিরাটতনয়! আমি পার্থের দশ নাম কীর্ত্তন করিতেছি; অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। অর্জ্জুন, ফাল্গুন, জিষ্ণু, কিরীটী, শ্বেতবাহন, বীভৎসু, বিজয়, কৃষ্ণ, সব্যসাচী ও ধনঞ্জয়।

উত্তর কহিলেন, মহাশয়! কি নিমিত্ত আপনার এই দশটি নাম হইল যথার্থ করিয়া

বলুন। আমরা শুনিয়াছি, মহাবীর পার্থের নাম অন্বর্থ; অতএব আপনি যদি ঐ সকল সবিশেষ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হন; তাহা হইলে আপনার বাক্যে আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিবে না।

অর্জ্জুন কহিলেন, আমি নিখিল জনপদ জয় করিয়া ধন সংগ্রহপূর্ব্বক তন্মধ্যে অবস্থিতি করি; এই নিমিত্ত আমার নাম ধনঞ্জয় হইয়াছে। আমি সমরাঙ্গনে রণবিশারদ বীরগণকে পরাজয় না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হই না; এই কারণ লোকে আমারে বিজয় বলিয়া থাকে। যুদ্ধ করিবার সময়ে আমার রথে শ্বেতাশ্ব সংযোজিত হয়; এই নিমিত্ত আমার নাম শ্বেতবাহন হইয়াছে। আমি হিমাচলপৃষ্ঠে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র যুক্ত দিবসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; এই নিমিত্ত সকলে আমারে ফাল্গুন বলিয়া সম্বোধন করে। আমি পূর্ব্বে মহাবল দানবদলের সহিত ঘোরতর সমরসাগরে অবতীর্ণ হইলে দেবরাজ প্রসন্ন হইয়া আমার মস্তকে সূর্য্যসমুজ্জ্বল কিরীট প্রদান করেন; এই নিমিত্ত আমার নাম কিরীটী হইয়াছে। আমি যুদ্ধস্থলে কদাপি বীভৎস কর্ম্ম করি নাই; এই নিমিত্ত দেবলোক ও মনুষ্যলোকে আমার বীভৎসু নাম বিশ্রুত হইয়াছে। আমি বাম ও দক্ষিণ উভয় হস্তেই গাণ্ডীব ধনু আকর্ষণ করিতে পারি; এই নিমিত্ত আমার নাম সব্যসাচী হইয়াছে। আমি এই সাগরাম্বরা বসুন্ধরায় সর্ব্বদা নির্ম্মল কর্ম্ম করিয়া থাকি; এই নিমিত্ত লোকে আমারে অর্জ্জুন বলিয়া থাকে। যুদ্ধস্থলে সাহসপূর্ব্বক কেহ আমার সম্মুখে আগমন করিতে পারে না, আমি অতি দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকেও জয় করিয়া থাকি; এই নিমিত্ত আমার নাম জিষ্ণু হইয়াছে। আর বিশুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ বালক লোকের সাতিশয় প্রিয়; এই নিমিত্ত পিতা আমার নাম কৃষ্ণ রাখিয়াছেন।

অনন্তর উত্তর অর্জ্জুনের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে সাতিশয় বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবাহো! আজি আমার পরম সৌভাগ্য! আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আজি চরিতার্থ হইলাম। আমি অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত যে যে সকল অযুক্ত কথা বলিয়াছি; তজ্জন্য আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আপনি পূর্ব্বে যে সমস্ত অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছেন; তন্নিমিত্ত আমার হৃদয়ে ভয় সঞ্চার না হইয়া বরং প্রীতিরই উদয় হইতেছে।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

আমি আপনার সারথ্য কার্য্য স্বীকার করিতেছি; এক্ষণে আপনি এই সুসজ্জিত রথে আরোহণপূর্ব্বক কোন্ স্থানে গমন করিবেন, আজ্ঞা করুন; আমি সেনা সমূহ পরিত্যাগ করিয়া আপনারই সহিত গমন করিব। অর্জ্জুন কহিলেন, হে রাজকুমার! আমি তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি; এক্ষণে আর ভয় নাই; আমি একাকী তোমার শত্রু সকল সংহার করিব। তুমি আর উৎকণ্ঠিত হইও না; এই সকল তূণীর শীঘ্র আমার রথে বন্ধনপূর্ব্বক সুবর্ণসমুজ্জ্বল এক খড়্গ আহরণ কর।

এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র উত্তর সত্বরে অর্জ্জুনের সমস্ত অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক শমীবৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, হে উত্তর! আমি কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনতি বিলম্বেই তোমার গোধন সকল প্রত্যাহরণ করিব; আমার বাহুযুগল তোমার নগরের প্রাকার ও তোরণস্বরূপ হইবে। ক্ষণকালমধ্যে তোমার নগর জ্যাঘোষনিনাদিত, দুন্দুভিধ্বনিমুখরিত হইয়া উঠিবে। ভয় কি, আমি রণস্থলে গাণ্ডীব শরাসন ধারণপূর্ব্বক রথারোহণ করিলে শত্রুগণ কদাচ তোমারে পরাজয় করিতে পারিবে না।

উত্তর কহিলেন, হে বীর! আমি এক্ষণে বিপক্ষ হইতে ভীত হইতেছি না; আপনকার বল বীর্য্য সমুদায় জ্ঞাত হইয়াছি; আপনি যুদ্ধে বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ বা দেবরাজ ইন্দ্রের তুল্য, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি এরূপ সুরূপ ও শুভলক্ষণসম্পন্ন হইয়া কি প্রকারে কর্ম্মবিপাকবশত ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইলেন; ইহা মনে মনে আন্দোলন করিয়া একান্ত বিমোহিত হইতেছি। আমি নিতান্ত মন্দবুদ্ধি, সুতরাং এক্ষণে কিছুই নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতেছি না; বোধ হয়, আপনি ক্লীববেশধারী ভগবান্ শূলপাণি, গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ অথবা ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র হইবেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে রাজকুমার! তুমি আমারে প্রকৃত ক্লীব বলিয়া বোধ করিও না; আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিয়োগপরতন্ত্র হইয়া সংবৎসর কাল এই রূপ ব্রতানুষ্ঠান করিতেছি; এক্ষণে ব্রতকাল অতীত হইয়াছে। উত্তর কহিলেন, আজি আপনি নিতান্ত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। ফলত ঈদৃশ আকার কদাচ ক্লীব হইতে পারে না; আমি পূর্ব্বে যে সন্দেহ করিয়াছিলাম; তাহা এক্ষণে নিষ্ফল হইল না। আজি আমি সহায়সম্পন্ন হইলাম; বলিতে কি, দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেও আমার উৎসাহ হইতেছে। মনোমধ্যে কিছুমাত্র ভয়ের উদ্রেক হইতেছে না। আপনার কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে; আজ্ঞা করুন। আমি সুশিক্ষিত ব্যক্তি হইতে সারথ্য কার্য্য শিক্ষা করিয়াছি; এক্ষণে আপনার অশ্ব চালনা করিব। বাসুদেবের দারুক ও সুররাজ ইন্দ্রের মাতলির ন্যায় আমিও অশ্বচালনায় নিপুণতা লাভ করিয়াছি। যে অশ্ব রথের দক্ষিণ ধুর বহন করিতেছে; সে ভগবান্ বিষ্ণুর সুগ্রীব তুল্য এবং গমনকালে ভূতলে তাহার পাদক্ষেপ কদাচ অনুভূত হয় না। যে অশ্ব রথের বাম ধুর বহন করিতেছে; সে ভগবান্ বিষ্ণুর মেঘপুষ্প অশ্বের ন্যায় গমন করিয়া থাকে। যে অশ্ব বাম পার্ষ্ণিভাগ বহন করিতেছে; সে ভগবান্ বিষ্ণুর শৈব্য অশ্বের ন্যায় বলবান্। আর যে অশ্ব দক্ষিণ পার্ষ্ণিভাগ বহন করিতেছে; সে মেঘ অপেক্ষাও বীর্য্যবান্। আমি এই সকল অশ্ব রথে যোজনা করিয়াছি; সুতরাং ইহা আপনারে অনায়াসে বহন করিতে পারিবে; অতএব আপনি ইহাতে আরোহণ করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন বাহুযুগল হইতে বলয় উন্মোচনপূর্ব্বক কাঞ্চননির্ম্মিত বর্ম্ম ধারণ ও শুক্ল বসন দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ কুটিল কেশকলাপ বন্ধন করিলেন, পরে পবিত্র ও প্রাঙ্মুখ হইয়া সেই দিব্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক অস্ত্র সমুদায় ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন অস্ত্র সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পার্থকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিল, হে মহাভাগ! এই আজ্ঞাবহ কিঙ্করগণ সমুপস্থিত; এক্ষণে কি আজ্ঞা হয়? তখন অর্জ্জুন তাহাদিগকে নমস্কার ও প্রফুল্ল বদনে হৃষ্ট মনে প্রতিগ্রহ করিয়া কহিলেন, হে অস্ত্রগণ! তোমরা রণস্থলে অবস্থান করিয়া আমার কার্য্য সম্পাদন কর।

অনন্তর তিনি অনতি বিলম্বে গাণ্ডীবে জ্যারোপণপূর্ব্বক টঙ্কার প্রদান করিলেন। যাদৃশ শৈলের উপর শৈল নিক্ষেপ করিলে ভীষণ শব্দ সমুৎপন্ন হয়; তদ্রূপ গাণ্ডীবের প্রচণ্ড রব সকলের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল; পৃথিবী শব্দায়মান হইয়া উঠিল; প্রবল বেগে বায়ু বহিতে লাগিল; দিক্ সকল প্রগাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল; চতুর্দ্দিকে ঘন ঘন উল্কাপাত হইতে লাগিল এবং নভোমণ্ডলে ধ্বজদণ্ড সকল উদ্ভ্রান্ত ও পাদপরাজি বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন কৌরবগণ অশনিনির্ঘোষ সদৃশ সেই ভয়াবহ শব্দ শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন, ইহা মহাবীর

অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ধ্বনি; তাহার সন্দেহ নাই।

উত্তর কহিলেন, হে কৌন্তেয়! আপনি একাকী, কিন্তু সর্ব্বাস্ত্রপারগ মহারথ কৌরবগণ বহুসংখ্যক; অতএব আপনি উহাদিগকে কিরূপে পরাজয় করিবেন; এই চিন্তা করিয়া নিতান্ত ভীত হইতেছি। তখন অর্জ্জুন সহাস্য মুখে কহিলেন, হে উত্তর! তুমি ভীত হইও না; দেখ, যখন আমি ঘোষযাত্রায় মহাবল পরাক্রান্ত গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম; তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? যখন সুরাসুরপরিবৃত অতিভীষণ খাণ্ডাবারণ্যে যুদ্ধ করিয়াছিলাম; তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? যখন দেবরাজ ইন্দ্রের নিমিত্ত মহাবল পৌলোম ও নিবাতকবচগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম; তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? যখন দ্রৌপদীস্বয়ম্বরে বহুসংখ্যক ভূপালগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম; তখন বা কে আমার সাহায্য করিয়াছিল? হে উত্তর! আমি এক্ষণে দ্রোণাচার্য্য, ইন্দ্র, বরুণ, যম, কুবের, বহ্নি, কৃপ, কৃষ্ণ ও পিনাকপাণি মহাদেবের অনুগ্রহে অবশ্যই ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন রাজকুমার উত্তরকে সারথ্যে নিযুক্ত করিয়া শমীবৃক্ষ প্রদক্ষিণ ও আয়ুধ ধারণ করত রথ হইতে সিংহধ্বজ অপনয়ন ও শমীবৃক্ষমূলে সংস্থাপনপূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন, বিশ্বকর্ম্মবিহিত দৈবী মায়া অবলম্বন করিয়া সিংহলাঙ্গুললক্ষণ, বানরচিহ্নিত পাবকপ্রসাদলব্ধ কাঞ্চনধ্বজ আরাধনা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ পাবক তাঁহার সংকল্প অবগত হইয়া তদীয় রথপতাকার ভূত সকলকে সন্নিবেশিত করিলেন। অনন্তর ঐ পতাকা সত্বর আকাশ হইতে অতি বিচিত্র তূণীরসম্পন্ন, মনোরথগতি তদীয় রথে নিপতিত হইল। অর্জ্জুন সেই পতাকা প্রদক্ষিণ ও রথে আরোহণ করিয়া অঙ্গুলিত্র ধারণ ও শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক উত্তর দিকে প্রস্থান করিলেন এবং মহাবেগে অতি ভীষণ লোমহর্ষণ শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলে সেই সকল বেগগামী তুরঙ্গম প্রবল বেগে গমন করিতে লাগিল। উত্তর তদ্দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া রথগর্ভে উপবেশন করিলেন।

অর্জ্জুন রশ্মি সংযত করিয়া উত্তরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজকুমার! তুমি ভীত হইও না; ক্ষত্রিয় হইয়া শত্রুমধ্যে কি নিমিত্ত বিষণ্ণ হইতেছে? তুমি নানাবিধ ভেরীরব, শঙ্খধ্বনি ও রণমাতঙ্গবৃংহিত শ্রবণ করিয়াছ; তথাপি আজি আমার এই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রাকৃত লোকের ন্যায় কেন বিষণ্ণ ও বিত্রস্ত হইতেছ? উত্তর কহিলেন, হে মহাভাগ! নানাবিধ ভেরীরব, শঙ্খধ্বনি ও রণমাতঙ্গবৃংহিত শ্রবণ করিয়াছি বটে, কিন্তু এতাদৃশ শঙ্খধ্বনি ও জ্যানির্ঘোষ কদাচ শ্রবণ করি নাই এবং ঈদৃশ ধ্বজদণ্ড কদাচ আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই সমস্ত অমানুষধ্বনি এবং রথঘর্ঘর শব্দে আমার মন নিতান্ত বিমোহিত ও ব্যথিত হইতেছে। দিক্ সকল আকুল হইয়া উঠিয়াছে এবং ধ্বজপটে সমাচ্ছাদিত হইয়া আমার নেত্রপথ রোধ করিতেছে। গাণ্ডীবনির্ঘোষে কর্ণকুহর বধির হইয়া গিয়াছে। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, হে উত্তর! তুমি দৃঢ়তর রূপে রশ্মি সংযমপূর্ব্বক সাবধানে উপবেশন কর। আমি পুনরায় শঙ্খধ্বনি করিব।

অনন্তর অর্জ্জুন শঙ্খধ্বনি করিলে এক কালে তদীয় বন্ধুবর্গের অপরিমীম আনন্দো-

দয় ও শত্রুগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল; দিক্ সকল মুখরিত হইয়া উঠিল; গিরিগুহা প্রতিধ্বনিত ও ভূধর সকল বিদারিত হইতে লাগিল। তাঁহার শঙ্খধ্বনি, রথচক্রের নির্ঘোষ ও গাণ্ডীবের টঙ্কারশব্দে সচরাচর ধরাতল বিচলিত হইয়া উঠিল। উত্তর এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনে সাতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া বিলীন ভাবে রথমধ্যে উপবেশন করিলে অর্জ্জুন অভয় প্রদানপূর্ব্বক তাঁহারে আশ্বাসিত করিলেন।

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, হে কৌরবগণ! যখন ইহাঁর জলদগম্ভীর রথনির্ঘোষে বসুমতী বিকম্পিত হইতেছে; তখন বোধ হয়, ইনি অবশ্যই অর্জ্জুন হইবেন। এই দেখ, আমাদিগের অস্ত্র শস্ত্র সকল নিষ্প্রভ ও অশ্বগণ বিষণ্ণ হইতেছে। অগ্নির আর তাদৃশ প্রতিভা নাই এবং যে সকল বস্তু বাস্তবিক সমুজ্জ্বল; তাহাও এক্ষণে প্রভাহীন হইয়া যাইতেছে; মৃগগণ পুর্ব্ব দিকে ঘোরতর রব করিতেছে; বায়সগণ ধ্বজোপরি লীন হইতেছে; রোরুদ্যমান শিবা সকল অশিব শব্দ করত সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে; কেহ তাহাদিগকে আঘাত না করিলেও আপনারা বহির্গত হইয়া ভাবী ভয় সূচনা করিতেছে; তোমাদিগের রোমকূপ সকল প্রহৃষ্ট দৃষ্ট হইতেছে; অতএব এই সমস্ত ভয়ানক উৎপাতিক চিহ্ন দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, অদ্য যুদ্ধে অসংখ্য ক্ষত্রিয়ের ক্ষয় হইবে; আজি জ্যোতিষ্কমণ্ডল সমুদায় অপ্রকাশিত ও মৃগপক্ষিগণ প্রতিকূল বোধ হইতেছে। অদ্য যুদ্ধে আমাদিগের বিনাশ যে অবশ্যম্ভাবী, তাহার আর সংশয় নাই। দেখ, প্রদীপ্ত উল্কা সকল সেনাগণের অত্যন্ত পীড়া জন্মাইতেছে; বাহন সকল দুঃখিত চিত্তে যেন রোদন করিতেছে এবং গৃধ্র সকল তোমাদিগের সৈন্যগণের চতুর্দ্দিকে উড্ডীন হইতেছে। হে মহারাজ! আজি অর্জ্জুনশরে সেনাদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত দেখিয়া অতীব সন্তপ্ত হইবেন। ঐ দেখুন, আমাদিগের সৈন্যগণ পরাভূতপ্রায় লক্ষিত হইতেছে; কাহারেও সমরোৎসাহী বোধ হইতেছে না; সকলেরই মুখ বিবর্ণ ও চিত্ত অভিভূত হইয়া গিয়াছে। অতএব গো সকল প্রস্থাপিত করিয়া ব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তন্মধ্যে অবস্থিতি করা অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা আর নিস্তার নাই।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, আমি ও কর্ণ উভয়ে এই বিষয় বারংবার কহিয়াছি এবং পুনরায় কহিতেছি; দ্যূতক্রীড়াসময়ে আমাদিগের এই রূপ পণ হইয়াছিল যে, যাঁহারা পরাজিত হইবেন; তাঁহাদিগকে দ্বাদশ বৎসর অরণ্যবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিতে হইবে। অদ্যাপি তাহাদিগের প্রতিজ্ঞাত সময় অতিক্রান্ত হয় নাই; তথাপি অর্জ্জুন আজি আমাদিগের সহিত সমাগত হইল। নির্ব্বাসন কাল অতিক্রান্ত না হইতেই যদ্যপি ধনঞ্জয় আগমন করিয়া থাকে; তাহা হইলে পাণ্ডবগণকে পুনর্ব্বার দ্বাদশ বৎসর বনবাসী হইতে হইবে। কিন্তু পাণ্ডবেরা লোভবশত সময় ভঙ্গ করিল অথবা আমাদিগেরই ভ্রান্তি হইতেছে; তাহা বলিতে পারি না, কোন বিষয়ে দ্বৈধ উপস্থিত হইলে প্রতিনিয়তই সংশয় হইয়া থাকে। কোন বিষয় এক প্রকার অবধারিত হইলেও তাহার অন্যথা হইয়া থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরাও স্বার্থচিন্তাসময়ে ভ্রমকূপে নিপতিত হন। অতএব পাণ্ডবগণের প্রতিজ্ঞাত সময় অবশিষ্ট আছে কিম্বা অতিক্রান্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে আমি সন্দিহান হইতেছি; কিন্তু বোধ হয়, পিতামহ বিশেষ অবগত আছেন।

মৎস্যসেনাগণ যুদ্ধ করিবার মানসে উত্তর গোগৃহে গমন করিয়াছেন; যদ্যপি ধনঞ্জয়

তাহাদিগের সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের কোন অপরাধ নাই। মৎস্যগণ ত্রিগর্ত্তদিগের বহুবিধ অপকার করিয়াছিল; তাহারা ভয়াভিভূত হইয়া সেই বিষয় আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করাতে আমরা তাহাদিগের সাহায্যার্থ এই রূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, ত্রিগর্ত্তগণ সপ্তমীতে অপরাহ্নে মৎস্যগণের গোধন সকল গ্রহণ করিবে; পরে মৎস্যরাজ যুদ্ধার্থী হইয়া গোষ্ঠে আগমন করিলেও আমরা অষ্টমীতে সূর্য্যোদয় সময়ে এই সমস্ত গোধন গ্রহণ করিব; এক্ষণে তদনুসারে মৎস্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিয়াছি।

বোধ হয়, ত্রিগর্ত্তগণ বিরাটরাজের গোধন সকল আনয়ন করিবে; কিম্বা যদি তাহারা পরাজিত হইয়া থাকে; তাহা হইলেও আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া মৎস্যগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে; তাহার সন্দেহ নাই। অথবা মৎস্যগণ জনপদবাসী লোক ও সমুদায় সেনা সমভিব্যাহারে কেবল এই রাত্রি আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে; কিম্বা তাহাদিগের কোন বীর পুরুষ অগ্রসর হইয়া আগমন করিতেছে; অথবা স্বয়ং বিরাট রাজ সমাগত হইতেছেন। মৎস্যরাজই আগমন করুন; আর ধনঞ্জয়ই বা আসুক; আমাদিগকে অবশ্যই যুদ্ধ করিতে হইবে; ইহা প্রতিজ্ঞা করিলাম। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি মহারথগণ এমন সময়ে কি নিমিত্ত উদ্ভ্রান্ত চিত্তে রথোপরি দণ্ডায়মান আছেন? বিনা যুদ্ধে কাহারও নিস্তার নাই; অতএব সকলেই সতর্ক হইয়া যত্ন করুন। যদ্যপি বজ্রধর বা দণ্ডধর বলপূর্ব্বক আমাদিগের গোধন হরণ করেন; তথাপি কোন্ ব্যক্তি বিনা যুদ্ধে হস্তিনাপুরে প্রতিগমন করিবে? পদাতি হউক বা অশ্বারোহী হউক, সমরে পরাঙ্মুখ হইলে কেহই আমার শরে জীবিত থাকিবে না; অতএব এক্ষণে আচার্য্যকে উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধের নিয়ম সকল নির্দ্ধারণ করুন; তিনি তাহাদিগের মত বিলক্ষণ অবগত আছেন; এই নিমিত্ত আমাদিগের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইতেছে; অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার সমধিক প্রীতি আছে; ফলত পাণ্ডবগণ চির কালই আচার্য্যের প্রণয়ভাজন; দেখুন, ধনঞ্জয় নিকটে আগমন করিতেছে দেখিয়াই উনি তাহার প্রশংসা করিতেছেন; তাহার অশ্বের হ্রেষিত শ্রবণমাত্রেই আচার্য্য মহাশয়ের অন্তঃকরণ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে; অতএব সেনাগণ যাহাতে মহারণ্যপ্রবিষ্ট বৈদেশিক ব্যক্তির ন্যায় ভ্রান্ত বা বিপথপ্রবিষ্ট না হয়, এই রূপ নীতি বিধান করা কর্ত্তব্য।

পাণ্ডবগণ আচার্য্যের সবিশেষ প্রীতিপাত্র; তাহা উনি স্বয়ংই কহিতেছেন; নতুবা অশ্বগণের হ্রেষিত শ্রবণমাত্রেই কোন্ ব্যক্তি যোদ্ধার প্রশংসা করিয়া থাকে? অশ্বগণ স্বস্থানে অবস্থান বা গমন সময়ে স্বভাবতই হ্রেষারব করিয়া থাকে; সমীরণ সর্ব্বদাই প্রবাহিত হয়; বাসবদেব সর্ব্বদাই বর্ষণ করেন; জলধরপটলের উদয় হইলেই অশনিনির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে; ইহাতে অর্জ্জুনের কি অলৌকিক বীরত্ব প্রকাশিত হইতেছে? আর কি নিমিত্তই বা তিনি তাহারে প্রশংসা করিতেছেন? প্রাজ্ঞতম আচার্য্যগণ আমাদের প্রতি কোন অভিলাষ, বিদ্বেষ বা রোষপরবশ না হইয়া কারুণ্য রসবশম্বদ ও উপায়দর্শী হইয়া থাকেন; অতএব ভয় উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। তাঁহারা বিচিত্র প্রাসাদ, সভা বা উপবনে বিচিত্র কথা উত্থাপন করিয়া পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে পারেন এবং জনসমাজে নানাবিধ অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন, যজ্ঞ, অস্ত্রশিক্ষা অথবা সন্ধিসময়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন

করেন। পরচ্ছিদ্রানুসন্ধান, লোকচরিত্র বিজ্ঞান, গজ অশ্ব ও রথচর্য্যা, গো খর উষ্ট্র অজ মেষ কার্য্য পরিজ্ঞান, রথ্যা ও পুরদ্বার নির্ম্মাণ এবং অন্নের সংস্কার ও দোষবিষয়ে ইহাঁরা কুশলী। এক্ষণে যাঁহারা বিপক্ষের গুণ কীর্ত্তন করেন; তাদৃশ পণ্ডিতগণকে উপেক্ষা করিয়া শত্রুসংহারোপযোগিনী নীতি প্রয়োগ করুন। চতুর্দ্দিকে এরূপ ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক মধ্যস্থানে গোসমূহ সংস্থাপিত করিয়া যত্নাতিশয় সহকারে রক্ষা করুন; যাহাতে আমরা অনায়াসে শত্রুগণসঙ্গে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

কর্ণ কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! সমুদায় ধনুর্দ্ধরগণকেই ভীত ও সমরপরাঙ্মুখ দৃষ্ট হইতেছে। ঐ ব্যক্তি মৎস্যরাজই হউক বা অর্জ্জুনই হউক; উহার নিকট ভয়ের বিষয় কি? যেমন বেলাভূমি সমুদ্রকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; তদ্রূপ আমি উহারে অবরোধ করিব; সন্দেহ নাই। মদীয় শর সমূহ শরাসন হইতে মুক্ত হইলে গমনশালী আশিবিষের ন্যায় কখনই প্রত্যাবৃত্ত হইবার নহে। যেমন পতঙ্গকুল পাদপ সমূহ আচ্ছন্ন করে; তদ্রূপ আমার রুক্মপুঙ্খ সুতীক্ষ্ণ শরনিকর পার্থকে সমাচ্ছন্ন করিবে। এক্ষণে শত্রুগণ আহত ভেরীরবের ন্যায় আমাদিগের শরাসনজ্যানির্ঘোষ ও তলশব্দ শ্রবণ করুক। ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইল অর্জ্জুন আমারে সংগ্রামে পরাজয় করিবার নিমিত্ত একান্ত সমুৎসুক হইয়াছে; অদ্য এই সংগ্রামে সাতিশয় উৎসাহ সহকারে অবশ্যই আমারে প্রহার করিবে; তাহার সন্দেহ নাই। মহাবীর ধনঞ্জয় মদীয় নিশিত শরনিকর সহ্য করিবার উপযুক্ত পাত্র। ঐ মহাবল পরাক্রান্ত ধনুর্দ্ধর ত্রিলোকবিশ্রুত; আমিও উহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহি। অদ্য আকাশমণ্ডল কাঞ্চনময় পক্ষাচ্ছাদিত মদীয় শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পতঙ্গকুলসঙ্কুলের ন্যায় বোধ হইবে।

আজি আমি সমরে অর্জ্জুনকে সংহার করিয়া দুর্য্যোধনসমীপে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত ঋণ পরিশোধ করিব। আজি অর্দ্ধপথে বিচ্ছিন্ন শর সমূহের পুঙ্খ সমুদায় আকাশচারী শলভকুলের ন্যায় শোভমান হইবে। যেমন উল্কা দ্বারা মহাগজকে নিপীড়িত করে; তদ্রূপ আজি আমি মহেন্দ্রসমতেজা ধনঞ্জয়কে বাণ দ্বারা ব্যথিত করিব। গরুড় যেমন সর্পকে অনায়াসে গ্রহণ করে; তদ্রূপ আজি আমি সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা অতিরথ পার্থকে আক্রমণ করিব। যেমন সৌদামিনীসনাথ জলধরপটল বারি বর্ষণ করিয়া প্রবল হুতাশনকে নির্ব্বাপিত করে; তদ্রূপ আজি আমি রথারোহণপূর্ব্বক শরজাল দ্বারা সেই শত্রুক্ষয়কারী মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুতনয়কে বিনাশ করিব। যেমন পন্নগগণ বল্মীকমধ্যে বিলীন হয়; তদ্রূপ মদীয় শর সমুদায় আজি অর্জ্জুনের শরীরে প্রবিষ্ট হইবে। পর্ব্বত যেমন কর্ণিকার পুষ্পে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে; তদ্রূপ ধনঞ্জয় আজি সুতীক্ষ্ণ সুবর্ণপুঙ্খ নতপর্ব্ব মদীয় শরনিবহে পরিবৃত হইবে। আমি মহর্ষিসত্তম পরশুরামের নিকট অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি; সেই সকল অস্ত্রবলে ও স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে আমি অমরগণের সহিতও সংগ্রাম করিতে পারি। আজি অর্জ্জুনের ধ্বজাগ্রস্থিত বানর মদীয় ভল্লপ্রহারে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ভীষণ নিনাদ করত ভূতলে নিপতিত হইবে এবং তত্রত্য অন্যান্য প্রাণিগণও মদীয় তীক্ষ্ণ শর প্রহারে বিপন্ন হইয়া গগনব্যাপী ঘোরতর শব্দ করিতে করিতে ইতস্তত পলায়ন করিবে। আজি আমি রথ হইতে অর্জ্জুনকে নিপাতিত করিয়া দুর্য্যোধনের চিরনিহিত হৃদয়শল্য সমূলে উন্মূলন করিব। আজি কৌরবগণ পুরুষ-

কারসম্পন্ন ধনঞ্জয়কে হতাশ্ব ও বিরথ হইয়া ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে অবলোকন করিবেন। এক্ষণে তাঁহারা গোধন লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান অথবা স্ব স্ব রথে আরোহণপূর্ব্বক আমার সংগ্রাম-নিপুণতা সন্দর্শন করুন।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

কৃপ কহিলেম, হে কর্ণ! ক্রূর যুদ্ধেই তোমার নিপুণতা আছে; এবং কিরূপে মন্ত্রণা করিতে হয়, তাহাও তোমার অবিদিত নাই, কিন্তু উত্তর কালে যে কি ফল হইবে; তাহার কিছুমাত্র পর্য্যবেক্ষণ কর না। শাস্ত্রে বহুবিধ মায়াযুদ্ধ উল্লিখিত হইয়াছে বটে; কিন্তু পণ্ডিতগণ ঐ সমুদায় সংগ্রামকে পাপ-যুদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। উপযুক্ত দেশ কাল পর্য্যালোচনা করিয়া যুদ্ধ করিলে জয় লাভ হয়; কিন্তু অযোগ্য দেশে বা অকালে সংগ্রাম করিলে কখন ফল লাভ হয় না। হে রাধেয়! অনধিকারচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় নহে; বিজ্ঞ ব্যক্তিরা রথকারের ভার বহনে কদাচ প্রবৃত্ত হন না। ইহা সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করা আমাদিগের পক্ষে কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে। ঐ মহাবীর একাকী কুরুদেশ রক্ষা, অগ্নির তৃপ্তি সাধন ও পঞ্চ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিয়াছে; ঐ মহাবীর একাকী সুভদ্রারে হরণ করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক দ্বৈরথযুদ্ধ করিবার মানসে কৃষ্ণকে আহ্বান করিয়াছিল। ঐ মহাবীর একাকী কিরাতরূপী ভগবান্ মহাদেবের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। মহাবীর একাকী বনমধ্যে জয়দ্রথ কর্ত্তৃক অপহৃত কৃষ্ণারে প্রত্যুদ্ধার করিয়াছিল। ঐ মহাবীর একাকী ইন্দ্রের নিকট পঞ্চ বৎসর অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে। ঐ মহাবীর একাকী অরাতি পরাজয় করিয়া কুরুকুলের যশোরাশি দেদীপ্যমান করিয়াছে। ঐ মহাবীর একাকী সংগ্রামে অরিনিসূদন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন, নিবাতকবচগণ ও কালকঞ্জ দানবদলকে সংহার করিয়াছে। হে কর্ণ! ঐ মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় একাকী স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে এই সমুদায় অলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে; তুমি একাকী কোন্ কালে কোন্ মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছ?

মহাবীর অর্জ্জুন দিগ্বিজয়সময়ে ভূপালগণকে বশবর্ত্তী করিয়া যেপ্রকার অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিল; তাহাতে বোধ হয়, সুররাজ ইন্দ্রও তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ নহেন; অতএব হে সূতনন্দন! তুমি সেই মহাতেজা পার্থের সহিত যুদ্ধ করিবার মানস করিয়া কি নিমিত্তে দক্ষিণ কর প্রসারণপূর্ব্বক প্রদেশিনী দ্বারা ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের দংশন আক্রমণ করিতে বাসনা করিতেছ। তুমি অঙ্কুশ না লইয়া মহাবনপ্রবিষ্ট মত্ত মাতঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক নগরে গমন করিতে বাসনা করিয়াছ; তুমি ঘৃতাক্ত হইয়া চীর বাস পরিধানপূর্ব্বক প্রজ্বলিত হুত হুতাশনের মধ্য দিয়া গমন করিতে বাসনা করিতেছে; কোন ব্যক্তি গলদেশে মহাশিল বদ্ধ করিয়া বাহু দ্বারা সমুদ্র সন্তরণ করিতে অভিলাষ করে? যে ব্যক্তি অকৃতাস্ত্র ও দুর্ব্বল হইয়া সেই বলবান্ কৃতাস্ত্র ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে মানস করে; সে নিতান্ত মূঢ়। ঐ মহাবীর আমাদিগের কর্ত্তৃক পরাজিত ও অপমানিত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ ছিল; এক্ষণে মুক্ত হইয়া অবশ্যই আমাদিগকে নিঃশেষিত করিবে। মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন যে কূপমধ্যস্থিত হুতাশনের ন্যায় এই স্থানে গোপমে অবস্থান করিতেছেন; ইহা আমরা পূর্ব্বে জানিতে পারিলে কদাচ এরূপ কর্ম্ম করিতাম না। যাহা হউক, এক্ষণে মহাভয় সমুপস্থিত; অতএব দ্রোণ, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম,

অশ্বত্থামা, তুমি ও আমি এই ছয় জন রথী প্রস্তুত হইয়া থাকি ; সকলে একত্র হইয়া অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিব। একাকী যুদ্ধ করিব বলিয়া বৃথা সাহস বা দর্প করিবার আবশ্যক নাই। সৈন্য সমুদায় ও প্রধান প্রধান ধনুর্দ্ধরগণ বর্ম্ম ধারণ ও ব্যূহ রচনা করিয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সাবধান হইয়া থাকুক। পূর্ব্বে দানবগণ বাসবের সহিত যেরূপ সমর করিয়াছিল ; অদ্য অর্জ্জুনের সহিত আমাদিগেরও সেই প্রকার সংগ্রাম হইবে ; তাহার সন্দেহ নাই।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

অশ্বত্থামা কহিলেন, হে কর্ণ! গোধন সকল এখনও পরাজিত ও বারণাবত নগরে নীত হয় নাই ; তাহারা স্বস্থানেই অবস্থান করিতেছে ; তথাপি তুমি কি নিমিত্ত এরূপ অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছ? মহাবল পরাক্রান্ত মনুষ্যেরা বহুতর যুদ্ধে জয় লাভ ও প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়াও কদাচ আস্ফালন করেন না। হুতাশন তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সমস্ত বস্তু দগ্ধ করিয়া থাকেন ; দিবাকর মূক হইয়া স্বীয় প্রখর করজাল বিস্তার করেন ; অবনী মৌনাবলম্বন করিয়া এই সচরাচর লোক সকল ধারণ করিয়া আছেন। বিধাতা চাতুর্ব্বর্ণের বিশেষ বিশেষ বৃত্তি বিধান করিয়া দিয়াছেন ; ব্রাহ্মণেরা স্বাধ্যায়সম্পন্ন হইয়া সর্ব্বদা যজন ও যাজন কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন ; ক্ষত্রিয়েরা শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন কদাচ যাজন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন না; বৈশ্যেরা অর্থ লাভ করিয়া ব্রাহ্মণেরই কার্য্য সাধন করিবেন ; এবং শূদ্রেরা কপটতাশূন্য হইয়া বিনীত ভাবে নিরন্তর বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষায় নিরত হইবেন ; অতএব বিধিবিহিত স্ব স্ব ব্যবসায়সুলভ অর্থ লাভ করিলে কদাচ দূষিত হইতে হয় না। মহানুভব পুরুষেরা ধর্ম্মানুসারে এই সসাগরা পৃথিবী হস্তগত করিয়া গুণবিহীন গুরু জনেরও অবমাননা করেন না।

এই নৃশংস ও নির্ঘৃণ দুর্য্যোধনের ন্যায় কোন্ ক্ষত্রিয় কপট দ্যূত দ্বারা রাজ্য লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন? এবং কোন্ ব্যক্তি বৈতংসিকের ন্যায় ছলনা ও প্রতারণা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া আত্মশ্লাঘা করে? এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি ; তুমি যাহাদিগের ধনাপহরণ করিয়াছিলে ; সেই মহারথ পাণ্ডবগণকে কোন্ দ্বৈরথ যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছ? কোন্ যুদ্ধে ইন্দ্রপ্রস্থ অধিকার করিয়াছ? এবং কোন্ যুদ্ধেই বা একবস্ত্রা রজস্বলা পতিব্রতা দ্রৌপদীরে জয় করিয়া সভায় আনয়ন করিয়াছ? তোমরা পূর্ব্বে যে সমস্ত দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ ; তাহাই এই অনর্থের মূল; কিন্তু মহাত্মা বিদুর এ বিষয়ে তোমাদিগকে যাহা কহিয়াছিলেন; তাহাও তোমরা অগ্রাহ্য করিয়াছ ; এই নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত সৌহার্দ্দ ভঙ্গ হইয়াছে। মনুষ্যদিগের শক্ত্যনুসারে শান্তি অবলম্বন করাই বিধেয়।

অর্জ্জুন দ্রৌপদীর সেই সকল ক্লেশ কদাচ সহ্য করিবে না। সে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের বিনাশ সাধনের নিমিত্তই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তুমি বিজ্ঞ হইয়া কি কারণে এ বিষয়ের উল্লেখ করিতেছ? মহাবীর অর্জ্জুন আমাদিগকে সংহার করিয়া অবশ্যই বৈর নির্য্যাতন করিবে। সে রণস্থলে দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর বা রাক্ষসভয়ে কদাচ ভীত হয় না। খগরাজ গরুড় মহাবেগে পতিত হইবামাত্র যেমন মহীরুহ উন্মূলিত হয়; তদ্রূপ সে ক্রোধভরে সংগ্রামে যাহারে আক্রমণ করিবে ; সে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইবে ; সন্দেহ নাই। অর্জ্জুন বলবীর্য্যে তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; ধনুর্ব্বিদ্যায় দেবরাজসদৃশ ও যুদ্ধে বাসুদেবতুল্য। অতএব কে তাহারে প্রসংসা না করিবে? তাহার সমান বীর পুরুষ ভূমণ্ডলে আর দৃষ্টিগোচর হয় না ; সে দৈববন্ধে দেবগণ, বাহু-

বলে মানবগণের সহিত সংগ্রাম করে; এবং অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র সকল প্রতিহত করিতে পারে।

শিষ্যের প্রতি আচার্য্যের অপত্যস্নেহ হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যের নিতান্ত প্রিয় পাত্র হইয়াছে। তুমি যেরূপে দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলে; যেরূপে ইন্দ্রপ্রস্থ অধিকার করিয়াছিলে ও যেরূপে দ্রৌপদীরে সভায় আনয়ন করিয়াছিলে; এক্ষণে সেই রূপে তোমারে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। তোমার মাতুল ক্ষাত্র ধর্ম্মকোবিদ কপট দ্যূতবেদী গান্ধাররাজ শকুনি এখন যুদ্ধ করুন। অর্জ্জুনের গাণ্ডীব পাশক, দিক বা চতুষ্ক নিক্ষেপ করেন না; উহা কেবল অনবরত প্রজ্বলিত সুতীক্ষ্ণ শর সমূহ বর্ষণ করিয়া থাকে। অর্জ্জুনের নিদারুণ শরজাল গাণ্ডীববিনির্ম্মুক্ত হইয়া পর্ব্বত বিদারণপূর্ব্বক গমন করিতে পারে। পবন, অন্তক ও অগ্নি ইহারা কদাচ সমস্ত বস্তু বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু ধনঞ্জয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সকলেরই বিনাশ সাধন করিতে পারেন। তুমি সভামধ্যে শকুনির সাহায্য লাভ করিয়া যেরূপে দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলে; এক্ষণে শকুনি কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া সেই রূপে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ কর। এই যুদ্ধে অন্য যোদ্ধা সকল গমন করুন। আমি কখনই অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিব না। যদি মৎস্যরাজ এই গোষ্ঠে আগমন করেন; তাহা হইলে আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, মহামতি কৃপ ও অশ্বত্থামা অতি উত্তম কহিয়াছেন। কর্ণ ক্ষাত্র ধর্ম্মাবলম্বনপূর্ব্বক কেবল যুদ্ধ করিবারই অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন আর আচার্য্য যাহা কহিয়াছেন; তদ্বিষয়ে দোষারোপ করা বিজ্ঞ ব্যক্তির নিতান্ত অনুচিত। এক্ষণে আমার মতে উত্তমরূপে দেশ কাল পর্য্যালোচনা করিয়া যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য। সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী পাঁচ জন শত্রুকে অভ্যুদয়শালী অবলোকন করিয়া কোন্ ব্যক্তি বিমোহিত না হয়? ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরাও স্বার্থচিন্তাসময়ে বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। হে দুর্য্যোধন! এক্ষণে এ বিষয়ে আমার যে মত; তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। কর্ণ যোদ্ধাদিগকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্তই সমরবাসনা প্রকাশ করিয়াছেন; অতএব আচার্য্য দ্রোণ, কৃপ ও আচার্য্যপুত্রের এ বিষয়ে ক্ষমা করা কর্ত্তব্য; এবং তোমারও ইহাতে সবিশেষ বিবেচনা করা বিধেয়। এক্ষণে মহৎ কার্য্য সমুপস্থিত; অর্জ্জুন আগতপ্রায়; অতএব আমাদের সকলেই একত্র হইয়া যুদ্ধ করা উচিত। এক্ষণে পরস্পর বিরোধ করিবার সময় নহে। আপনাদিগের অস্ত্রবিদ্যা সূর্য্যপ্রভার ন্যায় এবং ব্রহ্মণ্য ও ব্রহ্মাস্ত্র চন্দ্রমার স্থির লক্ষ্মীর ন্যায় সতত অপ্রতিহত রহিয়াছে। ভরতকুলাচার্য্য দ্রোণ, কৃপ এবং দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিতেই চারি বেদ ও ক্ষাত্র তেজ এই উভয়ের একত্র সমাবেশ দৃষ্ট হয় না। পুরুষোত্তম দ্রোণাচার্য্য ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিতেই ব্রহ্মতেজ, ব্রহ্মাস্ত্র ও বেদ এই তিনের সমানাধিকরণ্য অবলোকন করি না। বেদান্ত, পুরাণ ও ইতিহাস এই সমুদায় বিষয়ে পরশুরাম ব্যতীত দ্রোণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। পণ্ডিতেরা কহেন, সৈন্যের যে সমুদায় ব্যসন আছে; তন্মধ্যে ভেদই মুখ্য; অতএব হে আচার্য্যপুত্র! আপনি ক্ষমা প্রদর্শন করুন; এখন আত্মীয়ভেদের সময় নহে।

তখন অশ্বত্থামা কহিলেন, আমাদিগের এই সময়ে এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু পিতা রোষপরবশ হইয়া যাহা কহিয়াছেন; তাহার কারণ এই যে, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা গুণবান্ শত্রুর গুণ ও দোষী শত্রুর

দোষ কীর্ত্তনে পরাঙ্মুখ হন না এবং পুত্র ও শিষ্যকে সতত হিতোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

দুর্য্যোধন অশ্বত্থামার বাক্য শ্রবণানন্তর দ্রোণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! ক্ষমা প্রদর্শন করুন; আপনি পরিতুষ্ট থাকিলেই আমাদিগের মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা। এই বলিয়া তিনি কর্ণ, ভীষ্ম ও মহাত্মা কৃপের সমভিব্যাহারে. দ্রোণাচার্য্যকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

তখন দ্রোণ কহিলেন, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছেন; আমি তাহাতেই প্রসন্ন হইয়াছি। পরে ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; হে গাঙ্গেয়! এক্ষণে পার্থ যাহাতে দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিতে না পারে; যাহাতে মহারাজ দুর্য্যোধন সাহস বা মোহবশত শত্রুর বশীভূত না হন; তদ্বিষয়িণী নীতি চিন্তা কর। ত্রয়োদশ বৎসর অতীত না হইলে অর্জ্জুন কদাচ আত্মপ্রকাশ করিত না। ঐ মহাবীর এক্ষণে গোধন মোচন করিতে আসিয়াছে; কখনই ক্ষমা করিবে না; অতএব যাহাতে অর্জ্জুন মহারাজ দুর্য্যোধন ও এই সকল সৈন্যকে পরাজয় করিতে সমর্থ না হয়; এ বিষয়ে নিয়ম নির্দ্ধারণ কর। দুর্য্যোধন পূর্ব্বে এই রূপ কহিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহা স্মরণ করিয়া যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়; ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, দিন, পক্ষ, মাস, গ্রহ, নক্ষত্র, ঋতু ও সম্বৎসর লইয়া একটী কালচক্র হয়। উহাদিগের কালাতিরেক ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলের ব্যতিক্রমবশত প্রতি পঞ্চম বর্ষে দুই মাস করিয়া বৃদ্ধি হয়। এই রূপে তাহাদিগের ত্রয়োদশ বৎসর সম্পূর্ণ হইয়া পঞ্চ মাস ও ছয় দিবস অধিক হইয়াছে। তাহারা যাহা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল; তৎসমুদায় অবিকল অনুষ্ঠিত হইয়াছে, জানিয়া অর্জ্জুন সমাগত হইয়াছে; তাহার সন্দেহ নাই। মহাত্মা পাণ্ডবেরা পরম ধার্ম্মিক; বিশেষত যুধিষ্ঠির তাহাদিগের রাজা; অতএব তাহারা কি নিমিত্ত ধর্ম্মের নিকট অপরাধী হইবে? পাণ্ডবেরা কৃতী ও লোভবিহীন। তাহারা অধর্ম্মাচরণ দ্বারা রাজ্য লাভের অভিলাষ করে না। তাহারা ধর্ম্মপাশে বদ্ধ আছে বলিয়া ক্ষত্রিয়ব্রত হইতে বিচলিত হয় নাই; নতুবা সেই সময়েই আপনাদিগের অসাধারণ বলবীর্য্য প্রকাশ করিত। তাহারা অনায়াসে মৃত্যুমুখে গমন করিতে পারে; তথাপি কদাচ অনৃত পথে পদার্পণ করে না। পাণ্ডবগণের স্বভাবই এই রূপ যে, তাহারা ইন্দ্র কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলেও যথাযোগ্য সময়ে আপনাদিগের প্রাপ্য বিষয় পরিত্যাগ করে না। এক্ষণে আমাদিগকে অদ্বিতীয় বীর অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। অতএব শীঘ্র যুদ্ধোপযোগী সাধুগণাচরিত কল্যাণকর বিধির অনুষ্ঠান কর। হে রাজেন্দ্র! যুদ্ধে সিদ্ধি লাভের অবশ্যম্ভাবিত্ব কদাপি নয়নগোচর হয় নাই। জয় বা পরাজয় অবশ্যই হইয়া থাকে। তন্নিমিত্ত চিন্তিত হইবার বিষয় কি? ধনঞ্জয় আগত প্রায়; এক্ষণে সত্বরে যুদ্ধোচিত অথবা ধর্ম্মসম্মত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।

দুর্য্যোধন কহিলেন, পিতামহ! আমি কদাচ পাণ্ডবদিগকে রাজ্য প্রদান করিব না; আপনি অবিলম্বে যুদ্ধের আয়োজন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কুরুনন্দন! যাহাতে তোমাদিগের শ্রেয়োলাভ হয়; ঈদৃশ উপদেশ প্রদান করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য; যদি শ্রদ্ধা হয়, তাহা হইলে আমার অভিপ্রায় শ্রবণ কর। তুমি এই সকল সৈন্যকে চতুর্থাংশে বিভক্ত করিয়া তাহার একাংশ

সমভিব্যাহারে নগরে প্রস্থান কর। অপর এক ভাগ গোধন লইয়া গমন করুক; পরে কৃপ, কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও আমি, আমরা সকলে অবশিষ্ট দুই অংশ সমভিব্যাহারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিব। যেমন বেলাভূমি উচ্ছলিত বারিনিধিকে নিবারণ করে; তদ্রূপ যদি বিরাটরাজ অথবা স্বয়ং ইন্দ্র আগমন করেন; তথাপি আজি আমি তাহাদিগের নিরাকরণ করিব; সন্দেহ নাই।

মহাত্মা ভীষ্মের বাক্য কাহারও অনভিমত হইল না। কুরুরাজ দুর্য্যোধন তন্নির্দ্দিষ্ট সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিলেন। ভীষ্ম প্রথমত দুর্য্যোধন, তৎপরে গোধন সকল প্রেরণপূর্ব্বক সৈন্যগণকে ব্যবস্থাপিত করত ব্যূহ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, আচার্য্য! আপনি মধ্যস্থানে অবস্থিতি করুন; অশ্বত্থামা বাম পার্শ্ব ও কৃপাচার্য্য দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা করিবেন। সুতপুত্র কর্ণ অগ্রসর হইবেন এবং আমি সকলের পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিব।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন রথঘর্ঘরশব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া কৌরবদিগের অসংখ্য সৈন্যগণসমীপে সহসা সমুপস্থিত হইলেন। কৌরবেরা তাঁহার ধ্বজাগ্র সন্দর্শন, গাণ্ডীবধ্বনি ও রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, ঐ দেখ, দূরে মহাবীর অর্জ্জুনের ধ্বজাগ্রভাগ শোভা পাইতেছে; রথের ঘর্ঘর রব শ্রবণগোচর হইতেছে; ধ্বজাগ্রবর্ত্তী বানর উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া সেনাগণের ভয়োৎপাদন করিতেছে এবং ধনঞ্জয় সুসজ্জিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক মুহুর্মুহু গাণ্ডীব শরাসনে অশনিনির্ঘোষসদৃশ টঙ্কার প্রদান করিতেছে। দেখ, এই দুইটি শর সমবেত হইয়া আমার চরণে নিপতিত হইল; অপর দুইটি মদীয় শ্রবণযুগল স্পর্শ করিয়া প্রবল বেগে অতিক্রান্ত হইল। বোধ হয়, মহাবীর ধনঞ্জয় অরণ্যবাসকালে যে সকল অলৌকিক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছে; এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক তাহা আমার কর্ণগোচর করাইল। যাহা হউক, আমরা বহু কালের পর প্রিয়বান্ধব শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে অবলোকন করিলাম। এক্ষণে পার্থ শর, শরাসন, তূণীর শঙ্খ, কবচ, কিরীট ও খড়্গ ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

অনন্তর অর্জ্জুন কৌরবগণকে রণস্থলে সমবস্থিত নিরীক্ষণ করিয়া রাজকুমার উত্তরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে সারথে! সেনাদিগের প্রতি বাণপাত কালে তুমি অশ্বের রশ্মি সংযত করিবে; আমি এই সৈন্যমণ্ডলীমধ্যে সেই কুরুকুলাধম দুর্য্যোধন কোথায় আছে, এক বার অনুসন্ধান করিব। এক্ষণে অন্যান্য কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। সেই অভিমানপরতন্ত্র দুর্য্যোধন পরাজিত হইলে সকলকেই পরাজয় করা হইবে। ঐ আচার্য্য দ্রোণ, উহার পশ্চাদ্ভাগে অশ্বত্থামা, ভীষ্ম, কৃপ ও কর্ণ অবস্থান করিতেছেন। এস্থলে দুর্য্যোধনকে ত দেখিতে পাইলাম না; এক্ষণে বোধ হয়, সে গোধন গ্রহণপূর্ব্বক প্রাণভয়ে দক্ষিণামুখে পলায়ন করিতেছে, নিরর্থক যুদ্ধ করা অনুচিত; অতএব প্রথমে আমরা কৌরবসেনা পরিত্যাগ করিয়া তাহারই অনুসরণ করি। তাহারে পরাজয় করিলেই অনতিবিলম্বে গো সকল প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইব।

অনন্তর উত্তর পরম যত্ন সহকারে রশ্মি সংযত করিয়া যে দিকে রাজা দুর্য্যোধন গমন করিতেছেন; সেই দিকে অশ্ব চালনা করিলেন। তখন কৃপাচার্য্য অর্জ্জুনের অভিপ্রায়

স্পষ্টরূপে অবগত হইয়া দ্রোণকে কহিলেন, অর্জ্জুন মহারাজ দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে গমন করিতেছে; অতএব আইস, আমরা দুর্য্যোধনের পার্শ্বি গ্রহণ করি। অর্জ্জুন ক্রোধাবিষ্ট হইলে দেবরাজ ইন্দ্র, দেবকীনন্দন মধুসূদন, অশ্বত্থামা ও দ্রোণ ব্যতিরেকে কেহই একাকী যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। এক্ষণে গোধন বা প্রভূত ধন লইয়া আমাদিগের কি উপকার দর্শিবে; মহারাজ দুর্য্যোধন অনতি বিলম্বে নাবিকশূন্য নৌকার ন্যায় অর্জ্জুনজলে নিমগ্ন হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

অনন্তর অর্জ্জুন তথায় উপস্থিত হইয়া উচ্চৈস্বরে আপনার নাম কীর্ত্তন করিলেন এবং কৌরবসেনাগণের প্রতি অনবরত শলভ সমূহের ন্যায় শরজাল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তখন ভূমণ্ডল ও নভস্তল পার্থশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। কৌরবসেনা সকল নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল; কিন্তু তৎকালে কেহই পলায়ন করিল না; প্রত্যুত মনে মনে মহাবীর অর্জ্জুনের ক্ষিপ্রকারিতার সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে ধনঞ্জয় শঙ্খধ্বনি ও গাণ্ডীবটঙ্কার প্রদান করিয়া ধ্বজদণ্ডে ভূত সকল প্রেরণ করিলেন। শঙ্খধ্বনি, রথনির্ঘোষ, গাণ্ডীবশব্দ ও ধ্বজসন্নিবিষ্ট ধাবমান ঊর্দ্ধপুচ্ছ অমানুষ ভূত সকলের কলরবে পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন ধেনু সকল দক্ষিণাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইল।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই রূপে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় স্বীয় অসাধারণ বলবিক্রমে শত্রুসেনাগণকে পরাজয় করত গোধন মুক্ত করিয়া যুদ্ধাভিলাষে পুনরায় দুর্য্যোধনের সমীপে গমন করিলেন। কৌরবগণ, গো সমুদায় বেগে মৎস্যাভিমুখে গমন করিতেছে ও মহাবীর ধনঞ্জয় কৃতকার্য্য হইয়া দুর্য্যোধনের সম্মুখীন হইতেছেন দেখিয়া সহসা তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন বহুলধ্বজপতাকাশালী প্রভূত কৌরবসৈন্য সন্দর্শন করিয়া উত্তরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, রাজপুত্র! সত্বরে এই পথে রথ চালনা কর; তাহা হইলে অনায়াসে কুরুবীরগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে। ঐ দেখ, সূতপুত্র কর্ণ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় আমার সহিত সংগ্রাম করিতে সমুদ্যত হইয়াছে; ঐ দুরাত্মা দুর্য্যোধনের আশ্রয়বলে একান্ত দর্পিত; তুমি সত্বরে উহার নিকট আমারে লইয়া চল। বিরাটতনয় অর্জ্জুনের নির্দেশানুসারে সত্বরে সুবর্ণকক্ষ শ্বেতবর্ণ অশ্ব সমুদায় চালনপূর্ব্বক শত্রুসৈন্য বিনাশ করত রণস্থলে ধনঞ্জয়কে উপনীত করিলেন।

তখন চিত্রসেন প্রভৃতি বীরগণ কর্ণের সাহায্যবলে অর্জ্জুনের উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর ধনঞ্জয়ও শরাসননির্ম্মুক্ত শরানল দ্বারা অরাতিকানন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। এই রূপে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে পর বিকর্ণ রথারোহণপূর্ব্বক পার্থসমীপে সমাগত হইয়া তাঁহার উপর শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন অরাতিনিসূদন পার্থ সুবর্ণালঙ্কৃত দৃঢ়মৌর্ব্বীক শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক বিকর্ণকে ভূতলে পাতিত ও তাহার ধ্বজ ছেদন করিলেন। বিকর্ণ পতিত হইবামাত্র দ্রুতবেগে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

বিকর্ণ পলায়ন করিলে পর শত্রুন্তপ, অরাতিনিপাতন অর্জ্জুনের অলৌকিক কার্য্য অবলোকনে অতিশয় অমর্ষপরবশ হইয়া তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় শত্রুন্তপের শরাঘাতে সমধিক সংক্রুদ্ধ হইয়া তাহারে পাঁচ বাণ ও তাহার সারথিরে দশ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। শত্রুন্তপ ঐ পঞ্চ শরাঘাতেই প্রাণ পরিত্যাগ-

পূর্ব্বক পর্ব্বতাগ্র হইতে নিপতিত রাতভগ্ন পাদপের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তখন অন্যান্য বীরপুরুষগণ অর্জ্জুনের শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া বায়ুবেগে বিকম্পিত মহাবনের ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিল। ইন্দ্র তুল্য প্রতাপশালী হিমালয়জাত মহাগজতুল্য পরাক্রান্ত সুবেশধারী বীরগণ পার্থশরে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃথীতলে শয়ান রহিল।

যেমন দাবানল নিদাঘসময়ে কানন দগ্ধ করিয়া ইতস্তত বিচরণ করে; তদ্রূপ বীরবরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় সমরে শত্রুসঙ্ঘ সংহার করত রণস্থলে ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন। যেমন সমীরণ বসন্তকালে পতিত পত্র ও মেঘ সমুদায় ইতস্তত বিকীর্ণ করে; তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুন রণস্থলে অরাতিগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সত্বরে কর্ণের ভ্রাতার অশ্বগণ সংহারপূর্ব্বক এক বাণে তাহার মস্তক ছেদন করিলেন।

অনন্তর ব্যাঘ্র যেমন বৃষভের প্রতি ধাবমান হয়; তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ ভ্রাতারে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনের সমীপবর্ত্তী হইয়া দ্বাদশ বাণ দ্বারা তাঁহার অশ্বগণ, সারথি ও তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। গরুড় যেমন সর্পের উপর নিপতিত হয়; তদ্রূপ মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় সহসা কর্ণের সম্মুখীন হইলেন। কৌরবগণ কর্ণ ও অর্জ্জুনের সংগ্রাম সন্দর্শন মানসে তথায় আগমন করিলে পর ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় ক্রোধভরে মুহূর্ত্তমধ্যে শরবর্ষণ দ্বারা কর্ণ এবং তাহার অশ্ব, রথ ও সারথিরে অন্তর্হিত করিলেন। ভীষ্ম প্রভৃতি অন্যান্য বীরগণ এবং তাঁহাদিগের রথ, অশ্ব ও গজ সমুদায়ও অর্জ্জুনের শরে সমাচ্ছন্ন হইল। তখন মহাবীর কর্ণ বহুতর শর নিক্ষেপ দ্বারা পার্থের সমুদায় বাণনিরস্ত করিয়া ধনুর্বাণ ধারণপূর্ব্বক স্ফুলিঙ্গবান্ হুতাশনের ন্যায় নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া করতালি প্রদান ও শঙ্খ ভেরী পনব প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাদনপূর্ব্বক কর্ণের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। কর্ণ গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলে তিনি তখন ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপকে অবলোকনপূর্ব্বক কর্ণ এবং তাঁহার রথ, অশ্ব ও সারথিরে লক্ষ্য করিয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্ণও বিবিধ সায়ক দ্বারা অর্জ্জুনেরে আচ্ছাদিত করিলেন। তৎকালে সেই দুই বীরপুরুষকে মেঘমুক্ত রথারূঢ় চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

তৎপরে লঘুহস্ত কর্ণ সত্বরে অর্জ্জুনের অশ্বগণকে বাণবিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথির প্রতি তিন শর ও ধ্বজের উপর তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। সূর্য্য যেমন রশ্মি দ্বারা এককালে জগৎ ব্যাপ্ত করেন; তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় ক্রোধান্বিত হইয়া শরনিকর দ্বারা কর্ণের রথ আচ্ছাদনপূর্ব্বক তূণীর হইতে নিশিত ভল্ল নিষ্কাশিত করিয়া ত্বরায় তাঁহার গাত্র বিদ্ধ করিলেন। পরে সুশাণিত শরজাল দ্বারা সূতপুত্রের বাহু, শির, উরু, ললাট ও গ্রীবাদেশ ভেদ করিলে পর গজ যেমন অন্য গজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে পলায়ন করে; তদ্রূপ তিনি তখন অশনিসন্নিভ শর প্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নৃপবর! রাধের প্রস্থান করিলে পর দুর্য্যোধনপ্রমুখ বীর পুরুষগণ স্ব স্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে পাণ্ডবকে আক্রমণ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। নির্ভীক বীভৎসু

সহাস্য বদনে বেলার ন্যায় সাগরসদৃশ কৌরবসেনার বেগ ধারণ করিয়া দিব্যাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। যেমন মরীচিমালীর কিরণজালে মেদনীমণ্ডল আচ্ছাদিত হয়; তদ্রূপ পার্থের গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত বিশিখসমূহে দশ দিক্ আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। অর্জ্জুন নিশিত শর দ্বারা বিপক্ষপক্ষের অশ্ব, রথ ও গজের শরীর সকল এমন বিদ্ধ করিলেন যে, তাহাতে দুই অঙ্গুলিমাত্র অন্তর রহিল না। কৌরবেরা অশ্বগণের অলৌকিক গতিবৈচিত্র, উত্তরের শিক্ষানৈপুণ্য, অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োগকৌশল এবং পার্থের দিব্য শক্তি ও অপ্রতিহত প্রভাব নিরীক্ষণে বিস্মিত হইয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের বোধ হইল যেন প্রজ্বলিত কালাগ্নি প্রজা সকল দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ফলত তৎকালে অর্জ্জুন এরূপ প্রদীপ্ত হইয়াছিলেন যে, শত্রুগণ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয় নাই।

সূর্য্যরশ্মি পর্ব্বতস্থ অভ্রপটলে সংক্রান্ত হইলে যেমন চমৎকারিণী শোভা হয় এবং বিকসিত অশোককুসুমসুষমায় বনভূমি যেমন পরম দর্শনীয় হয়; তদ্রূপ কৌরববাহিনী অর্জ্জুনশরে বিদ্ধ হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা পাইতে লাগিল। ছিন্নযুগ অশ্বগণ ভীত হইয়া রথাঙ্গদেশ বহন করত চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাতঙ্গ সকল অর্জ্জুনশরে ক্ষত বিক্ষত ও বিচেতন হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইতে লাগিল। রণক্ষেত্র সমরশায়ী গজযূথের শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া মেঘাবৃত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রাজন্! যেমন যুগান্ত সময়ে কালাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সমুদায় স্থাবর জঙ্গম নিঃশেষরূপে দগ্ধ করে; তদ্রূপ অর্জ্জুন ভয়ঙ্কর সমরানল উদ্দীপনপূর্ব্বক রিপুকুল ভস্মাবশেষ করিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধনসেনা মহাবল পরাক্রান্ত কপিধ্বজের অস্ত্রপ্রভা নিরীক্ষণ এবং গাণ্ডীবের নিঃস্বন, ধ্বজাস্থিত ভূতগণের অলৌকিক শব্দ ও কপিবরের শ্রবণভৈরব রব শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইল। শত্রুগণের রথাঙ্গ পূর্ব্বেই ভগ্ন হইয়াছে; সুতরাং শীঘ্র পলায়ন করিতে পারিল না। অর্জ্জুন সাহসপূর্ব্বক সহসা তাহাদিগের পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইয়া অনবরত শরবর্ষণ দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনবাণ সূর্য্যকিরণের ন্যায় অতি তীক্ষ্ণ ও অসংখ্যেয়। ফলত অর্জ্জুন যুগপৎ এত অধিক শর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন যে, শত্রুশরীরে তাহাদিগের স্থান পর্য্যাপ্ত হইল না এবং যুদ্ধাহত সৈনিকদিগের শরীর দ্বারা পথ রুদ্ধ হওয়াতে তাঁহার রথও শত্রুমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না। যেমন অনন্তভোগ ভুজগ মহার্ণবে ক্রীড়া করে; তদ্রূপ অর্জ্জুন অনবরত শর বর্ষণপূর্ব্বক সমরসাগরে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ভূতগণ অশ্রুতপূর্ব্ব গাণ্ডীবনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। তিনি চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া সব্য দক্ষিণ পার্শ্বে অবিশ্রান্ত বাণ বিক্ষেপ করাতে সতত সায়কের আসনমণ্ডল লক্ষিত হইতে লাগিল। যেমন চক্ষু রূপশূন্য পদার্থে কদাচ পতিত হয় না; সেই রূপ অর্জ্জুনশর কোন ক্রমে অলক্ষ্যে পতিত হইল না। সহস্র গজ এককালে বনমধ্যে গমন করিলে যেমন প্রশস্ত পথ হইয়া উঠে; আজি রণক্ষেত্রে পার্থের রথমার্গও সেই রূপ হইল। শত্রুগণ পার্থশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, বোধ হয় দেবরাজ পার্থকে জয়ী করিবার মানসে অমরগণ সমভিব্যাহারে সমরসাগরে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে সংহার করিতেছেন। কেহ কেহ মনে করিল, সাক্ষাৎ কৃতান্ত অর্জ্জুনরূপ পরিগ্রহ করিয়া

প্রজা সকল সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কৌরবসেনার মধ্যে যাহারা পার্থ কর্ত্তৃক আহত হয় নাই; তাহারাও অর্জ্জুনের প্রভাবে আহতের ন্যায় অবসন্ন হইয়া রহিল।

এই রূপে অর্জ্জুনভয়ে কৌরবগণের বলবীর্য্য ক্রমশ হ্রাস হইতে লাগিল। অর্জ্জুনের সুতীক্ষ্ণ শরজালে তাহাদিগের কলেবর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। রুধিরধারায় ধরণী আপ্লাবিত হইল। শোণিতলিপ্ত ধূলিপটল বায়ুবেগে নভোমণ্ডলে উড্ডীন হওয়াতে সূর্য্যদেবের রশ্মিজাল একান্ত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন গগনতল সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়াছে।

অন্তকাল উপস্থিত হইলে দিবাকরও বিশ্রাম করিয়া থাকেন; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুন কদাচ সমরে নিবৃত্ত হয়েন না। তিনি সেই সমস্ত ধনুর্দ্ধর কুরুপ্রবীরদিগকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ত্রিসপ্ততি ক্ষুরপ্র নিক্ষেপ করিয়া দুঃসহকে দশ, অশ্বত্থামারে অষ্ট, দুঃশাসনকে দ্বাদশ, কৃপাচার্য্যকে তিন, ভীষ্মকে ষষ্টি ও মহারাজ দুর্য্যোধনকে এক শত শরাঘাত করিলেন। তৎপরে কর্ণি দ্বারা মহাবীর কর্ণের কর্ণদ্বয় বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথিরে সংহারপূর্ব্বক রথ ও অশ্ব সকল চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে তদীয় সেনাগণ নিতান্ত ভীত হইয়া চারি দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন বিরাটতনয় উত্তর মহাবীর পার্থের অভিপ্রায় সম্যক্ অবগত হইয়া কহিলেন, হে মহাত্মন্! এক্ষণে কোন্ সৈন্যগণের সম্মুখীন হইতে বাসনা করেন; আজ্ঞা করুন আমি তাহাদের সমীপে রথ উপনীত করি। অর্জ্জুন কহিলেন, হে রাজকুমার! যিনি লোহিত অশ্বসংযুক্ত নীলপতাকাপরিশোভিত রথে আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন, উহাঁর নাম কৃপাচার্য্য; তুমি উহাঁরই সৈন্যসমক্ষে আমারে লইয়া যাও। আমি উহাঁর সমীপে স্বীয় শরপ্রয়োগনৈপুণ্যের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিব। যাঁহার ধ্বজদণ্ডে সুবর্ণনির্ম্মিত কমণ্ডলু পরিশোভিত হইতেছে; উনিই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য। ঐ মহাবীর আমার ও অন্যান্য শস্ত্রধারীদিগের মান্য ও পূজনীয়। এক্ষণে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিধানানুসারে উহাঁরে প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। যদি আচার্য্য অগ্রে আমারে প্রহার করেন; তবে আমিও উহাঁরে প্রহার করিব; তাহা হইলে উনি আমার প্রতি রোষাবিষ্ট হইবেন না।

যিনি দ্রোণাচার্য্যের অনতিদূরে অবস্থান করিতেছেন; যাঁহার ধ্বজদণ্ডে কোদণ্ড লম্বমান রহিয়াছে; উনি আচার্য্যপুত্র মহারথ অশ্বত্থামা; উনিও আমার এবং অন্যান্য শস্ত্রধারীদিগের মান্য ও পূজনীয়। তুমি উহাঁর রথসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেই প্রতিনিবৃত্ত হইবে। যিনি সুবর্ণবর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক প্রধান প্রধান সৈন্য সমুদায়ে রক্ষিত হইয়া রথোপরি অধিরূঢ় রহিয়াছেন; যাঁহার ধ্বজাগ্রে হেমকেতনলাঞ্ছিত মাতঙ্গ পরিশোভিত হইতেছে; উনি ধৃতরাষ্ট্রাত্মজ শ্রীমান্ দুর্য্যোধন। উনি নিতান্ত যুদ্ধদুর্ম্মদ এবং ক্ষিপ্রকারিতাবিষয়ে দ্রোণাচার্য্যের প্রধান শিষ্য বলিয়া পরিগণিত। তুমি উহাঁর সমক্ষে রথ লইয়া যাইবে; আমি উহাঁর নিকট স্বীয় ক্ষিপ্রকারিতা প্রকাশ করিব।

যাঁহার ধ্বজাগ্রে রমণীয় নাগবন্ধনরজ্জু লম্বমান রহিয়াছে; উনি তোমার পূর্ব্বপরিচিত কর্ণ। উনি সততই আমার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন; তুমি উহাঁর রথসন্নিধানে গমন করিয়া সংগ্রামে সাবধান হইবে। যাঁহার রথে সূর্য্যতারালাঞ্ছিত ধ্বজ ও মস্তকে পাণ্ডুরবর্ণ সুনির্ম্মল আতপত্র পরিশোভিত হইতেছে; যিনি জলধরসন্নিহিত প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় সৈন্যগণসমক্ষে অবস্থান করিতেছেন;

যিনি চন্দ্রার্কসঙ্কাশ সুবর্ণবর্ম্ম ও সুবর্ণশিরস্ত্রাণ ধারণ করিয়াছেন; উনি আমাদিগের পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম। ঐ মহাবীর দুরাত্মা দুর্য্যোধনের একান্ত বশম্বদ। আমরা সর্ব্বশেষে উঁহার নিকট গমন করিব। উনি আমার অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবেন না। আমি যখন উঁহার সহিত সংগ্রাম করিব; তৎকালে তুমি যত্নপূর্ব্বক অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া রাখিবে। অনন্তর উত্তর যে স্থানে কৃপাচার্য্য যুদ্ধ করিবার মানসে অবস্থান করিতেছেন; অর্জ্জুনকে লইয়া তথায় সমুপস্থিত হইলেন।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহাধনুর্দ্ধর কৌরবসেনা সকল তৎকালে বর্ষাকালীন মন্দমারুতসঞ্চালিত জলধরপটলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাহাদিগের নিকটে অশ্বারোহিগণ ও তোমরাঙ্কুশনোদিত মহামাত্রপরিচালিত বিচিত্র কবচবিভূষিত মাতঙ্গ সমুদায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিল।

ঐ সময় ত্রিদিবনাথ শতক্রতু, কৃপ ও অর্জ্জুনের সংগ্রাম সন্দর্শনার্থ বিশ্বদেব অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি সুরগণ সমভিব্যাহারে বিচিত্র বিমানে আরোহণপূর্ব্বক আকাশপথে অবতীর্ণ হইলেন। দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও উরগগণের সহস্র সহস্র সুবর্ণস্তম্ভবিভূষিত মণিরত্নখচিত বিমান সমুদায় মেঘবিনির্ম্মুক্ত গ্রহমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তন্মধ্যে দেবরাজের সর্ব্বরত্নবিভূষিত কামচর বিমান সমধিক শোভিত হইল। বসু রুদ্র প্রভৃতি ত্রয়স্ত্রিংশৎ অমর, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, সর্প, মহর্ষি ও পিতৃগণের সমাগমে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রাজা বসুমনা, বলাক্ষ, সুপ্রতর্দন, অষ্টক, শিবি, যযাতি, নহুষ, গয়, মনু, পুরু, রঘু, তানু, কুশাশ্ব, সগর ও নল ইঁহারাও তৎকালে গগনমার্গে সমাগত হইলেন। অগ্নি, ঈশ, সোম, বরুণ, প্রজাপতি, ধাতা, বিধাতা, কুবের, যম, উগ্রসেন, অলম্বুস ও তুম্বুরুপ্রমুখ গন্ধর্ব্বগণের বিমান সমুদায় যথাস্থানে সন্নিহিত রহিল। ফলত তৎকালে সমুদয় অমর, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ অর্জ্জুনের সহিত কৌরবগণের সংগ্রাম সন্দর্শনার্থ তথায় সমুপস্থিত হইলেন।

দিব্য মাল্যের পবিত্র গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠিল। দেবগণের বসন, ছত্র, ধ্বজ, ব্যজন ও রত্নজাত ইতস্তত শোভমান হইতে লাগিল। পার্থিব ধূলিপটল তিরোহিত এবং চতুর্দ্দিক্ মরীচি দ্বারা অভিব্যাপ্ত হইল। সমীরণ দিব্য গন্ধ আহরণপূর্ব্বক যোদ্ধাদিগের সেবা করিতে লাগিল। সুরোত্তমগণের সমানীত নানা রত্নসমুদ্ভাসিত বিবিধ বিমান দ্বারা গগনমার্গ অলঙ্কৃত হইয়া অতি বিচিত্র শোভা ধারণ করিল। পদ্মোৎপলমাল্যধারী সুররাজ দেবগণে পরিবৃত হইয়া বিমানে অবস্থানপূর্ব্বক রণস্থলস্থিত স্বীয় পুত্র অর্জ্জুনকে বারংবার অবলোকন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! এ দিকে মহাবীর ধনঞ্জয় কুরুসৈন্যগণ ব্যূহ রচনা করিয়াছে দেখিয়া উত্তরকে কহিলেন, রাজপুত্র! যাহার ধ্বজে ঐ সুবর্ণময়ী বেদী দৃষ্ট হইতেছে; উহার দক্ষিণ দিক্ দিয়া রথ চালন কর; তাহা হইলেই অনায়াসে কৃপের সমীপে সমুপস্থিত হইতে পারিবে। অশ্ববিদ্যাবিশারদ উত্তর অর্জ্জুনের বচনানুসারে মহাবেগে সেই রজতপুঞ্জসন্নিভ উদ্দৃপ্ত বেগবান অশ্বগণ সঞ্চালনপূর্ব্বক কুরুসৈন্যগণসমীপে সমুপস্থিত হইয়া পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পরে স্বীয় শিক্ষাপ্রভাবে তৎ-

ক্ষণাৎ বাম দিক্ দিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক কৌরবসেনাগণকে সম্মোহিত করিলেন এবং অকুতোভয়ে সত্বরে কৃপের সন্নিধানে গমন করিয়া প্রদক্ষিণ করত তাঁহার সম্মুখীন হইলেন।

এই রূপে মহাবীর ধনঞ্জয় কৃপের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আত্মপ্রকাশপূর্ব্বক মহাবেগে দেবদত্ত শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। পর্ব্বতের বিদারণশব্দের ন্যায়, অশনিনির্ঘোষের ন্যায়, পার্থের সেই শঙ্খনিনাদে আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কৌরবগণ, কি আশ্চর্য্য! এই শঙ্খ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক আধ্মাত হইয়াও শতধা বিদীর্ণ হইল না! এই বলিয়া সেই শঙ্খের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃপাচার্য্য অর্জ্জুনের শঙ্খনাদ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি রোষপরতন্ত্র হইয়া তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে মহাবেগে স্বীয় শঙ্খ আধ্মাত করত শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর জ্যাশব্দ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী সেই বীরদ্বয় শরৎকালীন মেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত কৃপ শাণিত মর্ম্মভেদী দশ বাণ দ্বারা অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর পার্থও গাণ্ডীব আকর্ষণপূর্ব্বক কৃপের উপর মর্ম্মভেদী নারাচ সমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কৃপ নিশিত সায়ক দ্বারা অর্দ্ধপথে সেই অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত নারাচ সকল খণ্ড খণ্ড করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে সাতিশয় অমর্ষপরবশ হইয়া বিচিত্র শরনিকর দ্বারা সমুদায় দিক্ বিদিক্ আচ্ছাদনপূর্ব্বক কৃপের উপর শত শত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন আচার্য্য কৃপ সেই সমুদায় অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত নিশিত সায়ক দ্বারা সমাহত হইয়া রোষান্বিত চিত্তে পার্থের উপর দশ সহস্র শর বর্ষণ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পরে পুনরায় শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অপর দশ বাণ দ্বারা অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব আকর্ষণপূর্ব্বক চারিটি বাণ দ্বারা কৃপের অশ্বচতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলেন। অশ্বগণ প্রজ্বলিত হুতাশনসদৃশ অর্জ্জুনশরাঘাতে নিতান্ত পীড়িত হইয়া লম্ফ প্রদান করাতে তিনি রথ হইতে নিপতিত হইলেন। তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় কৃপকে রথচ্যুত নিরীক্ষণ করিয়া সম্মান রক্ষার্থ তাঁহার প্রতি শর সন্ধান করিলেন না। পরে কৃপাচার্য্য পুনরায় সত্বরে রথে আরোহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের উপর দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন কৃপের বাণাঘাতে সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইয়া সুতীক্ষ্ণ ভল্লপ্রহারে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া মর্ম্মভেদী অপর এক শর দ্বারা তাঁহার বর্ম্মচ্ছেদ করিলেন; কিন্তু তাঁহার শরীরে কোন আঘাত করিলেন না। অর্জ্জুনের বাণে কবচ ছিন্ন হইয়া গাত্র হইতে বিগলিত হওয়াতে আচার্য্য কৃপ নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তিনি অন্য এক শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক জ্যা আরোপণ করিলে মহাবীর অর্জ্জুন অবিলম্বে উহা ছেদন করিলেন। এই রূপে মহাবীর কৃপ যত চাপ গ্রহণ করিলেন; ধনঞ্জয় লঘুহস্ততাপ্রযুক্ত তৎসমুদায় ছেদন করিলেন।

বারংবার কার্ম্মুক ছিন্ন হওয়াতে কৃপাচার্য্য ক্রোধভরে অর্জ্জুনের প্রতি অশনির ন্যায় প্রদীপ্ত এক স্বর্ণবিভূষিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন নিশিত দশ সায়ক দ্বারা অর্দ্ধপথে সেই শক্তি দশ খণ্ডে ছেদন করিলেন। মহাবীর কৃপ শক্তি ব্যর্থ হইল দেখিয়া পুনর্ব্বার ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক নিশিত দশ সায়ক দ্বারা পার্থকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় রোষপর-

বশ হইয়া কৃপের উপর ত্রয়োদশ শর নিক্ষেপপূর্ব্বক এক বাণে তাঁহার যুগ, চারি বাণে চারি অশ্ব, ছয় বাণে সারথির মস্তক, তিন বাণে তিন বেণু, দুই বাণে অক্ষ ও দ্বাদশ ভল্ল দ্বারা ধ্বজ ছেদন করিলেন। পরে সহাস্য বদনে বজ্রসদৃশ ত্রয়োদশ বাণে কৃপের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন।

মহাবীর কৃপাচার্য্য এই রূপে ছিন্নশরাসন, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনের প্রতি গদা নিক্ষেপ করিলেন। মহাতেজা ধনঞ্জয় বাণ দ্বারা সেই গদা প্রতিনিবৃত্ত করিলে অন্যান্য যোদ্ধৃগণ কৃপের সাহায্যার্থে চতুর্দ্দিক হইতে অর্জ্জুনের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন বিরাটতনয় উত্তর বামদিক্ দিয়া যমকমণ্ডল করত সেই সমুদায় যোদ্ধাদিগকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। ধনুর্দ্ধরগণ তদ্দর্শনে ভীতচিত্তে কৃপকে লইয়া মহাবেগে সে স্থান হইতে পলায়ন করিল।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! কৃপাচার্য্য অপসারিত হইলে লোহিতবাহন আচার্য্য দ্রোণ শর ও শরাসন ধারণ করিয়া শ্বেতবাহনের সম্মুখীন হইলেন। জয়শীল অর্জ্জুন কাঞ্চনরথারোহী আচার্য্যকে সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া উত্তরকে কহিলেন, উত্তর! যাঁহার প্রকাণ্ড দণ্ডমণ্ডিত ধ্বজে বহুপতাকালঙ্কৃত কাঞ্চনবেদী সমুচ্ছ্রিত রহিয়াছে; যাঁহার রথে স্নিগ্ধ প্রবালসদৃশ শোণবর্ণ প্রকাণ্ড তুরঙ্গ সকল সংযোজিত আছে; যিনি যোদ্ধৃগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান; রূপবান্, বলবান, প্রতাপবান্, শুক্রের ন্যায় বুদ্ধিমান্ ও বৃহস্পতির ন্যায় নীতিমান্; বেদচতুষ্টয়, ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষমা, দম, সত্য, আর্জ্জব প্রভৃতি গুণ সমূহে বিভূষিত এবং সংহারসমবেত সমুদায় দিব্যাস্ত্র ও ধনুর্ব্বেদের একমাত্র আধার; উনি ভরদ্বাজনন্দন আচার্য্য দ্রোণ। আমি উহাঁর সহিত সংগ্রাম করিতে অভিলাষ করি; অতএব শীঘ্র রথ চালনা করিয়া আমারে আচার্য্যসন্নিধানে লইয়া যাও।

বিরাটনন্দন, কুন্তীনন্দনের বাক্যানুসারে দ্রোণরথাভিমুখে হেমভূষণ অশ্বগণকে পরিচালনা করিলেন। যেমন কোন মত্ত মাতঙ্গ অন্য মাতঙ্গের অভিমুখীন হয়; সেই রূপ দ্রোণাচার্য্য সমীপাগত মহারথ কৌন্তেয়ের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। অনন্তর ভেরীশতনিনাদানুকারী শঙ্খধ্বনি সমুত্থিত হইল; সমুদায় সৈন্য উদ্ধূত সাগরের ন্যায় সংক্ষোভিত হইয়া উঠিল। শোণিত ও শ্বেতবর্ণ অশ্ব সকল একত্র হইলে সকলে বিস্মিত হইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গুরু ও শিষ্য উভয়েই মহাবীর; উভয়েই মহাবল পরাক্রান্ত; উভয়েই কৃতবিদ্য; উভয়েই দুর্জ্জয় এবং উভয়েই মহানুভব। ঈদৃশ উভয় বীর সংগ্রামমুখে পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছেন দেখিয়া অতি মহতী ভারতী সেনা কম্পমান হইতে লাগিল। তখন মহাবাহু ধনঞ্জয় প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে দ্রোণাচার্য্যকে অভিবাদন করিয়া মধুর বাক্যে বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন, হে সমরদুর্জ্জয়! আমরা বনবাসী হইয়াছিলাম; এক্ষণে তাহার প্রতিবিধান করিতে উৎসুক হইয়াছি; অতএব আমাদিগের প্রতি জাতক্রোধ হইবেন না। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; আপনি প্রথমে প্রহার না করিলে আপনারে কদাচ প্রহার করিব না; এক্ষণে আপনি তাহা করুন।

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য ধনঞ্জয়ের প্রতি শর নিক্ষেপ করিলে তিনি লঘুহস্ততা নিবন্ধন দূর হইতেই তাহা খণ্ড খণ্ড করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্যও তৎক্ষণাৎ পার্থের কোপানল প্রজ্বলিত করিবার জন্যই যেন শর-

সহস্র দ্বারা তাঁহার রথ ও অশ্বগণ আচ্ছাদিত করিলেন। এই রূপে দ্রোণার্জ্জুনের সমরকৃত্য সমারব্ধ হইল। তাঁহারা উভয়েই বিখ্যাতকর্ম্মা; উভয়েই দিব্যাস্ত্রবিশারদ; অতএব উভয়ে শরজাল বর্ষণ করিয়া তত্রস্থ সমস্ত ভূপতি ও অন্যান্য যোদ্ধৃগণকে বিমোহিত করিলেন। তাহারা ধনঞ্জয়কে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "ধনঞ্জয় ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি দ্রোণাচার্য্যের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইবে? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কি ভয়ানক! ধনঞ্জয় আচার্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন!"

এ দিকে বীরদ্বয় পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া রোষাবেশে শর সমূহ দ্বারা পরস্পরকে আচ্ছাদন করিতে লাগিলেন। জাতক্রোধ ভারদ্বাজ দুর্দ্ধর্ষ শরাসন বিস্ফারিত করিয়া ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহার নিক্ষিপ্ত নিশিত শরজালে দিবাকরের প্রভা আচ্ছাদিত হইল। যেমন ধারাধর বৃষ্টিধারায় ধরাধরকে আচ্ছন্ন করে; সেই রূপ মহারথ পার্থ শাণিত শর সমূহে দ্রোণাচার্য্যকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। তিনি প্রফুল্ল চিত্তে গাণ্ডীব গ্রহণপূর্ব্বক সুবর্ণখচিত বিচিত্র শর সমূহ নিক্ষেপ করিয়া ভারদ্বাজের শরবর্ষণ নিবারণ করিলেন। তাঁহার চাপবিনির্ম্মুক্ত শরজালে অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত হইল। তিনি রথারোহণপূর্ব্বক বিচরণ করত যুগপৎ চতুর্দ্দিকে অস্ত্রজাল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। গগনমণ্ডল যেন অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। দ্রোণাচার্য্য যেন নীহারপরিবৃত হইয়া একবারে অদৃশ্য হইলেন। প্রজ্বলিত পাবকপরিবৃত পর্ব্বতের যেরূপ শোভা হয়; ধনঞ্জয়ের শর সমূহে আচ্ছাদিত দ্রোণাচার্য্যের রূপও সেই রূপ প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

রণবিশারদ দ্রোণাচার্য্য স্বীয় রথ পার্থশরজালে আচ্ছাদিত দেখিয়া শরাসন বিস্ফারণ করিলেন; তখন তাঁহার আকৃতি অগ্নিচক্রের ন্যায় ও শব্দ মেঘধ্বনির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি যখন অর্জ্জুনের নিক্ষিপ্ত শর সমূহ প্রতিহত করেন, তখন তাহা হইতে দহ্যমান বংশের ন্যায় ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। তিনি স্বচাপবিনির্গত কাঞ্চনময় শর সমূহে সমুদায় দিক্ ও সূর্য্যের প্রভা আচ্ছাদিত করিলেন। তাঁহার কাঞ্চনপুঙ্খ নতপর্ব্ব শর সমূহ সংহত হইয়া গগনমণ্ডলে সমুত্থিত হইলে একমাত্র দীর্ঘ শর বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল।

এই রূপে তাঁহাদিগের কাঞ্চনপুঙ্খ শর সমূহে গগনমণ্ডল উল্কাপরিবৃতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহাদিগের কঙ্কপত্রবিভূষিত শরজাল আকাশবিহারী হংসপংক্তির ন্যায় শোভা ধারণ করিল। বৃত্রাসুরের সহিত পুরন্দরের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল; দ্রোণ ও ধনঞ্জয়ের যুদ্ধও সেই রূপ হইতে লাগিল। যেমন করিযুগল বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা পরস্পরকে আক্রমণ করে; সেই রূপ রণবিশারদ বীরদ্বয় রোষাবিষ্ট হইয়া দিব্যাস্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

জয়শীল অর্জ্জুন দর্শকগণের সমক্ষে শরজাল বর্ষণ করিয়া আচার্য্যসমুৎসৃষ্ট শিলাশিত শর সমূহ নিবারণপূর্ব্বক আকাশমণ্ডল আচ্ছাদিত করিলেন। আচার্য্যপ্রধান ভারদ্বাজ উগ্রতেজা অর্জ্জুনকে জিঘাংসাপরবশ নিরীক্ষণ করিয়া সন্নতপর্ব্ব শর সমূহ দ্বারা তাঁহার শর সমুদায় নিবারণ করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধ দেবদানবযুদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য ঐন্দ্র, বায়ব্য ও আগ্নেয় অস্ত্র সমুদায় নিক্ষেপ করিবামাত্র বীরবর ধনঞ্জয় স্বীয় অস্ত্র দ্বারা তৎ সমুদায় সংহার করিলেন। পর্ব্বতোপরি অনবরত বজ্রপাত হইলে যেরূপ শ্রবণবিদারণ অতি ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হয়; অর্জ্জু-

নিক্ষিপ্ত শর সমূহ সৈন্যগণের শরীরে নিপতিত হইয়া সেই রূপ শব্দ উৎপাদন করিতে লাগিল। তখন হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় শোণিতাক্ত হইয়া কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। সৈন্যগণ সংগ্রামে কেয়ূরবিভূষিত বাহু, বিচিত্র রথ, সুবর্ণময় কবচ ও ধ্বজ সকল বিনিপাতিত এবং বীর সকল নিহত হইয়াছে অবলোকন করিয়া একান্ত উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা সেই ঘোরতর যুদ্ধে শরাসন কম্পিত করিয়া শরজাল দ্বারা প্রাণপণে পরস্পরকে সমাবৃত ও ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অন্তরীক্ষে দ্রোণাচার্য্যের প্রশংসাসূচক শব্দ সমুত্থিত হইল এই যে, "ভারদ্বাজ অতি দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন; যে অর্জ্জুন দেব ও দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন; ইনি সেই মহাবীর দৃঢ়মুষ্টি দুর্দ্ধর্ষ ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন!" পরে দ্রোণাচার্য্য ধনঞ্জয়ের অভ্রান্ততা, শিক্ষা, লঘুহস্ততা ও দূরপাতিতা অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

অনন্তর কৌন্তেয় অমর্ষপরিপূরিত চিত্তে গাণ্ডীব ধনু সমুদ্যত করিয়া দুই হস্তে আকর্ষণ করিলেন। তখন সকলে শলভশ্রেণীর ন্যায় তাঁহার বাণবর্ষণ অবলোকনে বিস্মিত হইয়া সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। তিনি এরূপ অবিচ্ছিন্ন শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, সমীরণও তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না। তিনি কোন্ সময়ে শর গ্রহণ করেন ও কোন্ সময়ে নিক্ষেপ করেন; তাহা কেহই অনুভব করিতে পারিল না। তাঁহার গাণ্ডীব হইতে যুগপৎ শত সহস্র বাণ বিনির্গত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের রথসমীপে নিপতিত হইয়া আচ্ছাদিত করিল। সৈন্যগণ দ্রোণাচার্য্যকে অর্জ্জুনশরে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। পুরন্দর এবং তত্রস্থ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ তাঁহার লঘুহস্ততার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রথযূথাধ্যক্ষ অশ্বত্থামা মনে মনে মহাত্মা অর্জ্জুনের বলবীর্য্যের প্রশংসা করিয়া ক্রোধভরে সহসা রথ সমূহ দ্বারা তাঁহার গতি রোধপূর্ব্বক বর্ষণশীল পর্জ্জন্যের ন্যায় শরসহস্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন অশ্বত্থামার গতি রোধ করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে প্রস্থান করিবার অবকাশ প্রদান করিলেন। ছিন্নবর্ম্ম ছিন্নধ্বজ ক্ষতবিক্ষতকলেবর দ্রোণাচার্য্য বেগগামী তুরঙ্গের সাহায্যে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অশ্বত্থামা বাণ বৃষ্টি করিতে করিতে মহাবীর অর্জ্জুনের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। অর্জ্জুন প্রচণ্ড বাত্যার ন্যায় অশ্বত্থামাকে সমীপবর্ত্তী দেখিয়া অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বোধ হইল যেন, পুনরায় দেবাসুরসংগ্রাম সমুপস্থিত। নভোমণ্ডল শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল; দিনকর আর দৃষ্টিগোচর হয় না। বায়ুসঞ্চার একবারে রুদ্ধ হইয়া গেল; দহ্যমান বংশের ন্যায় অনবরত চট্‌চটা শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে অর্জ্জুন অশ্বত্থামার অশ্বগণকে সাতিশয় প্রহার করিলে অশ্ব সকল প্রহারবলে একান্ত বিমোহিত হইয়া কোন্ দিকে গমন করিবে কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা সুযোগক্রমে ক্ষুরধার ক্ষুরপ্র দ্বারা গাণ্ডীবের মৌর্ব্বী ছেদন করিলেন। দেবগণ এই অদ্ভুত কার্য্য সন্দর্শন করিয়া তাঁহার ভূয়সী

প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এ দিকে দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ ও কৃপাচার্য্য ইহাঁরাও বারংবার অশ্বত্থামার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। পরে অশ্বত্থামা রুচির শরাসন আকর্ষণ করিয়া পার্থের হৃদয়ে শরাঘাত করিলে পর তিনি উচ্চ স্বরে হাস্য করিয়া বলবীর্য্য সহকারে গাণ্ডীবে অভিনব জ্যা রোপণ করিলেন এবং যাদৃশ যূথপতি হস্তী অপর মত্ত মাতঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে; তদ্রূপ তিনি গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। কৌরবগণ বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে সেই লোমহর্ষণ সংগ্রাম সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরস্পর প্রজ্বলিত পন্নগের ন্যায় শর প্রযোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। অশ্বত্থামা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শর ক্ষেপ করাতে অতি শীঘ্রই তাঁহার শরক্ষয় হইল; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুনের তূণীরদ্বয় অক্ষয়; সুতরাং কোন ক্রমেই তাঁহার আর শরক্ষয় হইল না। এই নিমিত্ত তিনি অশ্বত্থামা অপেক্ষা সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিলেন এবং রণস্থলে অচলের ন্যায় নির্ভীক চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সূর্য্যকুমার কর্ণ উৎকৃষ্ট কার্ম্মুক আকর্ষণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রণস্থলে সহসা হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল। অর্জ্জুন তখন ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিবামাত্র কর্ণকে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ দেখিয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন এবং জিঘাংসাপরবশ হইয়া আকেকর নেত্রে তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে কৌরবাধিকৃত পুরুষেরা সত্বরে অশ্বত্থামার বহুসংখ্যক শর আহরণ করিল। অর্জ্জুন রোষকষায়িত লোচনে কর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া দ্বৈরথ যুদ্ধের অভিলাষে তাঁহারে কহিলেন।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

হে কর্ণ! ভূমণ্ডলে তোমার সদৃশ যোদ্ধা নাই বলিয়া তুমি পূর্ব্বে সভামধ্যে সাতিশয় অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছিলে; এক্ষণে যুদ্ধ উপস্থিত; এক বার আমার সহিত যুদ্ধ কর; তাহা হইলে তুমি আপনার পরাক্রম জানিতে পারিবে ও অন্যের অবমাননায় আর কদাচ প্রবৃত্ত হইবে না। তুমি ধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক নিরন্তর কেবল পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ; এক্ষণে তোমার এই দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হওয়া নিতান্ত দুষ্কর বোধ হইতেছে। তুমি আমার অসমক্ষে পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছ; আজি কৌরবগণসমক্ষে আমার নিকট তাহা সম্পন্ন কর। দুরাত্মারা পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভামধ্যে যখন নিগ্রহ করিয়াছিল; তখন তুমি তাহাতে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া অনায়াসে তাঁহার সেই দুরবস্থা অবলোকন করিয়াছিলে; আজি তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। ধর্ম্মপাশে বদ্ধ ছিলাম বলিয়া পূর্ব্বে ক্ষমা করিয়াছি; আজি সমরে সেই ক্রোধের প্রত্যক্ষ ফল অবলোকন করিবে। দুরাত্মন! আমি বনে দ্বাদশ বৎসর যে ক্রোধ সংবরণ করিয়াছি; তাহার সমগ্র ফল প্রাপ্ত হইবে। রে দুরাত্মন্ রাধেয়! তুই এক বার আমার সহিত যুদ্ধ কর; কৌরবসৈনিকেরা প্রত্যক্ষ করুক।

কর্ণ কহিহেন, পার্থ! কথায় যাহা বলিলে; কার্য্যে তাহার অনুষ্ঠান কর; অনর্থ বাক্য ব্যায় করিলে কি হইবে। তোমার বাগাড়ম্বরই সার ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে; তোমার পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া বিলক্ষণ বোধ হইতেছে; তুমি পূর্ব্বে যে ক্ষমা করিয়াছিলে; তাহা অক্ষমতাপ্রযুক্তই হইয়াছে। তুমি পূর্ব্বে ধর্ম্মপাশে বদ্ধ থাকিয়া যেমন স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিতে সমর্থ হও নাই; এক্ষণে আমার নিকটেও সেই রূপ বদ্ধ আছ;

কিন্তু কেবল অবিমৃষ্যকারিতা প্রযুক্তই আপনাকে বিমুক্ত বোধ করিতেছ। তুমি প্রতিজ্ঞানুসারে বনে বাস করিয়া সাতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছ; এই নিমিত্ত তুমি এক্ষণে ক্রোধে অন্ধ হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিবার মানস করিতেছ; তাহার সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আজি যদি তোমার সাহায্যার্থে স্বয়ং দেবরাজ আসিয়া যুদ্ধ করেন; তাহা হইলেও আমার কিছুমাত্র হানি নাই। আমি মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছি, সমরে অপরিমিত বল বিক্রম প্রকাশ করিতে কদাচ পরাঙ্মুখ হইব না। হে কৌন্তেয়! তোমার এই সমরাভিলাষ অচির কালমধ্যেই নিবৃত্ত হইবে; তুমি যুদ্ধ করিলেই আমার বলবিক্রম অবগত হইতে পারিবে।

অর্জ্জুন কহিলেন, রে রাধেয়! তুই এই মাত্র রণস্থল হইতে পলায়নপূর্ব্বক আপনার জীবন রক্ষা করিয়াছিস; কিন্তু এ দিকে তোর অনুজ নিহত হইয়াছে। তথাপি তুই সাধুসমাজে আত্মশ্লাঘা করিতেছিস; অতএব তোর সমান নির্লজ্জ ও কাপুরুষ আর ভূমণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হয় না।

জয়শীল অর্জ্জুন এই কথা বলিতে বলিতে বর্ম্মভেদী বাণ বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখীন হইলে তিনিও তৎক্ষণাৎ প্রহৃষ্ট মনে অর্জ্জুনের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক্ ঘোরতর শরজালে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার অশ্বগণ বিদ্ধ হইতে লাগিল। অর্জ্জুন অসহমান হইয়া আনতপর্ব্ব নিশিত শরাঘাতে কর্ণের তূণীররজ্জু ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ অন্য এক তূণীর হইতে বাণ গ্রহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের হস্ত বিদ্ধ করিবামাত্র তাঁহার মুষ্টি শিথিল হইল। অনন্তর মহাবাহু অর্জ্জুন কর্ণের শরাসন ছেদন করিলে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি শক্তি ক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন বাণ দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহা নিরাকরণ করিলেন। পরে এককালে অসংখ্য কর্ণসৈন্য প্রচণ্ড বেগে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলে তিনি শরাঘাতে সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিলেন; এবং আকর্ণ শর সন্ধানপূর্ব্বক কর্ণের অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। পরে কর্ণের বক্ষঃস্থলে প্রজ্বলিত সুতীক্ষ্ণ এক শরাঘাত করিলেন। সেই বাণ বর্ম্ম ভেদ করিয়া তাঁহার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি বিকলেন্দ্রিয় ও মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন; কিন্তু তখন কি হইল কিছুই জানিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর কর্ণ চৈতন্য লাভ করত দুঃসহ বেদনায় অধীর হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তর দিকে পলায়ন করিলেন। এ দিকে মহাবীর অর্জ্জুন ও উত্তর, উচ্চ স্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন কর্ণকে পরাজয় করিয়া উত্তরকে কহিলেন, হে রাজকুমার! যে স্থানে হিরণ্ময় তালবৃক্ষ বিরাজিত রহিয়াছে; যে স্থানে অমরদর্শন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে আমার সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে রথারোহণপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছেন; ঐ স্থানে লইয়া যাও। তখন বিরাটতনয় উত্তর অনবরত শরজালে জর্জ্জরিতকলেবর ও হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল সৈন্যমণ্ডলী নিরীক্ষণে নিতান্ত ভীত হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি আপনার অশ্বগণের রশ্মি সংযত করিয়া রাখিতে নিতান্ত অসমর্থ হইতেছি; আমার সর্ব্বাঙ্গ বিষণ্ণ ও মন একান্ত বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আপনি ও কৌরবগণ যে সমস্ত দিব্য শরজাল প্রয়োগ করিতেছেন; বোধ হয় যেন, তাহার প্রভাবে দশ দিক্ দ্রবীভূত

হইতেছে। আমি মেদ, রুধির ও বসাগন্ধে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়াছি; আজি এই সকল অলৌকিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া আমার মন সাতিশয় অবসন্ন ও বিবেকশূন্য হইতেছে।

আমি পূর্ব্বে এরূপ বীরসমাগম কদাচ নিরীক্ষণ করি নাই। এক্ষণে সুমহৎ গদাঘাত, শঙ্খধ্বনি, সিংহনাদ, মাতঙ্গবৃংহিত ও অশনিনির্ঘোষসদৃশ গাণ্ডীবরব দ্বারা আমার কর্ণকুহর বধির, স্মৃতিভ্রংশ ও চেতনা বিনষ্ট হইয়াছে। আপনারে অলাতচক্রপ্রতিম গাণ্ডীব আকর্ষণ করিতে দেখিয়া আমার দৃষ্টি বিচলিত ও হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। ক্রোধোদ্ধত ভগবান্ ব্যোমকেশের ন্যায় আপনার এই উগ্রমূর্ত্তি ও অর্গলতুল্য ভুজযুগল অবলোকন করিয়া আমার অন্তঃকরণে অপরিসীম ভয় সঞ্চার হইতেছে। আপনি কখন্ বাণ গ্রহণ করিতেছেন; কখন সন্ধান করিতেছেন ও কখনই বা প্রয়োগ করিতেছেন; আমি তাহা কিছুই অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছি না। কলত রণক্ষেত্রে আপনার ক্ষিপ্রকারিতা সন্দর্শনপূর্ব্বক আমি নিতান্ত বিচেতন হইয়া উঠিয়াছি। বোধ হইতেছে যেন, ভূমণ্ডল নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে। এক্ষণে আমি আর কশাঘাত ও অশ্বরশ্মি গ্রহণ করিতে একান্ত অসমর্থ হইলাম।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে উত্তর! তুমি ভীত হইও না; সুবিখ্যাত মৎস্যরাজকুলে উৎপন্ন হইয়া রণস্থলে আশ্চর্য্য কার্য্য সকল সংসাধন করিয়াছ; এক্ষণে কি নিমিত্ত অবসন্ন হইতেছ; ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক পুনরায় অশ্ব সংযত কর; অবিলম্বে ভীষ্মদেবের সন্নিধানে যাইতে হইবে; আমি তাঁহার মৌর্ব্বী ছেদন করিব। যাদৃশ মেঘ হইতে সৌদামিনীদাম বিনির্গত হইয়া থাকে; তদ্রূপ আজি আমি রণস্থলে দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করিব। তখন কৌরবগণ আমার এই সুবর্ণপৃষ্ঠ গাণ্ডীব নিরীক্ষণ করত উহার দক্ষিণ কি বাম পার্শ্ব হইতে শরনিকর নির্গত হইতেছে; ইহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক করিবে; সন্দেহ নাই।

আজি আমি রথাবর্ত্তবর্ত্তী নাগনক্রশালিনী অরিনাশিনী শত্রুগণের শোণিততরঙ্গিণী আলোড়িত করিব এবং কর, চরণ, শির, পৃষ্ঠ ও বাহুশাখাসঙ্কুল কুরুকানন অবলীলাক্রমে ছেদন করিব। যেমন অরণ্যমধ্যে দহনোন্মুখ পাবকের গতি অপ্রতিহত হইয়া থাকে; তদ্রূপ যখন আমি একাকী কৌরবসেনা সকল সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইব; তখন কেহই আমার গতি রোধ করিতে পারিবে না। আমি বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়াছি; আজি তুমি তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে। এক্ষণে বন্ধুর প্রদেশে রথ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব সাবধানে অবস্থান কর। আজি আমি নভোমণ্ডলগামী অতি বিপুল পর্ব্বত বিদীর্ণ করিব। পূর্ব্বে আমি দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশানুসারে শত সহস্র পৌলোম ও কালকঞ্জদিগকে সংহার করিয়াছি; দেবরাজ হইতে দৃঢ় মুষ্টি ও ভগবান্ ব্রহ্মা হইতে ক্ষিপ্রহস্ততা শিক্ষা করিয়াছি। রুদ্রদেব হইতে রৌদ্রাস্ত্র, বরুণ হইতে বারুণাস্ত্র, অগ্নি হইতে আগ্নেয়াস্ত্র, বায়ু হইতে বায়ব্যাস্ত্র এবং দেবরাজ ইন্দ্র হইতে বজ্র প্রভৃতি সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি! তুমি কদাচ ভীত হইও না; প্রবল বায়ু যেমন শীর্ণ কুলস্থ পাদপ সমূহকে উন্মূলন করে; তদ্রূপ আজি তোমার সমক্ষে ষষ্টি সহস্র পয়োনিধিপারবর্ত্তী হিরণ্যপুরবাসিগণকে পরাজয় করিয়া কুরুকুল নির্ম্মূল করিব এবং ধ্বজবৃক্ষশালী, পত্তিতৃণসম্পন্ন রথিসিংহসমাকীর্ণ কৌরববন অস্ত্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিব এবং অসহায় হইয়া আজি সমস্ত কৌরবসেনা এই বাণ সমূহ দ্বারা সংহার করিব।

অনন্তর উত্তর মহাবীর অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এই রূপে আশ্বাসিত হইয়া ভীষ্মরক্ষিত সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ক্রূরকর্ম্মা ভীষ্ম জিগীষাপরবশ অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার পথ রোধ করিলে তিনি তখন প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার ধ্বজদণ্ড ছেদন করিলেন।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত দুঃশাসন, বিকর্ণ, দুঃসহ ও বিবিংশতি ইহাঁরা আসিয়া সহসা অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। দুঃশাসন ভল্লাস্ত্র দ্বারা উত্তরকে বিদ্ধ করিয়া অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। তখন অর্জ্জুন নিশিতধার শর দ্বারা কার্ম্মুক ছেদন করিয়া পঞ্চ সায়কে তাঁহার অতি বিশাল বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। পরে দুঃশাসন পার্থশরনিপীড়িত ও তৎক্ষণাৎ সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া সত্বরে সে স্থান হইতে অপসৃত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর বিকর্ণ অর্জ্জুনের প্রতি অতি তীক্ষ্ণ শর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন শাণিত সায়ক দ্বারা অবিলম্বে বিকর্ণের ললাটদেশ বিদ্ধ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ রথ হইতে নিপতিত হইলেন। অনন্তর দুঃসহ ও বিবিংশতি, বিকর্ণের প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন ধনঞ্জয় শর প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে একান্ত জর্জ্জরিত করিয়া তাঁহাদিগের অশ্ব সকল বিনাশ করিলেন। অধিকৃত লোক সকল তাঁহাদিগকে অন্য রথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসারিত করিল। তখন অর্জ্জুন অপ্রতিহত প্রভাবে রণস্থলে ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন কৌরবপক্ষীয় সমুদায় মহারথগণ একত্র হইয়া অর্জ্জুনকে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও শরজাল দ্বারা তাঁহাদিগকে আচ্ছাদিত করিলেন। অশ্বগণের হ্রেষা, করিকুলের বৃংহিত এবং ভেরী ও শঙ্খের নিনাদ একত্র হওয়াতে এক তুমুল শব্দ সমুপস্থিত হইল। অর্জ্জুননির্ম্মুক্ত শরনিকর অশ্ব ও করি সমুদায়ের দেহ এবং লৌহময় কবচ সকল ভেদ করিয়া বিনির্গত হইতে লাগিল। যেমন শরৎকালীন দিবাকর মধ্যাহ্ন সময়ে স্বীয় প্রখর কিরণজাল নিক্ষেপ করেন; তদ্রূপ মহাতেজস্বী ধনঞ্জয় রণস্থলে অনবরত বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবপক্ষীয় রথী সকল রথ হইতে ও অশ্বারোহিগণ অশ্ব হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক ভয়চকিত মনে পলায়ন করিতে লাগিলেন। পদাতিগণ প্রাণভয়ে ইতস্তত ধাবমান হইল। অর্জ্জুনের সুশাণিত শরনিকরে বীর পুরুষগণের তাম্র, রজত ও লৌহময় বর্ম্ম সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে কঠোর শব্দ সমুদিত হইতে লাগিল। গতজীবিত গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথোপান্ত হইতে নিপতিত জন সমুদায়ের কলেবরে রণক্ষেত্র একেবারে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। তখন বোধ হইতে লাগিল? মহাবীর ধনঞ্জয় শরাসন হস্তে করিয়া যেন নৃত্য করিতেছেন। বজ্রনির্ঘোষসদৃশ গাণ্ডীবনিনাদ শ্রবণে সমুদায় সৈন্য বিত্রস্ত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। কুণ্ডলোষ্ণীষশোভিত দিব্য মাল্যবিভূষিত মস্তক সকল রণক্ষেত্রে নিপতিত রহিল। বিশিখচ্ছিন্নকায়, দিব্যাভরণভূষিত কার্ম্মুকসনাথ হস্ত ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রণস্থল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সৈন্যগণের মস্তক সমুদায় নিশিত সায়কে ছিন্ন হইয়া নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, আকাশমণ্ডল হইতে শিলাবৃষ্টি হইতেছে।

মহাবীর ধনঞ্জয় ইতিপূর্ব্বে ত্রয়োদশ বৎসর অবরুদ্ধ ছিলেন; এক্ষণে অবসর

প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের উপর ক্রোধাগ্নি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধরগণ অর্জ্জুনের শরানলে সৈন্য সকল দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া দুর্য্যোধনের সমক্ষেই ভগ্নোৎসাহ হইয়া উঠিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় এই রূপে মহারথগণকে ত্রাসিত ও বিদ্রাবিত করত প্রভূত সৈন্য সংক্ষয় করিয়া রণক্ষেত্রমধ্যে কবচোষ্ণীষসঙ্কুল শ্বাপদগণনিনাদিত ক্রব্যাদনিষেবিত অতি ভয়ঙ্কর শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন; দেখিলে বোধ হয় যেন যুগান্তে কাল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাতে অস্থি সকল শৈবালের ন্যায়, শরাসন সকল ভেলার ন্যায়, মুক্তাহারজাল ঊর্ম্মিমালার ন্যায়, কেশকলাপ শাদ্বলের ন্যায়, অলঙ্কারনিকর বুদ্বুদের ন্যায়, মাতঙ্গগণ কূর্ম্মের ন্যায়, তীক্ষ্ণ শস্ত্র সকল গ্রাহের ন্যায়, শর সমূহ আবর্ত্তের ন্যায় ও বৃহৎ বৃহৎ রথ সমূহ মহাদ্বীপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তৎকালে মহাবীর ধনঞ্জয় যে কখন্ শর গ্রহণ করিতেছেন, কখন্ শর সন্ধান করিতেছেন, কখন্ শর নিক্ষেপ করিতেছেন এবং কখনই বা গাণ্ডীব আকর্ষণ করিতেছেন; ইহা কেহই অবগত হইতে পারিল না।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, বিবিংশতি, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও মহারথ কৃপাচার্য্য ইহাঁরা ধনঞ্জয়কে বধ করিবার নিমিত্ত পুনরায় সুদৃঢ় শরাসন বিস্ফারিত করিয়া গমন করিলেন। ধনঞ্জয়ও বিকীর্ণপতাক রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। তখন মহারথ কর্ণ ও দ্রোণ অনতিদূর হইতে বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ শর সমূহ বর্ষণ করিয়া অর্জ্জুনকে এরূপ আচ্ছাদিত করিলেন যে, তাঁহার কলেবরে দুই অঙ্গুলিমাত্র স্থানও অনাচ্ছন্ন লক্ষিত হইল না।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন হাস্য করিয়া গাণ্ডীবে সূর্য্যসঙ্কাশ ঐন্দ্র অস্ত্র সংযোজনা করিলেন। সেই অস্ত্র হইতে আদিত্যের ন্যায় অংশুমালা বিনির্গত হইতে লাগিল। তিনি তখন তাহা দ্বারা সমুদায় কৌরবগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। গাণ্ডীব শরাসন মেঘমালাবিরাজিত সৌদামিনীর ন্যায়, পর্ব্বতবিকীর্ণ হুতাশনের ন্যায়, অতি বিস্তীর্ণ ইন্দ্রায়ুধের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। যেমন বিদ্যুৎ বৃষ্টিসময়ে জলধরপটলে আবির্ভূত হইয়া সমুদায় দিক্, সমস্ত ধরামণ্ডল ও নভোমণ্ডল বিদ্যোতিত করে; সেই রূপ সমাকৃষ্ট গাণ্ডীব ধনুও দশ দিক্ উদ্ভাসিত করিল। হস্তী ও রথী সকল মুগ্ধ হইল; ত্যক্তায়ুধ যোদ্ধাগণ বিহ্বল হইয়া উঠিল এবং অন্যান্য সৈনিক পুরুষেরা হতচেতন হইয়া সমরপরাঙ্মুখ হইল। এই রূপে সৈন্যগণ সমর পরিহার করিয়া স্ব স্ব জীবিত প্রত্যাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক দিক্ দিগন্তে পলায়ন করিতে লাগিল।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! তখন কুরুকুলাগ্রগণ্য মহাবীর ভীষ্ম বহুসংখ্যক যোদ্ধাগণকে বিনষ্ট হইতে নিরীক্ষণ করিয়া অতি পরিষ্কৃত মহাশরাসন ও মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ শর সমুদায় গ্রহণপূর্ব্বক মহাবেগে ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইলেন। সূর্য্যোদয়ে পর্ব্বতের যেরূপ শোভা হয়; তাঁহার মস্তকোপরি পাণ্ডুবর্ণ আতপত্র থাকাতে তদ্রূপ শোভা হইতে লাগিল। মহাবীর শান্তনুনন্দন শঙ্খনিনাদে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে হৃষ্ট করত দক্ষিণ দিক্ দিয়া গমনপূর্ব্বক পার্থকে আক্রমণ করিলেন। অরাতিনিপাতন

অর্জ্জুন ভীষ্মকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন মহাবীর ভীষ্ম অর্জ্জুনের ধ্বজে শ্বসমান ভুজঙ্গমের ন্যায় অষ্ট শর নিক্ষেপ করিলে তত্রস্থ কপি ও অন্যান্য জন্তু সকল বিদ্ধ হইল। ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে রোশপরবশ হইয়া সুতীক্ষ্ণ ভল্ল প্রহার করত ভীষ্মের ছত্র ও ধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত এবং বাণাঘাতে তাঁহার অশ্বগণ; পার্ষ্ণি ও সারথিরে সংহার করিলেন। ভীষ্ম তাঁহারে অর্জ্জুন বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন; তথাপি তৎকর্ত্তৃক স্বীয় ধ্বজ ছত্র প্রভৃতি বিনষ্ট হইল অবলোকন করিয়া রোষান্বিত চিত্তে তাঁহার উপর দিব্যাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও স্বীয় পিতামহের প্রতি শর সন্ধান করিতে নিবৃত্ত হইলেন না। পূর্ব্বে বলি ও বাসবের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল; এক্ষণে অর্জ্জুন ও ভীষ্মের সেই রূপ তুমুল ও লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। যাবতীয় কৌরবগণ, যোদ্ধৃবর্গ ও সেনা সমুদায় বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহাদিগের সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিলেন। সেই বীর পুরুষদ্বয় কর্ত্তৃক নির্মুক্ত ভল্লনিচয় অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া বর্ষাকালীন খদ্যোতমালার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর পার্থ শর নিক্ষেপ সময়ে সত্বরে এক বার বাম ও এক বার দক্ষিণ হস্তে গাণ্ডীব গ্রহণ করাতে উহা অলাতচক্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া উঠিল।

মেঘ যেমন বারিধারায় পর্ব্বতকে সমাচ্ছন্ন করে; তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় শত সায়ক দ্বারা ভীষ্মকে আচ্ছাদিত করিলেন। যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ শান্তনুতনয় মুহূর্ত্তকালমধ্যে অর্জ্জুনের শরজাল ছেদন করিয়া তাঁহার রথসমীপে পাতিত করিলেন। তখন অর্জ্জুনের রথ হইতে পুনরায় শলভরাজিসদৃশ সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকর বিনির্গত হইয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ নিশিত শত সায়ক নিক্ষেপ করিয়া তৎসমুদায় নিরাকরণ করিলেন। তখন সমুদায় কৌরবগণ ভীষ্মকে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মহাবল পরাক্রান্ত শান্তনুতনয় অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কি অসমসাহসিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন! মহাবীর ধনঞ্জয় বলবান, যুবা, দক্ষ ও লঘুহস্ত। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, দেবকীসুত কৃষ্ণ ও ভরদ্বাজতনয় দ্রোণাচার্য্য ব্যতীত ঐ মহাবীরের সহিত যুদ্ধ করা কাহার সাধ্য!

অনন্তর সেই কুরুবংশাবতংস বীর পুরুষদ্বয় পরস্পর অস্ত্র নিয়োগপূর্ব্বক সমরক্রীড়া করত সকলকে চমৎকৃত করিলেন। তাঁহারা প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, আগ্নেয়, রৌদ্র, কৌবের, বারুণ, যাম্য ও বায়ব্য প্রভৃতি অস্ত্র সকল প্রয়োগ করত সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সমুদায় বীর বিস্মিত হইয়া কেহ কেহ সাধু পার্থ, কেহ বা সাধু ভীষ্ম বলিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং কহিল, আমরা মনুষ্যলোকে এতাদৃশ যুদ্ধ কদাচ নয়নগোচর করি নাই। সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা ভীষ্ম ও অর্জ্জুন এই রূপে স্ব স্ব পরাক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক অস্ত্রযুদ্ধ করিলেন।

অনন্তর শরযুদ্ধ আরম্ভ হইল। অর্জ্জুন ক্ষুরধার সায়ক দ্বারা ভীষ্মের শরাসন ছেদন করিলে তিনি তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য চাপ গ্রহণ ও তাহাতে জ্যারোপণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি বহুসংখ্যক শর সন্ধান করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও তাঁহার উপর নিশিত শর সমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ দুই মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষ এরূপ সত্বরে বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি অধিকতর লঘুহস্ত, তাহার কিছুমাত্র বিশেষ বোধগম্য হইল না। তাঁ-

হারা পরস্পর অনবরত শর নিক্ষেপ করাতে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে তত্রস্থ সমুদায় লোক বিস্মিত ও চকিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন ভীষ্মের রথরক্ষকগণকে নিহত ও পাতিত করিলেন। তাঁহার গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত কনকপুঙ্খবিভূষিত শর সমুদায় আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া হংসপংক্তির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

বাসবপ্রমুখ দেবগণ অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিয়া অর্জ্জুনের দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ সকল অবলোকন করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন পার্থের বিক্রম দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া দেবরাজকে কহিলেন, মহাশয়! ঐ দেখুন, পার্থনির্ম্মুক্ত দিব্যাস্ত্র সকল যেন সংহত হইয়াই ধাবমান হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! পার্থের কি শিক্ষানৈপুণ্য! মনুষ্যমধ্যে আর কেহই ঐ সমুদায় পুরাতন মহাস্ত্রের প্রয়োগ পরিজ্ঞাত নহে। মহাবল পরাক্রান্ত পার্থ যে কখন্ বাণ গ্রহণ করিতেছেন, কখন্ বাণ সন্ধান করিতেছেন, কখন বাণ পরিত্যাগ করিতেছেন এবং কখনই বা গাণ্ডীব আকর্ষণ করিতেছেন; তাহা কিছুমাত্র লক্ষিত হইতেছে না। সৈন্যগণ মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায় অর্জ্জুন ও ভীষ্মকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইতেছে না। উহাঁরা উভয়ে সমান বিশ্রুতকর্ম্মা, তীব্রপরাক্রম ও দুর্জ্জয়। সুররাজ ইন্দ্র চিত্রসেনের মুখে মহাবীর অর্জ্জুন ও ভীষ্মের প্রশংসা শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া উঁহাদিগের মস্তকে দিব্য পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম অর্জ্জুনের বাম পার্শ্বে বাণাঘাত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে সহাস্য বদনে তীক্ষ্ণধার সায়ক দ্বারা ভীষ্মের শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহার বক্ষঃস্থলে দশ বাণ বিদ্ধ করিলেন। মহাবাহু শান্তনুতনয় অর্জ্জুনের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথকূবর ধারণপূর্ব্বক বহু ক্ষণ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। ভীষ্মসারথি তাঁহারে সংজ্ঞাশূন্য দেখিয়া উপদেশ বাক্য স্মরণপূর্ব্বক রক্ষা করিবার অভিলাষে রথ লইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিল।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহারথ ভীষ্ম সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া সত্বরে পলায়ন করিলে রাজা দুর্য্যোধন কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক এক প্রচণ্ড সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া সহসা অর্জ্জুনের সন্নিধানে আগমন করিলেন এবং ভল্লাস্ত্র আকর্ণ সন্ধান করিয়া সমরাঙ্গনচারী ধনঞ্জয়ের ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন ভল্লবিদ্ধ হইয়া এক শৃঙ্গসম্পন্ন নীল পর্ব্বতের শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার ললাটদেশ হইতে অনবরত রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন সুবর্ণপুঙ্খশোভিত ভল্লাস্ত্র একান্ত সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অনন্তর মহাবীর্য্য অর্জ্জুন ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া গাণ্ডীব শরাসনে বিষাগ্নিসদৃশ শর সন্ধান করিয়া দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শর ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই রূপে তাঁহাদের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বিকর্ণ উত্তুঙ্গ পর্ব্বতসন্নিভ এক মত্ত মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া মহাবেগে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। অর্জ্জুন সেই মাতঙ্গের কুম্ভমণ্ডল লক্ষ্য করিয়া আকর্ণ সন্ধানপূর্ব্বক এক শর পরিত্যাগ করিলেন। যেমন দেবরাজবিসৃষ্ট বজ্র পর্ব্বতশৃঙ্গ বিদীর্ণ করে; তদ্রূপ অর্জ্জুনশর সেই করিবরের কুম্ভদেশ বিদারণপূর্ব্বক পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। তখন সেই নাগ-

রাজ নিতান্ত ব্যথিত ও কম্পিতকলেবর হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূপৃষ্ঠে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তদ্দর্শনে বিকর্ণ নিতান্ত ভীত ও সহসা সেই করিরাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রুত পদ সঞ্চারে এক শত অষ্ট পদ গমন করিয়া বিবিংশতির রথে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন সেই রূপ আর একটি শর দ্বারা দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া যোদ্ধৃগণের প্রতি অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন যোদ্ধাগণ অর্জ্জুনশরে ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়া সত্বরে তথা হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। দুর্য্যোধন এই অদ্ভুত ব্যাপার সকল অবলোকন ও শ্রবণ করিয়া সহসা অর্জ্জুনশূন্য প্রদেশে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন অর্জ্জুন সেই ভীমরূপী বাণবিদ্ধ রুধিরোক্ষিতকলেবর দুর্য্যোধনকে রণস্থল হইতে প্রস্থান করিতে দেখিয়া আস্ফালনপূর্ব্বক কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি সমরভূমি হইতে পলায়ন করিয়া কি নিমিত্ত মহীয়সী কীর্ত্তি কলঙ্কিত করিতেছ? দেখ, এখনও তুমি রাজ্যচ্যুত হও নাই এবং তন্নিমিত্ত তূর্য্যও সমাহত হয় নাই। আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিদেশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধে আগমন করিয়াছি; অতএব এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আমার সম্মুখীন হও; সেই সকল পূর্ব্ব কার্য্য একবার স্মরণ কর। যখন তুমি সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতেছ; তখন ভূমণ্ডলে তোমার দুর্য্যোধন নামটি নিতান্ত নিষ্ফল হইল; ঐ নামের আর গৌরব রহিল না। আজি তোমার অগ্র পশ্চাৎ কোন রক্ষক নিরীক্ষণ করিতেছি না; অতএব তুমি সত্বরে পলায়ন করিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা কর।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! যেমন মত্ত মাতঙ্গ অঙ্কুশাঘাতে প্রতিনিবৃত্ত হয়; সেই রূপ পলায়নোন্মুখ দুর্য্যোধন মহাত্মা অর্জ্জুনের বাক্যে আহূত হইয়া মহারথে আরোহণপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। ভুজঙ্গ যেমন পদাঘাত সহ্য করিতে পারে না; তদ্রূপ অর্জ্জুনের তিরস্কার তাঁহার নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। হেমমালী কর্ণ তাঁহারে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া স্বীয় ক্ষত বিক্ষত গাত্র সুস্থির করিয়া তাঁহার উত্তর দিক্ দিয়া পার্থকে আক্রমণ করিল। মহাবাহু ভীষ্ম প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দুর্য্যোধনের পশ্চিম দিক্ রক্ষা করিতে লাগিলেন। দ্রোণ, কৃপ, বিবিংশতি ও দুঃশাসন প্রতিনিবৃত্ত দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক অতি শীঘ্র পুরোভাগে উপস্থিত হইলেন। হংস যেমন উদয়োন্মুখ মেঘরাজির সম্মুখীন হয়; সেই রূপ তরস্বী ধনঞ্জয় মহাপ্রবাহসদৃশ সেই সেনানিচয়কে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া তাহাদিগের অভিমুখে উপস্থিত হইলেন। যেমন ঘনঘটা পর্ব্বতোপরি বারিধারা বর্ষণ করে; সেই রূপ কৌরবসেনা অর্জ্জুনের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল।

গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় অস্ত্র দ্বারা কৌরব অস্ত্র সকল প্রতিহত করত অনিবার্য্য সম্মোহন অস্ত্র আবির্ভূত ও শর সমূহে দশ দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া গাণ্ডীবনির্ঘোষে কৌরবগণের হৃদয় ব্যথিত করিলেন। পরে অতি ভীমরব মহাশঙ্খ আধ্মাত করিলে দিক্ বিদিক্ আকাশ ও পৃথিবী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কুরুবীরগণ অর্জ্জুনের শঙ্খনাদে সম্মোহিত হইয়া দুর্দ্ধর্ষ শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক এক বারে চেষ্টাশূন্য হইয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিল; তখন ধনঞ্জয় উত্তরার বাক্য স্মরণ করিয়া উত্তরকে কহিলেন, হে বীর! কৌরবগণ এখন সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছে; অতএব তুমি সত্বর হইয়া দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্যের শুক্ল বস্ত্রদ্বয়, কর্ণের পীত বস্ত্র এবং অশ্বত্থামা

ও দুর্য্যোধনের নীল বস্ত্রদ্বয় অপহরণ কর। ভীষ্ম এই অস্ত্রের প্রতিঘাতকৌশল অবগত আছেন; বোধ হয়, উনি চেতনাশূন্য হন নাই; অতএব উহাঁর অশ্বগণকে বাম দিকে রাখিয়া সতর্কতাপূর্ব্বক গমন করিতে হইবে।

মহাত্মা বিরাটপুত্র রশ্মি পরিত্যাগ ও রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক মহারথিগণের বস্ত্র গ্রহণ করিয়া পুনরায় স্বরথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর সেই শ্বেতবর্ণ অশ্বচতুষ্টয়কে পরিচালন করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণকে অতিক্রম করত অর্জ্জুনকে লইয়া রণক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইবে, এমন সময়ে তরস্বী ভীষ্ম পুরুষপ্রবীর অর্জ্জুনকে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। এ দিকে ধনঞ্জয় তাঁহার অশ্বগণকে নিহত করিয়া তাঁহাকেও দশ বাণে আহত করিলেন। অর্জ্জুন এই রূপে ভীষ্মকে পরাজিত ও উত্তরকে আশ্বস্ত করত রথবৃন্দ হইতে বিমুক্ত হইয়া মেঘমালানিষ্ক্রান্ত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর কুরুবীরগণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখিলেন, সুরেন্দ্রকল্প সব্যসাচী সমরকৃত্য পরিত্যাগ করিয়া একাকী দণ্ডায়মান আছেন; তখন দুর্য্যোধন অতিমাত্র ব্যগ্রতা প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, আপনারা কি নিমিত্ত অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? উহারে এরূপ আহত করুন যে, আর বিমুক্ত হইতে না পারে।

তখন ভীষ্ম হাস্য করিয়া কহিলেন, দুর্য্যোধন! এত ক্ষণ তোমার বলবুদ্ধি কোথায় প্রস্থান করিয়াছিল? তোমরা যখন হতচেতন হইয়া সমুদায় বাণ ও বিচিত্র ধনু পরিত্যাগ করিয়াছিলে; তখন মহাবীর পার্থ নৃশংসকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন নাই; ইহাঁর মন কদাচ পাপ কর্ম্মে সংসক্ত হয় না। ত্রৈলোক্য লাভ হইলেও ইনি স্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না; এই নিমিত্তই এই সংগ্রামে তোমরা সকলে নিহত হও নাই। এক্ষণে সত্বর হইয়া কুরুদেশে প্রস্থান কর; অর্জ্জুন গোধন সকল লইয়া গমন করুন। যাহাতে তোমার স্বার্থ বিনষ্ট না হয়; এরূপ উপায় অনুসন্ধান কর।

অমর্ষপরবশ দুর্য্যোধন পিতামহমুখে হিতকর বাক্য শ্রবণ করত স্বাভীষ্ট বিষয়ে হতাশ্বাস হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। অন্যান্য বীরগণ ভীষ্মবাক্যের হিতকারিতা অবগত হইয়া এবং ধনঞ্জয়রূপ হুতাশন বিবর্দ্ধমান দেখিয়া দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রতিনিবৃত্ত হওয়াই স্থির করিলেন।

তখন মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় কুরুবীরগণকে প্রস্থান করিতে অবলোকন করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে মুহূর্ত্ত কাল শর দ্বারা তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। তিনি বিচিত্র শর দ্বারা পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও মান্যতম কৌরবগণকে প্রণিপাত করিয়া দুর্য্যোধনের বিচিত্র মুকুট ছেদন করিলেন। অনন্তর অন্যান্য বীরগণকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক গাণ্ডীবঘোষে সমস্ত লোক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। পরে দেবদত্ত শঙ্খনিনাদে অরাতিগণের হৃদয় বিদীর্ণ এবং সহেমজাল ধ্বজ দ্বারা সমুদায় শত্রুগণকে অভিভূত করিয়া বিরাটপুত্রকে কহিলেন, উত্তর! এক্ষণে অশ্বগণকে আবর্ত্তিত কর; তোমার পশু সকল প্রত্যাহৃত হইয়াছে; উহারা অগ্রে গমন করুক; পশ্চাৎ তুমি হৃষ্ট চিত্তে গমন করিবে।

অন্তরীক্ষে দেবগণ কুরুগণের সহিত অর্জ্জুনের অদ্ভুত যুদ্ধ অবলোকন করিয়া মনে মনে তদ্বিষয়ের আন্দোলন করত হৃষ্ট চিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বৃহন্ন-

লোচন ধনঞ্জয় সংগ্রামে জয় লাভ করিয়া বিরাটরাজের গোধন সমস্ত আনয়ন করিলেন। তখন ভয়বিহ্বলচিত্ত, মুক্তকেশ, ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর কতক গুলি বৈদেশিক কুরুসৈন্য অরণ্যানী হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অর্জ্জুনকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিল, আমরা আপনার কি করিব অনুমতি করুন। অর্জ্জুন কহিলেন, আমি তোমাদিগকে আশ্বাসিত করিতেছি; তোমাদের কিছুমাত্র ভয় নাই; তোমরা পরম সুখে প্রস্থান কর; আমি কদাচ আর্ত্ত ব্যক্তির প্রাণ হিংসা করি না।

সৈনিকগণ অর্জ্জুনের অভয় বাক্য শ্রবণ করিয়া কীর্ত্তিবর্দ্ধন ও আয়ুঃপ্রদ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগে তাঁহারে অভিনন্দন করিল। অনন্তর ধনঞ্জয় বিনিবৃত্ত শত্রুগণকে অতিক্রম করিয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বিরাট নগরাভিমুখে গমন করিলে কৌরবগণ আর তাঁহারে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুন মেঘসঙ্কাশ কুরুসৈন্যগণকে অপসারিত করিয়া উত্তরকে কহিলেন, তাত! পাণ্ডবগণ যে তোমার পিতার নিকট বাস করিতেছেন; তাহা তুমিই কেবল অবগত হইলে; কিন্তু নগরে প্রবেশ করিয়া উহা কদাচ প্রকাশ করিও না; তাহা হইলে অতিমাত্র ভয়বশত তোমার পিতার প্রাণনাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তুমি তাঁহার নিকটে কৌরবগণের পরাজয় ও গোধন প্রত্যাহরণ আমাকৃত বলিয়া প্রকাশ করিবে।

উত্তর কহিলেন, মহাশয়! আপনি যে কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন; আমি যে তাহা সম্পাদন করি; ঈদৃশ সামর্থ্য নাই; তবে এই মাত্র অঙ্গীকার করিতে পারি যে, আপনি যাবৎ অনুমতি প্রদান না করিবেন; তাবৎ আপনার কথা পিতার সকাশে প্রকাশ করিব না।

এই রূপ কথোপকথনের পর শরবিক্ষতশরীর ধনঞ্জয় শ্মশানবর্ত্তী সেই শমীতরুসমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন বহ্নিপ্রতিম মহাকপি ভূতগণ ও দৈবী মায়া সমভিব্যাহারে স্বর্গে গমন করিলেন; স্যন্দনে পুনরায় সিংহধ্বজ সংযোজিত হইল। রাজকুমার উত্তর পাণ্ডবগণের সমরবিবর্দ্ধন আয়ুধ, তূণ ও শর সমুদায় পূর্ব্ববৎ বিন্যস্ত করিলে মহাত্মা ধনঞ্জয় পূর্ব্বের ন্যায় বেণী বন্ধনপূর্ব্বক বৃহন্নলারূপে রাজপুত্রের অশ্বরশ্মি গ্রহণ করিলেন। রাজপুত্র উত্তর পার্থ সারথি সমভিব্যাহারে নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পথিমধ্যে ফাল্গুন উত্তরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজপুত্র! অবলোকন কর, তোমার সমস্ত গোধন গোপালগণের সহিত সমানীত হইয়াছে। গোপালগণ তোমার অনুমতিক্রমে বাজিগণকে সলিল পান ও স্নান করাইয়া আশ্বস্ত চিত্তে নগরে গমনপূর্ব্বক প্রিয় সংবাদ প্রদান ও তোমার বিজয় ঘোষণা করুক। আমরা অপরাহ্ণে গমন করিব। উত্তর অর্জ্জুনের বাক্যে ত্বরমান হইয়া দূতগণকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা নগরে গমনপূর্ব্বক শত্রুগণ পরাজিত ও গোধন প্রত্যাহৃত হইয়াছে, প্রচার কর। অনন্তর বিজয়পরিতৃপ্ত উত্তর ও পার্থ পূর্ব্বোৎসৃষ্ট স্ব স্ব অলঙ্কার পরিধান করিলেন এবং উত্তর রথী ও বৃহন্নলা সারথি হইয়া নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এ দিকে পরাজিত কৌরবগণ অতি বিষণ্ণ বদনে দীন মনে হস্তিনা নগরে গমন করিলেন।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা বিরাটরাজ সংগ্রামে ত্রিগর্ত্তদিগকে পরাজয় করিয়া প্রভূত ধনও সমস্ত গোধন অধিকার করত পাণ্ডবচতুষ্টয়ের সহিত

হৃষ্ট মনে স্ব নগরে প্রবেশ করিলেন। প্রকৃতিগণ ব্রাহ্মণদিগের সহিত তথায় আগমন করিয়া বিরাটরাজের আরাধনা করিতে লাগিলেন। বিরাট তাঁহাদিগকে প্রতিনন্দন করিয়া বিদায় প্রদানপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর তিনি অন্তঃপুরচারিণীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার প্রিয় পুত্র উত্তর কোথায় গমন করিয়াছে। তখন তাঁহার স্ত্রী, কন্যা ও অন্যান্য সকলে কহিল, মহারাজ! ভীষ্ম, কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি মহারথ কৌরবগণ আপনার উত্তর গোগৃহের সমস্ত গোধন হরণ করিয়াছে, শ্রবণ করিবামাত্র রাজকুমার অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বৃহন্নলা সমভিব্যাহারে কেবল সাহস সহকারে বিজয় লাভার্থ প্রস্থান করিয়াছেন। বিরাটরাজ এই কথা কর্ণগোচর করিয়া একান্ত সন্তপ্ত মনে মন্ত্রিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মন্ত্রিগণ! আমার বোধ হয়, কৌরবগণ ত্রিগর্ত্তদিগের প্রস্থানসংবাদ শ্রবণ করিয়া সে স্থানে কদাচ অবস্থান করিবেন না; যাহা হউক, যাহারা আমার রণস্থল হইতে অক্ষত শরীরে প্রত্যাগমন করিয়াছে; এক্ষণে সেই সকল যোদ্ধাগণ উত্তরের প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিপুল সৈন্যমণ্ডলী সমভিব্যাহারে যাত্রা করুক।

এই রূপে মৎস্যরাজ চতুরঙ্গিণী সেনাগণকে প্রয়াণের অনুমতি প্রদান করিয়া কহিলেন, হে সৈন্যগণ! তোমরা ত্বরায় কুমার জীবিত আছে কি না, এই সংবাদ অবগত হইয়া আমার কর্ণগোচর কর; বোধ হইতেছে, যখন ক্লীব সারথি হইয়া তাহার সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছে; তখন সে কদাচ জীবিত নাই। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আজি বৃহন্নলা রাজকুমারের সারথ্য স্বীকার করিয়া গমন করিয়াছে; অতএব অন্য কেহ আপনার গোধন হরণ করিতে পারিবে না। আজি আপনার আত্মজ সেই একমাত্র সারথির সাহায্যেই দেব, দানব, যক্ষ, সিদ্ধ ও সমস্ত কৌরবগণকে অক্লেশে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন; তাহার সন্দেহ নাই।

এই অবসরে [illegible] সকল রাজসভায় সমুপস্থিত হইয়া রাজকুমার উত্তরের বিজয়সংবাদ নিবেদন করিল। তখন মন্ত্রী বিরাটরাজকে বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করাইয়া কহিলেন, মহারাজ! রাজকুমার উত্তর কৌরবগণকে পরাজয় ও গোধন সকল গ্রহণ করিয়া সারথির সহিত আগমন করিতেছেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! আজি ভাগ্যবলে কৌরবগণ পরাজিত ও গোধন সকল আনীত হইয়াছে; যাহা হউক, আপনার আত্মজ যে, কৌরবগণকে পরাজয় করিয়াছেন; ইহা নিতান্ত অদ্ভুত ব্যাপার নহে; কারণ বৃহন্নলা যাহার সারথি; নিশ্চয়ই তাঁহার জয় লাভ হইয়া থাকে।

অনন্তর বিরাট নৃপবর হৃষ্টান্তঃকরণে দূতগণকে পারিতোষিক প্রদান করিয়া মন্ত্রিদিগকে কহিলেন, এক্ষণে রাজপথে পতাকা সকল উড্ডীন ও পুষ্পোপহার দ্বারা দেবগণকে অর্চ্চনা কর। যোদ্ধা, অলঙ্কৃত গণিকা, বালক ও বাদকেরা উত্তরের প্রতিগমন করুক। অধিকৃত লোকেরা মত্ত বারণে আরোহণ করিয়া চতুষ্পথে জয় ঘোষণা করুক; আর উত্তরা উজ্জ্বল বেশ বিন্যাস করিয়া কুমারীগণ সমভিব্যাহারে সত্বরে উত্তরকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করুক।

তখন রাজার আদেশক্রমে ভেরী, তুরী ও শঙ্খ সকল বাদিত হইতে লাগিল; প্রমদারা উজ্জ্বল বেশে উত্তরের প্রত্যুদ্গমন করিল; সূত ও মাগধ সকল রাজকুমারকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত নগর হইতে বিনির্গত হইল। তখন মৎস্যরাজ প্রফুল্ল মনে সৈরিন্ধ্রীরে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে

সৈরিন্ধ্রি ! এক্ষণে অক্ষ আনয়ন কর; আমি কঙ্কের সহিত দ্যূতক্রীড়া করিব। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! শুনিয়াছি, কষ্ট ও ধূর্ত্তের সহিত ক্রীড়া করা নিতান্ত অন্যায্য ও গর্হিত; আজি আপনারে সাতিশয় সন্তুষ্ট দেখিতেছি; অতএব আপনার সহিত কদাচ দ্যূতক্রীড়া করিব না; যদি অভিলাষ হয়, বলুন, আমি অবশ্যই আপনার অন্য কোন প্রিয়ানুষ্ঠান করিব।

বিরাট কহিলেন, কঙ্ক! যদি আমার অভিলষিত দ্যূতক্রীড়াই না হইল; তবে অকিঞ্চিৎকর স্ত্রী গো হিরণ্য প্রভৃতি সমস্ত ধনসম্পত্তি রক্ষা করিবার প্রয়োজন কি? দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বস্ব প্রদান করিলেও আমার কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ হয় না; অতএব আইস, আমরা উভয়ে ক্রীড়া করি। কঙ্ক কহিলেন, মহারাজ! বহু দোষাকর দ্যূতক্রীড়া করিয়া আপনার কি উপকার দর্শিবে? বরং উহা পরিত্যাগ করাই বিধেয়। বোধ হয়, আপনি শ্রবণ করিয়া থাকিবেন, পাণ্ডুনন্দন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্যূতাসক্ত হইয়া সমস্ত রাজ্য ও অমরোপম ভ্রাতৃগণকে হারিয়াছেন; অতএব দ্যূতক্রীড়া আমার নিতান্ত অপ্রীতিকর। অথবা যদি আপনার একান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, বলুন, আমি এই ক্ষণেই দ্যূতে প্রবৃত্ত হইব।

অনন্তর দ্যূতারম্ভ হইলে মৎস্যরাজ রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, কঙ্ক! আজি আমার আত্মজ মহাবীর কৌরবগণকে রণস্থলে অনায়াসে পরাজয় করিয়াছে। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! বৃহন্নলা যাহার সারথি; সংগ্রামে অবশ্যই তাঁহার জয় লাভ হইবে। মৎস্যরাজ বারংবার এই কথা শ্রবণ করত ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া কহিলেন, হে কঙ্ক! আমার পুত্র উত্তর, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবগণকে কি নিমিত্ত পরাজয় করিতে অসমর্থ হইবে? তুমি আমার পুত্রের সমান ক্লীবের প্রশংসা করিলে; তোমার বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান নাই; তুমি এক্ষণে আমারই অবমাননায় প্রবৃত্ত হইয়াছ, যাহা হউক, আজি বয়স্যভাব প্রযুক্ত তোমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম; কিন্তু যদি জীবিত লাভের অভিলাষ থাকে; তাহা হইলে আর কদাচ এরূপ কহিও না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! আচার্য্য দ্রোণ, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, কৃপ, কর্ণ, দুর্য্যোধন ও অন্যান্য মহারথ রাজগণ এবং সুরসমূহপরিবৃত দেবরাজ ইন্দ্রও যদি রণস্থলে উপস্থিত হন; তাহা হইলে বৃহন্নলা ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের সহিত কেহই যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন না। তাঁহার তুল্য বাহুবলসম্পন্ন আর কেহ হয় নাই ও হইবে না; ঘোরতর সংগ্রাম দর্শন করিলে তাহার মনোমধ্যে সাতিশয় হর্ষসঞ্চার হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি একত্র সমবেত দেব, দানব ও মানবগণকে অক্লেশে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়; তাহার সাহায্যে কোন ব্যক্তি সংগ্রামে জয় লাভ না করিবে?

বিরাট কহিলেন, কঙ্ক! আমি বারংবার তোমারে নিষেধ করিতেছি; তথাপি তুমি বাক্য সংযমন করিতেছ না; বোধ হইতেছে, নিয়ন্তা না থাকিলে কোন ব্যক্তিই ধর্ম্মপথে প্রবৃত্ত হয় না; যাহা হউক, তুমি আর কদাচ এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিও না। মৎস্যরাজ এই রূপ ভৎর্সনা করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মুখমণ্ডলে অক্ষাঘাত করিবামাত্র তাঁহার নাসিকা হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল; কিন্তু ঐ রুধিরধারা ধরাতল স্পর্শ করিতে না করিতেই তিনি অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর পার্শ্ববর্ত্তিনী দ্রুপদনন্দিনীর প্রতি এক বার দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তিনি তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া বারিপূর্ণ এক সুবর্ণপাত্রে সেই শোণিতধারা ধারণ করিলেন।

ইত্যবসরে রাজকুমার উত্তর বিবিধ পবিত্র গন্ধমাল্যে আকীর্ণ হইয়া স্বচ্ছন্দে নগরে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসী ও জনপদবাসী স্ত্রী পুরুষগণ তাঁহারে অর্চ্চনা করিতে লাগিল। এই রূপে রাজকুমার স্বীয় ভবনদ্বারে সমুপস্থিত হইয়া পিতারে সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত দ্বারবানকে আদেশ করিলেন। দ্বারী রাজপুত্রের আদেশানুসারে সত্বরে মৎস্যরাজসমীপে গমনপূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! রাজকুমার উত্তর বৃহন্নলা সমভিব্যাহারে দ্বারে সমুপস্থিত হইয়াছেন।

মৎস্যরাজ পুত্রের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, দ্বারপাল! সত্বরে উত্তর ও বৃহন্নলারে আনয়ন কর; উহাদিগকে অবলোকন করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্বারবানের কর্ণকুহরে কহিলেন, তুমি একাকী উত্তরকে আনয়ন কর; বৃহন্নলা যেন এস্থানে আগমন না করে। মহাবাহু বৃহন্নলা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, "সংগ্রাম ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি আমার কলেবর হইতে শোণিত নিষ্কাষণ বা আমার অঙ্গ ক্ষত করিবে; সে তাহারে কদাচ জীবিত রাখিবে না;" অতএব বৃহন্নলা যদি এস্থানে আসিয়া আমার অঙ্গে শোণিত সন্দর্শন করে; তাহা হইলে অবশ্যই বিরাটকে অমাত্য ও বল বাহনের সহিত সংহার করিবে।

অনন্তর উত্তর সভামণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক পিতার চরণ বন্দন করিয়া কঙ্ককে প্রণাম করিলেন এবং দেখিলেন, তিনি শোণিতসিক্ত কলেবরে ব্যগ্র চিত্তে একান্তে ধরাসনে আসীন রহিয়াছেন; সৈরিন্ধ্রী তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। তখন তিনি নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া সত্বরে পিতারে কহিলেন, মহাশয়! কে ইহাঁরে প্রহার করিয়াছে? কোন্ ব্যক্তি এই প্রকার পাপানুষ্ঠান করিল?

বিরাট কহিলেন, বৎস! আমি তোমার বিজয়বার্ত্তা শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া তোমার প্রশংসা করিতেছিলাম; তখন কুটিলস্বভাব এই ব্রাহ্মণ তাহাতে অনুমোদন না করিয়া কেবল বৃহন্নলার প্রশংসা করিল; আমি তন্নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উহারে প্রহার করিয়াছি।

উত্তর কহিলেন, মহারাজ! আপনি ইহাঁরে প্রহার করিয়া নিতান্ত অকার্য্য করিয়াছেন; শীঘ্র প্রসন্ন করুন; নচেৎ দারুণ ব্রহ্মবিষে সমূলে নির্ম্মূল হইবেন; তাহার সন্দেহ নাই।

মহারাজ বিরাট পুত্রের বাক্য শ্রবণানন্তর ভস্মাচ্ছন্ন হুতাশনসদৃশ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি কহিলেন, মহারাজ! আমি অনেক ক্ষণ ক্ষমা করিয়াছি; আমার আর ক্রোধ নাই। যদি আমার রুধির ভূতলে নিপতিত হইত; তাহা হইলে তুমি অবশ্যই বিনষ্ট হইতে; তোমার রাজ্যও উৎসন্ন হইয়া যাইত; তুমি আমারে নিরপরাধে প্রহার করিয়াছ বটে; কিন্তু আমি তন্নিমিত্ত তোমার অণুমাত্রও অপরাধ গ্রহণ করি না। ইহা প্রসিদ্ধই আছে, বলবান্ প্রভুরা সহসা অধিকৃতের উপর ক্রোধপরবশ হইয়া উঠেন।

যুধিষ্ঠিরের নাসিকানিঃসৃত শোণিত অপনীত হইলে বৃহন্নলা তথায় প্রবেশপূর্ব্বক বিরাট ও তাঁহারে অভিবাদন করিলেন। মৎস্যরাজ বৃহন্নলারে অভিনন্দন করিয়া তাঁহার সমক্ষেই সংগ্রামসমাগত উত্তরকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন, হে বৎস! তোমা হইতেই আমি পুত্রবান্ হইয়াছি; তোমার সমান পুত্র আমার আর হয় নাই ও হইবে না। যিনি অহোরাত্র যুদ্ধ করিয়া কদাচ শ্রান্ত বা ক্লান্ত হন না; তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর কর্ণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে! এই মনুষ্যলোকে যাঁহার সমকক্ষ যোদ্ধা বিদ্যমান নাই; তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে!

...নি যাদব, কৌরব ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া ...ণের আচার্য্য; তুমি ...রিয়াছেন; ইহা ... মহাবীর দ্রোণের সহিত ... করিয়াছিলে! যিনি সমস্ত অস্ত্রধারীর অগ্রগণ্য; তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর অশ্বত্থামার সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে' যাঁহারে নিরীক্ষণ করিলে হৃতসর্ব্বস্ব বণিকের ন্যায় অবসন্ন হইতে হয়; তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর কৃপের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে! যিনি শর দ্বারা পর্ব্বত বিদীর্ণ করিতে পারেন; তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর দুর্য্যোধনের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে! যাহা হউক, বলশালী কৌরবগণ আমার যে সমস্ত গোধন আত্মসাৎ করিয়াছিল; তুমি আমিষহর ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহাদিগকে দূরীকৃত করিয়া তৎ সমুদায় প্রত্যাহৃত করিয়াছ; অতএব অরাতিগণ অবসন্ন হইয়াছে এবং সুখসেব্য অনুকূল সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে; সন্দেহ নাই।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

উত্তর কহিলেন, হে তাত! আমি স্বয়ং সেই সকল বিপক্ষকে পরাজয় করিয়া গোধন প্রত্যাহরণ করি নাই; এক দেবপুত্র ঐ সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। আমি ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছিলাম; তিনি আমারে নিবারণপূর্ব্বক স্বয়ং রথে অধিষ্ঠান করিয়া কুরুগণকে পরাজয় ও গোধন প্রত্যাহরণ করিলেন। তিনি একাকী শর সমূহ নিক্ষেপ করিয়া কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি ছয় জন রথীরে সমরপরাঙ্মুখ করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধন ও বিকর্ণ ভয়ে পলায়ন করিতে উদ্যত হইলে সেই দেবকুমার দুর্য্যোধনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "কুরুরাজ! কোথায় পলায়ন করিতেছ? হস্তিনা নগরে গমন করিলেও তোমার নিস্তার নাই। এক্ষণে স্বীয় বলবীর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক সংগ্রাম করিয়া জীবন রক্ষার চেষ্টা কর; তুমি পলায়ন করিলেও কোন ক্রমে পরিত্রাণ পাইবে না। অতএব আজি যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হও; যদি তাহাতে জয় লাভ কর; তবে সমুদায় মেদিনীমণ্ডলে একাধিপত্য সংস্থাপন করিবে; আর যদি নিহত হও; তাহা হইলেও পর লোকে স্বর্গ লাভ করিতে পারিবে; সন্দেহ নাই।"

মানধন দুর্য্যোধন দেবপুত্রের এই রূপ বাক্য শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া সচিবগণ সমভিব্যাহারে অশনিসদৃশ শরনিকর নিক্ষেপ করত প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তখন ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় দুর্য্যোধনের অতি ভীষণ মূর্ত্তি সন্দর্শনে আমার রোমহর্ষ ও উরুকম্প হইতে লাগিল। কিন্তু সেই সিংহসদৃশ দেবকুমার একাকী ছয় জন রথীরে পরাজয় করিলেন; পরিশেষে অসংখ্য শরনিকর প্রহার দ্বারা সমুদায় কুরুগণ ও তাহাদিগের সৈন্য সমূহকে জয় করিয়া কৌরবগণের বসন অপহরণপূর্ব্বক তাঁহাদিকে উপহাস করিতে লাগিলেন। অধিক কি, যেমন রোষাভিভূত শার্দ্দূল অনায়াসে বনচর মৃগগণকে বশীভূত করে; তদ্রূপ সেই মহাবল পরাক্রান্ত দেবকুমার অতি অল্প কালমধ্যেই সসৈন্য কৌরবগণকে পরাজয় করিলেন।

বিরাট উত্তরের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, বৎস! যে দেবপুত্র কৌরবগণের নিকট হইতে আমার গোধন ও তোমারে রক্ষা করিয়াছেন; তিনি কোথায়? আমি তাঁহারে দর্শন ও অর্চ্চনা করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি।

উত্তর কহিলেন, হে তাত! তিনি এক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছেন; কল্য হউক বা পরশ্বই হউক; পুনরায় আবির্ভূত হইবেন। তখন মৎস্যরাজ প্রচ্ছন্নবেশী মহাবীর অর্জ্জুনের বৃত্তান্ত কিছুই অবগত হইতে পারিলেন না।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন বিরাটরাজের

আদেশানুসারে স্বয়ং উত্তরার সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহারে সেই অপহৃত বস্ত্র সমুদায় প্রদান করিলেন। রাজপুত্রী মহামূল্য বিবিধ নূতন বসন প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। পরে ধনঞ্জয় বিরাটপুত্রের সহিত মন্ত্রণা করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরসমীপে নিবেদন করিলেন; পরিশেষে পঞ্চ ভ্রাতা একত্র মিলিত হইয়া উত্তরের সহিত হৃষ্ট মনে মন্ত্রিত বিষয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

গোহরণ পর্ব্ব সমাপ্ত।

বৈবাহিক পর্ব্বাধ্যায়।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর প্রতিজ্ঞামুক্ত পাণ্ডবগণ তৃতীয় দিবসে স্নানানন্তর শুক্ল বসন ও নানাবিধ আভরণ পরিধানপূর্ব্বক বিরাটরাজের সভায় আগমন করিয়া রাজসিংহাসনে আসীন হইলেন। যেমন মদমত্ত মাতঙ্গগণ দ্বারদেশে সুশোভিত হয়; যেমন গৃহমধ্যে অগ্নি সকল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে; সেই রূপ মহাতেজা পাণ্ডবগণ তথায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বিরাটরাজ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার নিমিত্ত সভায় আগমন করিয়া পাবকসন্নিভ পাণ্ডবগণকে নয়নগোচর করত রোষাভিভূত হইলেন। পরে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া দেবগণপরিবৃত দেবরাজসদৃশ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে কঙ্ক! আমি তোমারে দ্যূতকারী সভ্যরূপে বরণ করিয়াছিলাম; তুমি এক্ষণে কি নিমিত্ত অলঙ্কৃত হইয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলে?

অর্জ্জুন বিরাটের বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্য বদনে পরিহাস বাসনায় কহিলেন, হে রাজন্! এই মহাত্মা পরম আহ্লাদিত হইয়া আরোহণ করিবার উপযুক্ত হইতেছিলাম; তখন ন্য, মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম ও অলোহাতে অনুমেয়। এই ধরামণ্ডলে ইহাঁর অপেক্ষা অগ্রগণ্য আর কেহই নাই। ইনি পৌর ও জানপদগণের প্রীতিপাত্র; ধনসঞ্চয়ে যক্ষরাজের সমকক্ষ; মহাতেজা মনুর ন্যায় প্রজাগণের অনুগ্রাহক ও প্রতিপালক; ইনি কুরুবংশাবতংস ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির; ইহাঁর কীর্ত্তি সমুদিত সূর্য্যপ্রভার ন্যায় চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিয়াছে। ইনি যৎকালে কুরুমণ্ডলে অধিবাস করিতেন; তখন দশ সহস্র মত্ত মাতঙ্গ, ত্রিংশৎ সহস্র অশ্বসংযোজিত ও সুবর্ণমণ্ডিত রথ ইহাঁর অনুযাত্র ছিল; যেমন ঋষিগণ পুরন্দরের উপাসনা করেন; তদ্রূপ মণিকুণ্ডলমণ্ডিত অষ্ট শত সূত মাগধগণের সহিত মিলিত হইয়া ইহাঁর স্তুতিবাদ করিত; যেমন অমরগণ সর্ব্বদা কিঙ্করের ন্যায় কুবেরের উপাসনা করে; সেই রূপ কুরু ও রাজগণ ইহাঁর উপাসনা করিত; ইনি স্বাধীন ও পরাধীন সমুদায় মহীপালকেই বৈশ্যের ন্যায় করপ্রদ করিয়াছিলেন; অষ্টাশীতি সহস্র স্নাতক ইহাঁর নিকটে জীবিকা লাভ করিত; ইনি বৃদ্ধ, অনাথ, পঙ্গু, অন্ধ ও প্রজাগণকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন; ইনি দান্ত ও জিতক্রোধ; ইহাঁর শ্রী ও প্রতাপে দুর্য্যোধন, তাহার অনুচরগণ, কর্ণ ও শকুনি নিরন্তর পরিতাপিত হইতেছে। এই রূপ অসীম গুণসম্পন্ন রাজা যুধিষ্ঠির কি নিমিত্ত আপনার সিংহাসনের যোগ্য হইবেন না?

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

বিরাট কহিলেন, যদি ইনিই রাজা যুধিষ্ঠির; তাহা হইলে ইহাঁর ভ্রাতা ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব এবং সহধর্ম্মিণী যশস্বিনী দ্রৌপদীই বা কে? তাঁহারা দ্যূত-

ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া কোথায় গমন করিয়াছেন; ইহা ত কেহই অবগত নহে।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে নরাধিপ! যিনি আপনার সুপকারকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বল্লব নামে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; তিনি এই ভীমপরাক্রম ভীম। ইনি দ্রৌপদীর নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্ব্বতে ক্রোধবশ যক্ষগণকে বধ করিয়া দিব্য সৌগন্ধিক কুসুম সকল আহরণ করিয়াছিলেন। যিনি দুরাত্মা কীচকগণকে সংহার করিয়াছিলেন; ইনিই সেই গন্ধর্ব্ব। ইনি আপনার অন্তঃপুরে ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও বরাহগণকে হনন করিয়াছিলেন। যিনি আপনার অশ্বপাল; তিনি এই নকুল এবং যিনি আপনার গোপালক; তিনি এই সহদেব। ইহাঁরা পরম রূপবান্ ও প্রত্যেকে সহস্র যোদ্ধার সমকক্ষ। এই অলোকসামান্য রূপসম্পন্না পতিপরায়ণা সৈরিন্ধ্রীই দ্রুপদনন্দিনী। কীচকগণ ইহাঁর নিমিত্তই নিহত হইয়াছে। আর আমিই ভীমসেনের অনুজ ও নকুল সহদেবের পূর্ব্বজ অর্জ্জুন; আপনি আমার বৃত্তান্ত সম্যক্ রূপে শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। হে রাজন্! সন্তান যেমন জননীর গর্ভে অবস্থিতি করে; সেই রূপ আমরা আপনার আলয়ে পরম সুখে অজ্ঞাতবাস করিয়াছি।

অর্জ্জুনের পরিচয়প্রদান পরিসমাপ্ত হইলে বিরাটতনয় উত্তর পুনরায় তাঁহাদিগের পরিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাত! এই যে সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ, সিংহের ন্যায় প্রবৃদ্ধ, উন্নতনাসাসম্পন্ন ও লোহিতায়তনেত্র পুরুষকে দেখিতেছেন; ইনি রাজা যুধিষ্ঠির। এই যে মত্তমাতঙ্গগামী, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, স্থূলস্কন্ধ ও দীর্ঘবাহু পুরুষকে দেখিতেছেন; ইনি বৃকোদর। ইহাঁর পার্শ্বে যে বারণযূথপতিসদৃশ, সিংহের ন্যায় উন্নতস্কন্ধ, গজরাজগামী, কমলায়তলোচন, শ্যামকলেবর, যুবা দণ্ডায়মান আছেন; ইনিই মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন। ঐ যে উপেন্দ্র ও মহেন্দ্রসদৃশ দুইটী পুরুষ রাজা যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বদেশ উজ্জ্বল করিয়া উপবিষ্ট আছেন; মনুষ্যলোকে যাঁহাদিগের রূপ, লাবণ্য, বল, বিক্রম ও সুশীলতার তুলনা নাই; ইহাঁরাই নকুল সহদেব। আর ঐ মূর্ত্তিমতী পার্ব্বতীর ন্যায়, স্নিগ্ধদর্শন ইন্দীবরের ন্যায়, মনোহারিণী সুরকামিনীর ন্যায়, বিগ্রহবতী লক্ষ্মীর ন্যায় যে রমণী ইহাঁদিগের পার্শ্বদেশে উপবেশন করিয়া আছেন; ইনিই দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা।

এই রূপে রাজকুমার উত্তর পিতার সমক্ষে পাণ্ডবগণের পরিচয় প্রদান করিয়া পরিশেষে অর্জ্জুনের বল বিক্রম বর্ণন করিতে লাগিলেন। ইনিই মৃগকুলসংহারকারী কেশরীর ন্যায় অরাতিগণকে নিপাতিত করিয়াছেন; এবং রথ সমূহ ভগ্ন করিয়া অক্ষুব্ধ চিত্তে সমরে বিচরণ করিয়াছিলেন; প্রকাণ্ডকলেবর মাতঙ্গগণ ইহারই একমাত্র বাণে আহত হইয়া বিশাল দশনদ্বয় ধরাতলে প্রোথিত করত প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে; ইনিই গোসমস্ত প্রত্যানীত ও কৌরবগণকে পরাজিত করিয়াছেন; ইহাঁরই শঙ্খনাদে আমার কর্ণদ্বয় বধির হইয়াছিল।

মৎস্যরাজ উত্তরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তবে পাণ্ডবগণকে প্রসন্ন করিবার প্রকৃত সময় সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব যদি তোমার মত হয়, বল, আমি এক্ষণেই ধনঞ্জয়কে উত্তরা প্রদান করি।

উত্তর কহিলেন, আমার মতে মহাত্মা পাণ্ডবগণ পূজনীয় ও মাননীয়; এবং প্রকৃত সময়ও সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব সৎকারোচিত মহাভাগ পাণ্ডবগণকে পূজা করুন।

বিরাট কহিলেন, আমিও শত্রুগণের হস্তগত হইয়াছিলাম; ভীমসেন আমারে মুক্ত করিয়া গোধন সকল প্রত্যানয়ন করিয়া-

ছেন। ফলত আমরা ইহাঁদিগেরই বাহুবলে সংগ্রামে জয়ী হইয়াছি। অতএব এক্ষণে আমরা অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁহার অনুজগণের সৎকার করি। আমরা অজ্ঞাতসারে ইহাঁদিগকে যাহা কিছু কহিয়াছি; বোধ হয়, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তৎসমুদায় ক্ষমা করিবেন; তাহার সন্দেহ নাই। বিরাটরাজ এই কথা কহিয়া প্রফুল্ল বদনে প্রথমে রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহারে শিষ্টাচারসহকারে সৎকারপূর্ব্বক দণ্ড, কোষ ও নগর সমেত সমস্ত রাজ্য প্রদান করিলেন; এবং কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! বলিয়া অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবের মস্তক আঘ্রাণ, তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন ও বারংবার দর্শন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। অনন্তর রাজা বিরাট প্রীতিপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহাভাগ! ভাগ্যক্রমে আপনারা নির্বিঘ্নে অরণ্য হইতে আগমন এবং দুরাত্মাদিগের অজ্ঞাতসারে অবস্থান করিয়াছেন। আমার রাজ্যাদি যাহা কিছু আছে; আপনারা নিঃশঙ্ক চিত্তে তৎসমুদায় প্রতিগ্রহ করুন। সব্যসাচী ধনঞ্জয় উত্তরার উপযুক্ত ভর্ত্তা; এক্ষণে ইনিই তাহার পাণিগ্রহণ করুন।

রাজা যুধিষ্ঠির বিরাটরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তিনি মৎস্যরাজকে কহিলেন, হে রাজন্! মৎস্য ও ভরতকুলের পরস্পর সম্বন্ধ নিবন্ধ হওয়া একান্ত সমুচিত; অতএব আজি আমি স্নুষার্থ আপনার কন্যারে গ্রহণ করিলাম।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

বিরাটরাজ কহিলেন, পাণ্ডবপ্রবীর! আপনি কি নিমিত্ত আমার প্রদত্ত উত্তরারে ভার্য্যাত্বে প্রতিগ্রহ করিতে অস্বীকার করিতেছেন?

অর্জ্জুন কহিলেন, মহাশয়! আমি নিরন্তর অন্তঃপুরে আপনার কন্যার সহিত একত্র বাস করিতাম; তিনি কি রহস্য কি প্রকাশ্য সকল বিষয়েই আমারে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করিতেন; আমি তাঁহারে পরম প্রযত্ন সহকারে নৃত্য গীত শিক্ষা করাইতাম বলিয়া তিনিও আমারে সম্মানভাজন আচার্য্যের ন্যায় বোধ করিতেন। আমি এই রূপে সেই যুবতীর সহিত এক বৎসর একত্র বাস করিয়াছি; এক্ষণে যদি তাঁহার পাণিগ্রহণ করি; তাহা হইলে আপনার ও অন্যান্য ব্যক্তির সাতিশয় সন্দেহ জন্মিতে পারে। আমি নির্দ্দোষ, জিতেন্দ্রিয় ও দান্ত হইয়া আপনার কন্যার বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছি। তিনি পুত্রবধূ হইলে কেহ আপনার দুহিতার প্রতি, আমার পুত্রের প্রতি অথবা আমার প্রতি কোন সন্দেহ করিতে সমর্থ হইবে না। আমি অভিশাপ ও মিথ্যাপবাদকে অত্যন্ত ভয় করি; অতএব উত্তরারে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতেছি। বাসুদেবের প্রিয়তম ভাগিনেয় সাক্ষাৎ দেবকুমারসদৃশ অস্ত্রকোবিদ আমার পুত্র অভিমন্যু আপনার জামাতা ও উত্তরার ভর্ত্তা হইবার একান্ত উপযুক্ত পাত্র।

বিরাটরাজ কহিলেন, হে কৌন্তেয়! আপনি নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ; উত্তরার পাণিগ্রহণ অস্বীকার করা আপনার পক্ষে সম্যক্ উপযুক্তই হইয়াছে। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করুন। আমি যখন আপনার সহিত সম্বন্ধবন্ধন করিলাম; তখন আমার সমুদায় কামনা সম্পন্ন হইল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ বন্ধনে অনুমোদন করিলেন। উভয়ের মিত্রগণের নিকট চর প্রেরিত হইল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অপর এক চর দ্বারা বাসুদেবকে এই সংবাদ অবগত করিলেন।

ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে পাণ্ডবঃ

গণ বিরাট নগরে অবস্থান করিতেছেন; ইহা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। অর্জ্জুন জনার্দ্দন, অভিমন্যু ও যাদবগণকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিলেন। কাশীরাজ ও শৈব্য যুধিষ্ঠিরের নিতান্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন। মহাবল দ্রুপদও অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন; দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার সমভিব্যাহারে আগমন করিলেন; ইহাঁরা সকলেই অক্ষৌহিণীনায়ক, যাগশীল ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন। পরম ধার্ম্মিক বিরাট নানা দিগ্‌দেশাগত ভূপতিগণ ও তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারীদিগকে সমুচিত সম্মানপূর্ব্বক সৎকার করিলেন। অভিমন্যুরে কন্যা প্রদান করিবেন বলিয়া তাঁহার আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।

অনন্তর আনর্ত্তদেশ হইতে বাসুদেব, বলদেব, কৃতবর্ম্মা, হার্দ্দিক্য, যুযুধান, সাত্যকি, অনাধৃষ্টি, অক্রূর, শাম্ব এবং বলদেবনন্দন নিষঠ ইহাঁরা অভিমন্যু ও সুভদ্রারে সমভিব্যাহারে লইয়া আগমন করিলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি পাণ্ডবসারথিগণ এক বৎসরের পর তাঁহাদিগের সেই সমস্ত রথ লইয়া আগমন করিল। দশ সহস্র হস্তী, দশ অযুত অশ্ব, অর্ব্বুদ রথ, নিখর্ব্ব পদাতি এবং বৃষ্ণি, অন্ধক, ভোজবংশীয় বহু ব্যক্তি বাসুদেবের সমভিব্যাহারে সমাগত হইলেন। বাসুদেব পাণ্ডবগণকে রাজোচিত অর্থ, স্ত্রীরত্ন ও পৃথক্ পৃথক্ পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন।

অনন্তর যথাবিধি বিবাহকার্য্য সমারম্ভ হইল। শঙ্খ, ভেরী, পনব প্রভৃতি বাদ্য সকল বাদিত হইতে লাগিল। উচ্চাবচ মৃগ, মৎস্য ও মৈরেয় প্রভৃতি প্রভূত সুরা সকল সমাহৃত হইল। গায়ক, আখ্যায়ক,

নট, বৈতালিক, সূত ও মাগ
স্তুতি পাঠ করিতে লাগি
মৎস্যনারীগণ মণিকুণ্ডল
আভরণ ধারণপূর্ব্বক হ
কৃতা উত্তরারে লইয়া সু
তথায় আগমন করিলে
নন্দিনীর অসীম রূপ ল
সন্দর্শনে সকলেই পরা

ধনঞ্জয় নিজ পুত্র
বিরাটকন্যা উত্তরারে
ইন্দ্রের ন্যায় শোভা
রাজা যুধিষ্ঠির উত্তরা
রিয়া জনার্দ্দনকে পুর
দ্রের উদ্বাহক্রিয়া সম
রাজ বিরাট প্রজ্বলি
হোম ও দ্বিজগণকে
প্রীতিপূর্ব্বক সপ্ত স
ভূরি ধন, রাজ্য, ব
প্রদান করিলেন।

উদ্বাহক্রিয়া
যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদি
ধন, গোসহস্র, র
যান, শয়ন, রম
নীয় প্রদান করি
মৎস্যনগর মহে
পাইতে লাগিল

বৈ

f

আসিয়া
যে মূল ম
পুস্তক নষ্ট